কৌরব বিয়োগ

নাটক।

এতাবতা রাজা দুর্য্যোধনের উরু

ভাঙ্গাবধি অন্ধ রাজাদির যজ্ঞানলে দগ্ধ হওয়াপর্য্যন্ত

মহাভারতীয় অপূর্ব্ব বৃত্তান্ত নাটকের প্রণালীতে বহুলাংশ

গদ্যে ও অতি অল্পাংশমাত্র পদ্যচ্ছন্দে

শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র ঘোষকর্ত্তৃক বিরচিত হইয়া

শ্রীরামপুরের "তমোহর" যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

সন ১৮৫৮।

J. H. PETERS, PRINTER.

কৌরব বিয়োগ নাটক ।

বর্ণিত ব্যক্তিগণের নাম ও উপাধি ।

শিবঃ ।	কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডব শিবির রক্ষক মহাদেব ।
শ্রীকৃষ্ণ ।	অর্জ্জুন সারথি শ্রীপতি ।
ব্যাসদেব ।	পাণ্ডবাদির পিতামহ সর্ব্বজ্ঞ মুনি ।
ভীষ্মদেব ।	শরশয্যাশায়ী পাণ্ডবাদির পিতামহ ।
যুধিষ্ঠির । ভীম । অর্জ্জুন । নকুল । সহদেব ।	পঞ্চপাণ্ডব ।
ধৃষ্টদ্যুম্ন । শিখণ্ডি ।	দ্রুপদ রাজার পুত্রদ্বয় ও পাণ্ডব শিবির রক্ষক ।
ধৃতরাষ্ট্র ।	অন্ধনরপতি ।
দুর্য্যোধন ।	তস্য পুত্র, কুরুশ্রেষ্ঠ মহারাজ ।
অশ্বত্থামা ।	দ্রোণাচার্য্যের পুত্র ও পরিশিষ্ট কৌরব সেনাপতি ।
ধৌম্য ।	পাণ্ডব পুরোহিত ।
কৃতবর্ম্মা । কৃপাচার্য্য ।	অশ্বত্থামার সহযোগী যোদ্ধাদ্বয় ।
পরীক্ষিত ।	অভিমন্যুর পুত্র ও অর্জ্জুনের পৌত্র ।
বিদুর ।	রাজা ধৃতরাষ্ট্রের অনুজ জিতেন্দ্রিয় ভ্রাতা ।
সঞ্জয় ।	সংগ্রাম বার্ত্তাবেদী ব্যাসদেবের শিষ্য ।
বিভাণ্ডক ।	মুনি বিশেষ

সঙ্কট্‌. বিকট্‌। উক্ত মুনির ভৃত্যদ্বয়।

পিশাচদ্বয়।

ভিক্ষার্থী দ্বিজগণ।

দ্বারদুক ভৃত্য।

কুন্তী। পঞ্চপাণ্ডবের মাতা।

গান্ধারী। ধৃতরাষ্ট্রের পত্নী ও দুর্য্যোধনাদির মাতা।

দ্রৌপদী। পঞ্চপাণ্ডবের পত্নী।

সুভদ্রা। অর্জ্জুনের দ্বিতীয়া পত্নী।

উত্তরা। অভিমন্যুর পত্নী।

দুঃশীলা। ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর কন্যা এবং রাজা জয়দ্রথের পত্নী।

এতদ্ভিন্ন আর২ নারিগণ, ও রথী ও পদাতিপ্রভৃতি উপস্থিত থাকিবেক। নাট্যাগার কখন কুরুক্ষেত্রে ও হস্তিনানগরে, ও কদাচিদ্বা বদরিকাশ্রমে ও দ্বৈপায়ন বনে হইবেক ইতি।

PREFACE

In 1852, I published my vernacular Drama of the "Merchant of Venice" which was written at the suggestion of an European friend of native education. A few copies of the work were presented to the learned Editors of the English and vernacular journals of the Presidency and to some of the Native nobility of the country. The former with the politeness which characterizes superior civilization, acknowledged the gift, but the latter—though accepting the present—did not acknowledge it, and I cannot say whether they have even opened the Book at all. For, few of the readers of this Class "will peruse a Book with pleasure, till they know whether the author of it be a black or a fair man ; of a mild or choleric disposition ; married or a bachelor with other particulars of a like nature which conduce very much to the right understanding of an Author." And the high cast Brahmins whose academic acquirements exceed the mark of mediocrity will seldom read a work till they have discovered that the Author of it is not a *layman*. But the avidity with which the work was received by the general reader, particularly by those whose curiosity was excited to see the "Merchant of Venice" in an oriental dress, induced a belief that the work has been considered acceptable, and that if a similar attempt were made, it might not prove abortive. In consequence, however, of a suggestion that I received, I thought it advisable to change the topic, and write upon a subject of purely Indian origin, and for this purpose, I cast my eyes upon the interesting

subject of "*Mohabharuth*" which in its present dress does not seem to be in great favour with the *alumni* of our colleges, or with the preceptors who direct their steps, though it is admitted on all hands that the subject comprised in that work is at once edifying and sublime, and has never failed to keep the attention of the reader who has once made his way to it, "irresistibly fixed."

The thirst which has been lately created for the acquisition of knowledge, and the facilities which have been afforded the people at large for acquiring it, having led to an increased demand for superior vernacular literary works, I embrace this opportunity of laying before the public the result of my labors, writing my work in the shape of a Drama, and taking due care to adapt it to the taste of all classes of the people of this country.

It is a Historical tragedy out of the "*Mohabharuth*," commencing with the interesting event which led to the lamented death of *Doorjadhun*, the Emperor of "*Hustina*," and ending with the eventful circumstances which occasioned the tragical end of his aged parents in the forest of "*Dypyun*." It now only remains for me to add that the subject upon which I have written is of great interest, and the change which has been carefully introduced in it, being altogether new, and agreeable to the approved taste of the modern literati of the country, and no pains and expense having been spared to render the work useful, and acceptable, I indulge in the hope that it will meet with the approbation of the reader.

Hooghly,
October, 1857.

HURROCHUNDER GHOSE.

ভূমিকা।

এতদ্দেশীয় আপামর সাধারণ লোকেরই অবগতি আছে যে প্রচরদ্রূপে প্রচলিত "মহাভারত" ভারতবর্ষের প্রাচীন ও সমীচীন গ্রন্থ, এবং গার্হস্থ্য ও ব্রহ্মচর্য্য ও রাজধর্ম্ম ও জ্ঞানযোগ ও যোগধর্ম্মাদি নানা বিষয়ের উপদেষ্টা বিধায় সর্ব্বত্রে সর্ব্বদা প্রকৃষ্টরূপে সমাদৃত হইয়াছে। কিন্তু আধুনিক অধ্যাপক ও অধ্যাপিতেরদের পদ্য রচিত গ্রন্থে বিশিষ্টরূপ অনুরাগ দৃষ্ট হয় না। একারণ সুরচিত "মহাভারতও" একালপর্য্যন্ত কণ্টশ্রেষ্ঠে অস্মদাদির কালেজ ও পাঠশালা প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইতে প্রাপ্তাভীষ্ট হন নাই। এবঞ্চ নব রচিত পদ্য গ্রন্থেও বিদ্যালয়ের বিরতি দেখা যায়। যেহেতুক তাহার অধিকাংশই প্রায় সুশ্রাব্য কাব্য রস ঘটিত; এইহেতু ইতাগ্রে কিয়দংশ পদ্যে বিরচিত "ভানুমতী চিত্রবিলাস," ইত্যভিধেয় যে নাটক আমি প্রস্তুতপূর্ব্বক হুগলির কালেজের কৃপালু প্রধান অধ্যাপক সাহেবের মধ্যবর্ত্তিতায় বিদ্যাদানার্থ কৌন্সেলে প্রেরণ করিয়াছিলাম, তাহা মহানুবভব সভ্য মহাশয়েরা সুরচিত বোধ করিলেও অদ্যাপি কালেজাদিতে ব্যবহৃত হয় নাই; অথবা বর্ণিত মহামহিমেরা তাহা তদর্থে উপযোগী জ্ঞান করেন নাই, ইহা মদীয় দুর্জ্ঞেয়। বস্তুতঃ প্রাগুক্ত নাটক "সেক্সপিয়র" কৃত মহানাটকের মনোনীত একাংশের (অর্থাৎ মরচ্যান্ট-অফ-বেনিসের) দেশীয় পরিচ্ছদ মাত্র। কিন্তু এতদ্দেশস্থ যে সমস্ত মহাশয়েরা সেক্সপিয়র সাহেবকৃত স্বনাম প্রসিদ্ধ মহানাটক পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই বিবেচনা করিয়া থাকিবেন যে ঐ প্রতিষ্ঠিত কাব্য নানা রসঘটিত, ও স্থানেং এতদ্রূপ সরস আদিরস রচিত যে নীতি জ্ঞানান্বেষী ছাত্রগণের তাহা পাঠের যোগ্য বোধ করিলে "ভারতচন্দ্রে" স্থান নির্ব্বাপন করা নৈষ্ঠুর্য্য বোধ

ভূমিকা।

হয়। ফলতঃ পদ্য রচিত গ্রন্থে সংপ্রতি বিদ্যালয় সমূহের অনুরাগমাত্র নাই, একারণ দুর্ভাগ্য বশাৎ "মহাভারত" ও "ভারতচন্দ্রের" ভাগ্য ভোগ করিয়া উজ্জ্বল বিদ্যার্থি সমাজে দিবা প্রদীপের ন্যায় অপ্রজ্জ্বল হইয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের অনবগতি নহে যে "মহাভারত" গ্রন্থ নীতি গর্ব্ভ ও সন্দর্ভ শুদ্ধির আশ্রম, এবং সাংসারিক ও পারলৌকিক বিষয়ের ও উপদেশ নিকরের নিকেতন। একারণ আমি ঐ মহাগ্রন্থের কিয়দংশ এতাবতা রাজা দুর্য্যোধনের উরু ভাঙ্গাবধি ও অন্ধ রাজাদির যজ্ঞানলে দগ্ধ হওয়াপর্য্যন্ত অপূর্ব্ব বৃত্তান্ত সুমার্জ্জিত সাধুভাষায় বহুলাংশ গদ্য ছন্দে ও অতি স্বল্পাংশমাত্র পদ্যপ্রবন্ধে ইংলণ্ডীয় নাটকের প্রচলিত প্রণালীতে রচনা করিয়া "কৌরব বিয়োগ নাটক," এই আখ্যা দানে প্রকাশ করিলাম। ভরসা করি যে নীতি নিপুণেরা এই নীতিগ্রন্থে আমূলাৎ কৃপা দৃষ্টিপাৎ করিয়া মদীয় শ্রম সফল, অথবা ভ্রম সকল দূর করেন। কিন্তু এতদ্রূপ গ্রন্থ রচনে বারংবার উদ্যম করাতে আমার এমত অভিপ্রায় নহে যে আমি অগণ্য মান্য গ্রন্থকর্ত্তাদিগের মধ্যে গণ্য হইয়া তাঁহারদের পুণ্য নামের সহিত বরেণ্য সমাজে ধন্যবাদ প্রাপ্ত হই। আর যদিও উপযুক্ত জ্ঞানি ব্যতীত অন্যান্যের এতদ্রূপ উদ্যম করা অনধিকার চর্চ্চা ভিন্ন নহে, কিন্তু ইংলণ্ডীয় ও এতদ্দেশীয় বহুতর বিজ্ঞবরের অভিপ্রায় মতে আমি এই অভিলষিত অভিনব রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া "কাশীদাসের" কিয়দ্ভাগের প্রাচীন পরিচ্ছদ যাহা মলিন মুদ্রাযন্ত্রের মুদ্রাদোষে ক্রমশঃ মলিনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা পরিবর্ত্তন করিলাম। তাহাতে যদি এই নববেশে এতদ্দেশের নবীন ও প্রবীণ সমাজের উল্লাস জন্মে, তবে আমি আপনাকে নিতান্তই লব্ধ-প্রত্যাশ বোধ করিব ইতি।

হুগলী। }
নবেম্বর ১৮৫৭। }

শ্রীহরচন্দ্র ঘোষ।

কৌরব বিয়োগ নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম অঙ্ক।

রঙ্গভূমি হস্তিনানগরীতে নান্দী।

হে মাতর্বাগ্বাদিনি, পরম পরাৎপর পরমেশ্বর প্ররচিত স্বর্গ মর্ত্য পাতালাদিস্থ সুরাসুর নাগ নরাদি যাবৎ প্রাণির প্রাণ রূপ বায়ু যে তুমি তোমার সুরমানস জড়িত শ্রীপাদপদ্ম যুগল হৃদয়ে অনুক্ষণ স্মরণ করিয়া সৃজন ও পালন ও সংহারের কর্ত্তা হরিহর বিরিঞ্চ্যাদি দেবগণ সৃজনাদিরূপ স্বরীতার সম্পাদন করিতেছেন, এবং তোমার কৃপা কটাক্ষে সহস্রাক্ষ সুকৌশলাৎ ও সদ্যুক্তিমত্তায় ভীষণ সুর বৈরিবৃন্দ নিসূদন করিয়া সুর-লোকে আধিপত্য করিতেছেন। অপিচ হে পঙ্কজনেত্রে, তোমার অপাঙ্গ দৃষ্টি প্রসাদে তোমার পাদ পদ্মের ধ্যান পরা-য়ণ হইয়া ব্যাস বাল্মীকি কালিদাসাদি কবীন্দ্রেরা জগজ্জনা-নুরঞ্জন সুরচিত সংকাব্যকর্ত্তা হইয়া তোমার মহতী মহিমার জ্যোতিকে দেদীপ্যমান করিতেছেন। এবঞ্চ তোমার কৃপা কণাংশ প্রসাদে শুক পরাশরাদি মহর্ষিরা অসীম নিগূঢ় শাস্ত্রার্থ বেত্তা ও নানা সংশয়ের ছেদনকর্ত্তা হইয়াছেন। এবঞ্চ হে পরমেশ্বর গৃহিণি বাগ্দেবি, স্থির সৌদামিনীর ন্যায় দৃশ্যমানা, অথচ চপলার ন্যায় চঞ্চলা যে সুরবিদ্যাধরিরা তোমারই কৃপা কণাংশ প্রসাদে সুরলোকে বাস করিয়া নৃত্য গীতাদি মনো-হিনী বিদ্যা প্রভাবে আখণ্ডলাদি অমর মণ্ডলের মনোমোহিনী

হইতেছে. এবঞ্চ ত্রিলোক বিজয়ী শৌর্য্যবিশিষ্ট মহাপুরুষেরাও কদাং তোমার অকৃপায় অকৃতার্থ হইয়াছেন ইহা রাবণানুজ কুম্ভকর্ণাদিতে প্রমাণ প্রোক্ত আছে। অতএব হে মাতঃ এই অভিনব প্রস্তাবে কৃপা কটাক্ষপাত করিয়া যেমতে এই জ্ঞান-বিরহ ও হীন বিদ্য প্রাপ্ত মনোরথ হয় এবম্বিধ বরদাত্রী হও ইতি।

নান্দ্যন্তে সূত্রধার নেপথ্যাভিমুখীন হইয়া স্বীয় প্রণয়িনীকে সম্বোধন করিয়া কহিল প্রিয়ে দেখ. অতঃপর কৌরবকুলের কি দুর্দ্দৈব উপস্থিত। এই কুরুশ্রেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র মহারাজ মহা বিক্রান্ত রণশায়ী ঊনশত বীর পুত্রের শোকে অদ্য ধরণী শায়ী হইয়াছেন. এবঞ্চ মহারাজ দুর্য্যোধন ভীমকর্ত্তৃক নিঃক্ষিপ্ত ভীষণ গদার প্রহারে চূর্ণ উরু হইয়া সংগ্রাম ক্ষেত্রে পড়িয়াছেন. ইহা রণবৃত্তান্ত বেদী সঞ্জয় মহাশয় প্রমুখাৎ প্রতীত হইয়া অন্ধ মহারাজ আরও পরিতাপ পয়োধি পয়ঃ প্রবাহে নিমগ্ন হইয়াছেন। ইহাতে আমি বুঝিলাম যে এই মহতী সংগ্রাম এই সম্রাজ্যাদেমানের ও আমারদের ভাবি অকল্যাণের প্রতিপাদ্য ভিন্ন নহে।

[নর্ত্তকীর প্রবেশ।]

নর্ত্তকী। হে নাথ. এবম্প্রকার বিপত্তিতে এমত বিষণ্ন না হন এমত লোক অতি বিরল। কিন্তু মহারাজ দুর্য্যোধনের দুর্বৃত্তিই এই বিপত্তির বীজ ইহা স্থূল দর্শিরাও বিবেচনা করিবেন। কেননা চন্দ্রবংশে সম্ভূতা সেই পাণ্ডব প্রণয়িনী দ্রৌপদীর নিমুক্ত নয়নে নিরীক্ষণকারি সৎ সভ্যেরা কহিয়াছিলেন যে ঐ পরম প্রকৃতির সম্মান হর্ত্তা দুর্বৃত্ত দুঃশাসন অনতি বিলম্বে বিদীর্ণবক্ষঃ হইয়া রণশায়ী হইবেন. এবং ঐ নিগ্রহের নিয়ন্তা মূঢ় মহারাজ দুর্য্যোধনও অচিরে এই গুরু পাপে ভগ্ন উরু হইয়া দুরবস্থ ও কালের করাল কবল হইবেন। আর দেখ. অন্ধ মহারাজ অনাস্থ হইয়া মৌনীরূপে ক্ষৌণিপতি দুর্য্যোধনকে উৎসাহ দান করিলেন. এবং দুঃশাসনেরও শাসনাজ্ঞা না করাতে ঐ নিষ্ঠুর অতীত সাহস হইল। হে নাথ. হীনবুদ্ধি অবলার বোধেও

ইহা এতদ্রূপ গুরুতর পাপগণ্য যে ইহার সহিত মহারাজের বর্ত্তমান শোক ও দুঃখ তুলায় ধৃতকারি পুণ্যাত্মারা রাজ বিপত্তিকে গরীয়সী বোধ করেন না। অতএব তুম আমরা রাজ্যান্তরে স্বীয় উপজীব্যাবলম্বন করিয়া জীবনের পরিশিষ্টাংশ পরম প্রীতিতে ও প্রাপ্ত মনোরথে হরণ করি এই আমার ইচ্ছা। কেননা নিরুপদ্রুত স্থানে নিবাস করা নীতি বিশারদদিগের অনুমত।

সূত্রধার। প্রিয়ে, ইহা কর্ত্তব্য নহে কেননা চিরপালিত অনুচরেরা বিপন্ন প্রভুর হিতেচ্ছু হইবে। আর যদিও আমারদিগের রাজভবনে অবস্থান ও অনবস্থানে মহারাজের কোন উপযোগিতা নাই তথাপি উপেক্ষায় প্রত্যবায়ের সম্ভাবনা। যদ্দ্বেতুক মিত্র পরীক্ষার্থে কষ্টি পাথরস্বরূপিণী যে বিপত্তি ইহা সংসারাশ্রমে পদে২ আছে। আর এইরূপ বিপত্তিকালে প্রতীক্ষাপেক্ষ সহকারি সজ্জনেরা সখিত্বের মধ্যে গণ্য হইয়াছেন। রাজ বিপত্তি বহুধা তন্মধ্যে শূন্য কোষ ও অসৎ মন্ত্রী এই দুই বিষম। শূন্য কোষ জন্য সৈন্য সহকারিত্বাভাবে রাজ্যে উপপ্লবাদি সম্ভাবনা, আর অসন্মন্ত্রীর মন্ত্রণা রাজবুদ্ধিকে আচ্ছন্না করিয়া প্রবলবাত কুজ্ঝটিকারূপে সাগরস্থ ক্ষুদ্র তরির ন্যায় আশু বিপদরূপ অর্ণব তরঙ্গে মগ্না করে। ইহার প্রত্যক্ষ উদাহরণ সেই কুলকুঠার শকুনি। অতএব হে প্রিয়ে, এই বিপত্তিকালে রাজার উপেক্ষা রূপ অনুচিত কর্ম্ম করিয়া অযশ ভাজন হওয়া সতের স্বীকর্ত্তব্য নহে। ইতি চিন্তায় আপাততঃ ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া সজ্জনের অনুরঞ্জন করহ।

নর্ত্তকী। হে নাথ, যদি আপনকার এই অভিমত, তবে এই হউক।

[ইতি কথোপকথনানন্তর নর্ত্তক নর্ত্তকী রঙ্গ ভূমিহইতে প্রস্থান করিলেন।]

দ্বিতীয় অঙ্ক।

রঙ্গভূমি, হস্তিনানগর রাজবাটীতে ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয় ও বিদুরের প্রবেশ।

ধৃতরাষ্ট্র। হে ভ্রাতঃ সংগ্রামশায়ী ঊনশত বীর পুত্রের শোক স্বরূপ বহ্নিতে আমার দেহকে দাহন করিতেছে। আর চূর্ণ উরু দুর্য্যোধনের দুঃখে আমি এমত পরিতপ্ত হইয়াছি যে ভ্রষ্ট সিংহাসন হইয়াও আমি এক্ষণে দুর্য্যোধনকে পাইলে মানস কষ্টে কাল হরণ করিয়াও ইষ্ট সিদ্ধি বোধ করি। পুত্রবর অদ্যাপি গতাসু নহেন, অতএব হে ভ্রাতঃ কোন্ উপায়ের দ্বারা এই সংগ্রাম সাগরহইতে সমুত্তীর্ণ হইয়া প্রাপ্তাভিলাষ হইতে পারি, তাহা আমাকে কহ।

বিদুর। আমি পূর্ব্বেই মহারাজকে নিবেদন করিয়াছি যে "অকৃতার্থ গতে কৃষ্ণে সর্ব্বনাশো ভবিষ্যতি"। আপনি কৃষ্ণকে যেমত অকৃতার্থ করিয়াছেন, সেইমত পূর্ব্বেই এই সর্ব্বনাশ নির্ণীত হইয়াছে। কেননা সামঞ্জস্যহেতু যদুপতি বিরাট্‌পুরহইতে এতদ্রাজসভায় আসিয়া যখন নিবেদন করিলেন যে "ইন্দ্রপ্রস্থ, তিলপ্রস্থ, মাকন্দীং বারণাবত; দেহিমে চতুরগ্রাম পঞ্চমে হস্তিনাপুর" ইত্যাভিধেয় পঞ্চ গ্রাম মাত্র পাইলে পাণ্ডবেরা পরিতুষ্ট হইবেক। তখন আমি কহিলাম যে মহারাজ পঞ্চ পাণ্ডবকে প্রাগুক্ত পঞ্চগ্রাম প্রদান করুন, কেননা ইন্দ্রাদি দেবগণকে সংগ্রামে পরাস্ত ও পরাঙ্মুখ করিতে ক্ষমতাপন্ন পাণ্ডবেরা সসাগরা বসুন্ধরা বাঞ্ছা না করিয়া পঞ্চগ্রামে পরিতুষ্ট হইতেছেন ইহা শ্লাঘ্য। কিন্তু মূঢ় দুর্য্যোধন, "সূচাগ্রেণ সুতীক্ষ্ণেণ ভিদ্যতে যাচ মেদিনী, তদর্দ্ধঞ্চ ন দাস্যামি বিনা যুদ্ধেন কেশব" ইত্যুক্তি করিয়া সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানকে বঞ্চনা করিল,

অতএব দুর্য্যোধনের জীবনাশা এক্ষণে অপুষ্পের ন্যায় অলীক বোধ হইতেছে।

ধৃত। হে ভ্রাতঃ গতাসু পুত্রগণের শোকানলে আমি অতিশয় বিদগ্ধ হইলাম।

[রোদনপূর্ব্বক অজ্ঞান ভূতলে পড়েন।

সঞ্জয়। হে নরপতে, যাঁহারা সম্পত্তিকালে প্রাপ্তবিকার ও বিপত্তিকালে অতি বিষণ্ণ না হন, এবম্প্রকার মহোদয়দিগকে মহাত্মারা মহাপুরুষরূপে বর্ণিয়াছেন। অতএব অভিমুখ সংগ্রামে পতিত বিক্রম বিশারদ বিগত পুত্রাদির শোকে ঈদৃশ বিলাপ পর হওয়া সর্ব্বজ্ঞান সম্পন্ন মহারাজের কর্ত্তব্য নহে। আর মরুৎ মান্ধাতাপ্রভৃতি মহীপালেরা চতুরঙ্গিণী সেনা ও বল বান্ধবাদি সহিতে কোথায় গিয়াছেন তাহা চিন্তা করিয়া দেখুন, বরং তাঁহারদের বিয়োগের সাক্ষিণী পৃথিবী অদ্যাপি আছেন। এবঞ্চ বীরভোগ্যা বসুন্ধরা পরাক্রান্ত পাণ্ডব পক্ষী হইলেও মহারাজের ভয় স্থান নহে, কেননা যুধিষ্ঠিরাদিও মহারাজের পুত্রবৎ পালিত ও বচনানুকারী বটেন। তবে শোকের স্থান এই যে এতদ্বিগ্রহে মহারাজ বিগতাত্মজ ও নিহত বান্ধব হইলেন। কিন্তু তাহাতেই বা শোক কি। কেননা শুভাশুভ কৃতকর্ম্মের ফল নরেরা অবশ্যই ভোগ করিবেক। আর হে ভূপতে এতদ্রূপ ভোগ না করিলেও ঐ কর্ম্মাকর্ম্মের ফল কোটি কল্পেও ক্ষয়কে পায় না। শকুনি মন্ত্রণা পরায়ণ দুর্য্যোধনের কার্য্য ক্ষণমপি বিবেচনা করিলে আপনি ঈদৃশ বিষণ্ণ হইবেন না। একদা ঐশ্বর্য্যাভিমানে উন্মত্ত হইয়া বীর মৃষা মহোন্নতি কল্পনাপূর্ব্বক প্রস্তান তীর্থ বাক্যোপলক্ষ করিয়া দুর্য্যোধন অরণ্যবাসী ফল মূলাশী ধার্ম্মিক ধর্ম্ম পুত্রাদিকে বিভব দর্শাইলেন। কিন্তু তাহার অনতিবিলম্বে বীর কর্ম্ম দোষে সমারিবৃন্দ গন্ধর্ব্বকর্তৃক বাধ্য ও আক্রান্ত হইয়া পরিশেষে ধর্ম্মাদেশে ধনঞ্জয়কর্তৃক মুক্ত হইলেন। ইহাতেও পাণ্ডবের প্রত্যুপকার জানিয়া ঐ উপকর্ত্তার অনিষ্টার্থী হইলেন। কিন্তু তথাপি হিমাংশুর ন্যায়

নীতজ্ঞাত্মক পাণ্ডব হৃদয়ে দয়ার ব্যতিচার নহিল. যেহেতুক চণ্ডাল গৃহে পতিতা জ্যোৎস্নাকেও চন্দ্র হরণ করেন না।

ধৃত। সঞ্জয়, তৎকর্ত্তৃক কথিত নীতি অপূর্ব্ব মানিলাম। এক্ষণে আমার বীর পুত্র দুর্য্যোধন ভগ্নউরু হইয়া কিরূপে ভয়ঙ্কর শূন্য সংগ্রামক্ষেত্রে পড়িয়া আছেন ও সমরাবশিষ্ট কোন২ বীর কৌরব পক্ষে বিদ্যমান ও কৃষ্ণ পরায়ণ পাণ্ডবগণ যুদ্ধান্তে কি কৌশল করিতেছেন তাহা শুনিতে আমার অভিরুচি আছে, অতএব তাহা বিস্তারপূর্ব্বক কহ।

সঞ্জয়। হে রাজন্, অদীয় পুত্র দুর্য্যোধন ভগ্ন উরু হইয়া ভীষণ সংগ্রামক্ষেত্রে শররাশি শিয়রে শিবাবৃন্দ মধ্যে পড়িয়া ভীমাদির নিধন চিন্তা করিতেছেন ও সংগ্রামাবশিষ্ট অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা বীর ত্রয় রাজ অন্বেষণে সমরক্ষেত্রে সবারি নেত্রে পরিভ্রমণ করিতেছেন। এবং জয়যুক্ত যুধিষ্ঠিরাদি হৃষ্টমনে ও ভগবান সংমিলনে রথারূঢ় হইয়া বহির্গমন করিবেন, তজ্জন্য সুসজ্জীভূত হইতেছেন ও স্বয়ং ত্রিপুরারি ত্রিশূল হস্ত হইয়া শিবিরের পুরঃদ্বার রক্ষার্থে ও ধৃষ্টদ্যুম্নাদি বীরেরা শিবির মধ্যে পুত্রগণ সহিতে পাঞ্চালীকে সংরক্ষণ নিমিত্তে নিয়োজিত হইতেছেন। অনন্তর যেমত হইবেক তাহা পরে নিবেদন করিব। এক্ষণে মহারাজা চিত্ত সুস্থির করিয়া অন্তঃপুরে গমন করুন। কথোপকথনে সর্ব্বরী বহুতরা বিগতা হইয়াছে।

(ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয় ও বিদুরের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

রঙ্গভূমি কুরুক্ষেত্রে, ঘোরতমস্বিনী নিশীথে দুর্য্যোধন ও কিয়দ্দূরে পিশাচদ্বয়ের প্রবেশ।

প্রথম পিশাচ। "জয়োস্তু পাণ্ডুপুত্রাণাং যেষাং পক্ষে জনার্দ্দন।"

দুর্য্যোধন। চিন্তাগত। সুদূরহইতে আগতাপাণ্ডব বিজয়াভিলাষিণী এই বাণী অবশ্যই বিপক্ষ পক্ষের হইবে। কিন্তু ঘোর তমস্বিনী নিশীথে ইহার লক্ষকরা দুরূহ। যাহা হউক, এই বাণী ভীমের মহাগদার ন্যায় আমার শ্রবণ কুহরে বাজিয়াছে।

দ্বিতীয় পিশাচ। এই আশীর্ব্বচন কুরুরাজ অবশ্যই আকর্ণন করিয়া থাকিবেক। নচেৎ নিবিড় অন্ধকারাচ্ছন্ন শিবাবলী বেষ্টিত শববৃন্দের মধ্যহইতে এই হাহতোস্মি রবের সম্ভব কি। হে শ্মশানবাসি শোণিতাশি তদ্যুক্ত মহারাজকে বারেক নয়নে নিরীক্ষণ কর। ইহার অনির্ব্বচনীয়া দুরবস্থাবলোকনে স্বভাবতঃ দয়া ধর্ম্মে বিরত নররুধিরপায়ী পিশাচেরাও সজল লোচনে দয়ার্দ্র হয়। এবম্প্রকার মহারাজ "ন ভাবী ন ভূতো ন বা বর্ত্তমান।"

[পিশাচেরা অন্তর্হিত হয়।

দুর্য্যোধন। [চিন্তাগত।] এই ভয়ানক সমর ক্ষেত্রে ও বর্ত্তমান ঘোর নিশীথে শ্মশান বাসী মাংসাসী ভিন্ন না জানি ইহারা আর কে হইতে পারে। ফলতঃ স্বভাবতঃ দয়া ধর্ম্মে বিরত শোণিতার্থী শ্মশানবাসিরাও আমার বর্ত্তমান দুঃখে অবসন্ন হইতেছে। বহুকাল নহিল বিশ্বকর্ম্ম বিরচিত অপূর্ব্ব প্রাসাদোপরি সংস্থিত ও রত্নসমূহে খচিত কোমল পর্য্যঙ্কে দুগ্ধফেণ-সন্নিভ সুবাসিত কুসুম শয্যায় শয়ন করিয়া ও মুনি মানস লোভিত বিদ্যাধরী-গণকর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়াও নিদ্রিত নহিলাম, ইদানীং ভূতলে পড়িয়া শব রাশি শিয়রে সুদীর্ঘ্যায় সুখানুভব করিতেছি। ইহাহইতে শোক ও দুঃখের স্থান আর কি আছে। আর ভীমের ন্যায় আত্মীয় বৈরিকর্ত্তৃক এতদ্রূপে হত সম্মান হইয়া ধরণী পতির ধরাতলে শয়নই অপমৃত্যু বিশেষ। কিন্তু দ্বৈপায়ন তটিনীতটে ভীমকর্ত্তৃক কথিত কঠোর ও কটু বাণীতে আমাকে যেমত ক্লেশ দিতেছে তেমত তাহার এক গদাঘাতেও আমার উরু বাধিত হইতেছে না। হে সখে কর্ণ, তুমি বারেক ভূশয্যা ও কাল নিদ্রাহইতে সুপ্তোত্থিতের ন্যায় উঠিয়া দুর্য্যোধনের ক্লেশ নয়নে নিরীক্ষণ কর, আর প্রত্যক্ষ কর নিকরাতি-

ত্রিজ্যোতির্ময় উজ্জ্বল হীরকময় মুকুট যাহা ঐ পবনাত্মজ পাণ্ডব গদাঘাতে চূর্ণায়মান হইয়া ধূল্যবলুণ্ঠিত হইতেছে, তাহাও আসিয়া দেখ, কেননা যুধিষ্ঠিরাদি বৈরিবৃন্দও তাহা অবলোকন করিয়া হৃষ্যমান হইয়াছেন। সংপ্রতি দেখিতেছি যে বীর পুরুষের ন্যায় তিন জন অত্রাভিমুখে আসিতেছেন। যদি ইঁহারা কৌরব পক্ষের হন, তবে তামোময়ে ঘোর তিমিরাবৃত পিশাচ বেষ্টিত ও প্রেতময় এই ভয়ঙ্কর সংগ্রাম ক্ষেত্রেও ক্ষণিক স্বচ্ছন্দ বোধ করিব। বোধ হয় গুরু পুত্র অশ্বত্থামাদি বীরেরা আসিতেছেন। ঈশ্বরানুকম্পায় বুঝি এই হইবে।

[অশ্বত্থামা কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার প্রবেশ।]

হে শস্ত্রপাণি, তোমরা কে? আর স্বপক্ষ বা বিপক্ষ তাহা অগ্রে কহিয়া আমার সংশয় দূর কর।

অশ্বত্থামা। মহারাজ, নাহং বিপক্ষ। আপনকার কৃপাকণাংশে পরিপালিত ও মহৈশ্বর্য্যের চিরানুচর দ্রোণাচার্য্যের পুত্র আমি অশ্বত্থামা। ইদানীং মহারাজের মহতী মহিমারূপ শরচ্চন্দ্রিকা তারবিগ্রহাদি জনিত উৎপাতিকা মেঘমালাকর্ত্তৃক আচ্ছন্নাবলোকনে এই ক্ষুদ্র অনুচরেরা ব্যাকুল চিত্তে উপায় চিন্তায় পরিভ্রমণ করিতেছে।

দুর্য্যোধন। হে বীরবর, সম্প্রতি তোমারদের মঙ্গল কহ।

অশ্ব। মহারাজের মহতী রাজোন্নতিই আমারদের কুশল, নচেৎ অনুচরেরদের আর মঙ্গল কি আছে।

দুর্য্যোধন। যদি এমত হয় তবে অস্মদাদির অকুশল সমূহ, কেননা কৌরব রাজলক্ষ্মী ইদানীং পাণ্ডব পক্ষিণী হইয়াছেন, ইহা প্রত্যক্ষ বোধ হইতেছে। দেখ, বীরবৃন্দ বিদ্যমানে অন্যায় সমরে সেই দুষ্ট পবনাত্মজ কৌন্তেয়কর্ত্তৃক নিঃক্ষিপ্ত ভীষণ গদার প্রহারে আমি ভগ্ন ঊরু হইয়া ধরণীশায়ী হইয়াছি। ও পাণ্ডবেরা প্রাপ্ত জয়ে প্রফুল্ল হইয়া পরম পুলকে পূর্ণিত হইতেছে. ইহা কৌরব প্রধানের অসহ্য। হে দ্রোণি, ভীমের বজ্রহইতে কঠিন যে তাহার গদা ও তাহাহইতেও কঠিন যে তাহার বাণী, তাহা শত্রু অস্ত্রকরণক নিঃক্ষিপ্ত বহ্নির ন্যায়

আমার মনোহ্যাত্যন্তরের দাহিকা হইতেছে। অতএব কোন্ উপায়ের দ্বারা পাণ্ডবগণকে নির্ম্মাতন করিয়া প্রাপ্তমনোরথ হইতে পারি, তাহা আমাকে কহ। আর এই ঘোর বিপত্তিরূপা প্রবলা মহা নদী উত্তীর্ণ হইতে তোমার শূরতা ও সুবুদ্ধিই দৃঢ়তর তরণী হইবে, আমার এমত নিশ্চয় জ্ঞান হইতেছে। অতএব সহযোগী মাতুল কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মাকে সহকারী করিয়া আমাকে এই সংগ্রাম পারাবার পার কর। আর মহাবীর পরাক্রম আপনারা সহায় হইলে আমি যে প্রাপ্ত মনোরথ হইব তাহার বিচিত্র কি আছে। কেননা অযোধ্যাধিপতি শ্রীরামচন্দ্র সুহৃৎ সুগ্রীবাদি সহকারে ও রণ কৌশলানভিজ্ঞ অসভ্য বানরযুথ সংমিলনে দুস্তর পারাবার পার হইয়া দারাপহারী সেই দশগ্রীবকে ধ্বংসপূর্ব্বক বৈরশুদ্ধি করিয়াছেন ইহা রামায়ণে কথিত আছে।

অশ্ব। মহারাজের বলবতী ইচ্ছা সম্যক প্রকারে পালনীয়া। কিন্তু সমুচিত কালে আমাকে সৈনাপত্যে অভিষেক না করাতে আমি এক্ষণে খিদ্যমান হইতেছি। হে রাজন, ত্রিভুবন-বিজয়ী পরাক্রান্ত গাঙ্গেয় পাণ্ডবের স্নেহপর হইয়া তাহারদিগকে সমরে উপেক্ষা করতঃ আপনকার কার্য্যোদ্ধার করেন নাই। এবং রণপণ্ডিত মৎ পিতা দ্রোণাচার্য্য প্রথমতঃ "পাপাদপি পরাদপি," ইত্যাদি রূপ আশ্বাস প্রদান করতঃ পরিশেষে প্রিয় শিষ্যগণের স্নেহবশে তাহারদিগকে সমরে জয় না করিয়া মহারাজকে অকৃতার্থ করিলেন। আর মহারথী রাধেয় সমরাবশিষ্ট কতিপয় অক্ষৌহিণী সৈনাপত্যে অভিষিক্ত হইয়া প্রাণপণে সমরক্ষেত্রে স্বীয় শৌর্য্যাদি দর্শাইয়া চরমে কৃষ্ণ কাপট্যে রণশায়ী হইলেন। ও শল্য হতাবশ্য সমরাপটুতা জন্য আশু কর্ণের অনুগামী হইল। ইহাতে মহারাজের কোন কার্য্য সিদ্ধ হইল না। হে ভূপতে যদি যথোচিত কালে আমাকে সৈনাপত্যে অভিষেক রূপ অনুকম্পা করিতেন তবে অল্প কালেই পৃথ্বী নিষ্পাণ্ডবা করিয়া সমস্ত বসুন্ধরা মহারাজকে সমর্পণ করিতাম। কিন্তু আমার শৌর্য্যে মহারাজ সংশয়

করিয়া শল্যকে সৈনাপত্যে অভিষেক করিলেন, তত্রাচ দ্রোণাচার্য্যের পুত্র অশ্বত্থামার সম্মান রক্ষা করিলেন না। তাহাতে এই অদ্ভুত ফল হইল যে বিগত সেনাপতিরা পাণ্ডব পক্ষে পক্ষপাত করিয়া তদ্ধিতার্থে আপনারা ক্রমশঃ রণশায়ী হইলেন, এবং চিরপালক মহারাজকেও বর্ত্তমান ঘোর বিপদার্ণবে মগ্ন করিলেন।

দুর্য্যোধন। হে বীরবর, বিপত্তিকালে মনের বৈক্লব্য জন্য যে অবিবেকতা তাহা অতিশয় দূষণীয়া নহে, এই প্রণিধানে আমার বর্ত্তমান সেনাপতিত্ব স্বীকার করিয়া আমাকে চিরোপকৃত কর। আর সুরাধিক শৌর্য্যবান্ কর্ণকর্ত্তৃক আমি যে প্রাপ্ত মনোরথ হইব আমার এমত নিশ্চয় জ্ঞান ছিল, ফলতঃ দৈবকর্ত্তৃক বঞ্চিত হইলাম।

কৃপ। কর্ণের শৌর্য্যে মহারাজ যে ঈদৃশ আস্থা করিয়াছিলেন, তাহা বিচিত্র নহে। মনুষ্যেরা মনোমধ্যে নানা কার্য্যের চিন্তা করিয়া মানসে তাহা সিদ্ধি করেন, কিন্তু দৈবকর্ত্তৃক তাহার অন্যথা হয়। যেমত শ্রীহরি সঙ্কীর্ত্তনার্থে রাজনিকেতনে গমনশীল কোন বৈষ্ণব বট জটা প্রয়োগে নিহত হইয়াছিলেন, আর উদ্বন্ধনে মরণাভিলাষিণী বণিগ্‌বধূ বটসূত্র প্রয়োগেও গত প্রাণা না হইয়া বিগত বৈষ্ণবের দূরদৃষ্ট দৃষ্টে মনস্থান্তর করিয়া স্বামিতে অনুরাগিণী হইলেন।

দুর্য্যোধন। হে কৃপ, কৃপা করিয়া এই উপাখ্যান আমাকে বিস্তারপূর্ব্বক কহ।

কৃপ। যে আজ্ঞা মহারাজ. একদা রূপ যৌবন সম্পন্না কোন বণিগ্‌বধূ স্বীয় স্বামিকর্ত্তৃক নিগৃহীতা হইয়া মনে২ চিন্তা করিল যে উদ্বন্ধনে প্রাণ পরিত্যাগ করিব, ইহা আলোচনা করিয়া পর্য্যঙ্কশায়ী সুষুপ্ত স্বামির সমীপহইতে উঠিয়া নিকটবর্ত্তী প্রাচীন বট বৃক্ষ মূলে গিয়া দেখিল যে বটবৃক্ষের জটারা আচ্ছন্না হইয়াছে। পরে ঐ জটাসমূহের এক বহু সূত্র কোমল করে করিয়া অন্তঃপুরবাসিনী কুলকামিনী বিধায় উদ্বন্ধনে কিরূপে মরিতে হয় তাহার প্রণালী না জানিয়া ঐ সূত্র কথা২ বাহুতে ও কণ্ঠ-

চিন্তা গ্রীবাগ্রে সংযোজন করিয়া দেখিল যে তাহাতেও প্রাণ বিয়োগ হয় না। এই হেতু বণিগবধূ অতিশয় ব্যাকুলা হইল। পরে হরি সঙ্কীর্ত্তনার্থে রাজনিকেতনে গমনশীল কোন বৈরাগী আমূলাৎ তাহা নিরীক্ষণ করিয়া বণিক পুত্রীর অব্যবস্থিত অধ্যবসায়ে বিরক্ত হইয়া বিয়োগার্থিনী বণিগ্‌বধূকে কহিল যে হে বালে উদ্বন্ধনে মরণের যে প্রকরণ তাহা আমি তোমাকে দর্শাইব, ইহা কহিয়া স্বীয় মৃদঙ্গোপরি অবস্থানপূর্ব্বক ঐ অটবীস্থ বটবীর এক ঋজু সূত্র স্বকরে করতঃ স্বীয় গ্রীবা প্রদেশে পরিবেষ্টন করিয়া বণিগ্‌বালাকে দর্শাইল। ইতিমধ্যে বর্ত্তাকার মৃদঙ্গের অঙ্গ হেলনে তাহার পাদদ্বয় ভূমিভ্রষ্ট হইবায় সঙ্কীর্ত্তনার্থী বৈষ্ণব উদ্বন্ধনে পঞ্চত্ব পাইল। পরে অপমরণাভিলাষিণী বণিক পুত্রী উদ্বন্ধনে মরণের প্রকরণ ভয়ানক বোধে বাঞ্ছিলায পরিত্যাগপূর্ব্বক আপ্ত সুপ্ত পতির পার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়া চরমে তাহার অনুরাগিণী হইল। অতএব মহারাজ, মনুষ্যেরা নানাবিধ চিন্তা করেন কিন্তু বিধাতার মনে যাহা আছে তাহারই ঘটনা হইয়া থাকে।

দুর্য্যোধন। হে কৃপ, ইহা অতি সত্য। নতুবা দ্বিতীয় বাসবের ন্যায় ঐশ্বর্য্যবান্ আমি কি জন্য বঞ্চিত হইলাম। যাহা হউক, এক্ষণে অশ্বত্থামাকে সৈনাপত্যে অভিষেক করিতে যে২ উদ্যোগ কর্ত্তব্য, তাহা আমাকে কহ। কালহরণের আর কাজ নাই।

অশ্ব। যদি মহারাজের একান্তই এই অভিলাষ হয় তবে আমি হৃষ্টচিত্তে এই রাজ প্রসাদ গ্রহণ করিয়া অনতি বিলম্বে মহারাজের কার্য্যোদ্ধার করিব, এতাবতা পাণ্ডবগণকে সমরে সংহার করিয়া নিষ্কণ্টক সমুদ্রা ও সিংহাসন মহারাজকে সমর্পণ করিব। আর সেই ব্রহ্ম হা দ্রুপ পাঞ্চালকে অচিরে শমন ভবনে প্রেরণ করিয়া তৎকর্ত্তৃক নিহত পিতার সমর্পণ করিব, এই প্রতিজ্ঞা করিলাম।

দুর্য্যোধন। হে বীরবর, তুমি ধন্য, আর অনির্ব্বচনীয় শৌর্য্য বীর্য্যাদি জন্য যে উত্তমা প্রতিষ্ঠা তাহা তোমাতেই অর্হে। অতএব

কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা, তোমরা সত্বরে আমাকে জল আনিয়া দেও যে আমি ঝটিতি গুরু পুত্রকে সৈনাপত্যে অভিষেক করিতে পারি।

কৃপ ও কৃতবর্ম্মা। } যে আজ্ঞা মহারাজ, কিন্তু এই বিস্তীর্ণ ভীষণ সংগ্রাম ক্ষেত্রেও ঘোর তরঙ্গিনীতে সলিল সুলভ নহে। তবে সংগ্রাম সময়ে সৈন্যকর্তৃক আনীত বারি অন্বেষণে প্রাপ্তব্য। অতএব তদর্থে চলিলাম।

[কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার প্রস্থান।

অশ্ব। আমি মহারাজকে পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি যে পৃথ্বী অচিরে নিষ্পাণ্ডবা করিয়া আপনাকে সমর্পণ করিব। আর ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণাদি অমর বৃন্দকর্ত্তৃক পাণ্ডবেরা সুরক্ষিত হইলেও অতঃপর অরক্ষিত, আমি ইহা মহারাজকে নিশ্চয় কহিলাম।

দুর্য্যোধন। হে দ্রৌণি, তোমার ঈদৃশ অমর বিজয়ী শূরতার আমার পূর্ব্বে সমুচিত বোধ ছিল না। এক্ষণে আমি বুঝিলাম যে তোমাকে পূর্ব্বেই সৈনাপত্যে অভিষেক না করিয়া তোমার সংগ্রাম নৈপুণ্যের অসম্মান এবং আপনারও অকুশল করিয়াছি।

[কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার পুনঃ প্রবেশ।]

অশ্ব। মহারাজ, কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য বারি লইয়া পুনরাগমন করিলেন।

কৃপ ও কৃতবর্ম্মা। } হে দেব, এই জল আনিলাম, আপনি স্পর্শ করিয়া দিলে অশ্বত্থামা বরং অভিষিক্ত হইবেন, কেননা উরু ভঙ্গ জন্য উঠিতে অসমর্থ মহারাজের উত্থানপূর্ব্বক স্বকরে বারি সিঞ্চন করা অতিশয় ক্লেশকর হইবেক।

দুর্য্যোধন। এই হউক।

[দ্রৌণি সৈনাপত্যে অভিষিক্ত হয়েন।]

অশ্ব। মহারাজ এক্ষণে আমরা সসজ্জ হইয়া অমতি দূরবর্ত্তী

পাণ্ডব শিবিরে চলিলাম। ভগবৎ ঋেচ্ছায় আপনকার অভীষ্ট সিদ্ধি, ও অস্মদাদির শৌর্য্য স্থাপন হউক।

[অশ্বথামা ও কৃপ ও কৃতবর্ম্মার প্রস্থান।]

দুর্য্যোধন। চিন্তাগত। } এই পরিশিষ্ট কৌরব বীরেরা অতঃপর মহানুষ্ঠানে গমন করিলেন। ভগবান চন্দ্রচূড় ইহারদের মঙ্গল করুন। কিন্তু ইহাতে বহু সংশয়, বরং বোধ হয় যে ভাবি বিঘ্নও আছে। যেহেতুক তাবৎ সংগ্রামের প্রারম্ভকালে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী চতুরঙ্গিণী সেনা কুরুক্ষেত্রে সমাহূত দেখিয়া আমি পিতামহ ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে হে বীরবর এই উভয় পক্ষ বাহিনীকে সংক্ষিপ্ত সময়ে সংহার করিতে কোন্ বীর যোগ্য, তাহাতে গাঙ্গেয় ঈষদ্ধাস্যপূর্ব্বক উত্তর করিলেন যে বিদ্যাধাম দ্রোণ কর্ণাদি তদর্থে বলবান বটেন। কিন্তু ইন্দ্রাত্মজ কৌন্তেয় মনে করিলে অক্ষি নিমিষে তাহারদের নিঃশেষ করিতে পারেন। এ কথা আমার এক্ষণে মনে হইল। তবে এইরূপ ত্রিভুবন বিজয়ী ধনঞ্জয়কে জয় করিতে, এবং বক হিড়িম্বাদি নিশাচরের নিহন্তা সেই গদা নিপুণ ভীমের ভার নাশ করিতে অশ্বথামা কিপর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইবেন তাহা অনুভব হয় না, ফলতঃ অসম্ভব বোধ হয়। কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা রণে অকুশল নহেন। কিন্তু কৃপ স্বভাবতঃ কৃপালু বিধায় তৎকর্তৃক এই ইষ্টানুষ্ঠানে কি উপযোগিতা হইবে তাহা আপাততঃ যোগিরদেরও দুর্জ্ঞেয়। বিশেষতঃ দেবানুগ্রহে পাণ্ডবেরা পৃথিবীতে মৃত্যুকে অতিক্রমণ করিবেন, ইহা মুনিরা কহিয়াছেন, তবে দ্রৌণিকর্তৃক ইহার ব্যতিক্রম কিরূপে হইবেক, তাহা আমার জ্ঞানের অগোচর। কিন্তু ক্ষত্রধর্ম্মাচারি ব্রহ্ম অস্ত্রাবিত অজেয় অশ্বথামা অস্থির প্রতিজ্ঞ নহেন ইহাতেই যথোচিত আশার উদ্রেক হইতেছে। কিন্তু দুরাশাকর্তৃক আকৃষ্ট হইয়াও নরেরা কখন২ অসম্ভব প্রত্যাশা করিয়া থাকেন। দেখি, কি হয়।

[প্রস্থানং।

চতুর্থ অঙ্ক।

রঙ্গভূমি কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডব শিবির মধ্যে

শ্রীকৃষ্ণ ও পঞ্চপাণ্ডব ও ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডীর প্রবেশ।

অর্জ্জুন। অদ্য মহারাজকে কি জন্য এইরূপ বিষণ্ণ দেখিতেছি। তাবুৎ সংগ্রামে জয়যুক্ত মহারাজ প্রহর্ষ না হইয়া এইরূপ বিমর্ষ হইতেছেন ইহা অতি বিষাদের বিষয়।

যুধিষ্ঠির। হে ভ্রাতঃ ভীষ্মদ্রোণাদির অকালে পতন, ও জ্ঞাতি বন্ধু বান্ধবাদির এককালে নিধন জন্য আমি অতিশয় বিষণ্ণ হইতেছি। আর আমারদিগের দুরাশাই এই বিপত্তির বীজ জ্ঞান করিলাম। বিশেষতঃ ভীমকর্ত্তৃক নিগৃহীত কুরুরাজের দুরবস্থাবলোকনে আমি আরও খিদ্যমান হইয়াছি। বোধ হয় যে এই সমস্ত দুষ্কৃতি জন্য আমারদিগের নিষ্কৃতি নাই।

শ্রীকৃষ্ণ। যুধিষ্ঠির, এতদর্থে বিষণ্ণ হইও না। এই মহীমধ্যে আসিয়া মহা মহী পতিরা সসৈন্য ও বলবান্ধব কোথায় গিয়াছেন, তাহা মনে করিয়া দেখ। হে রাজন্, তোমাকে উপলক্ষ করিয়া সেই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্ত্তা সর্ব্ব নিয়ন্তা পরমেশ এতদ্রূপ কার্য্যের উপক্রম ও সমাধা করিতেছেন। অতএব তোমার তুল্য জ্ঞানবানের ঐশিকী কার্য্যে এইরূপ বিষাদপর হওয়া সর্ব্ব প্রকারে অকর্ত্তব্য। আর অতি বড় অহঙ্কারী কৌরবের বর্ত্তমান নিগ্রহহেতু কেহই দোষাই নহেন। দেখ, সেই অন্তর্দুষ্ট অথচ ক্ষমাযুক্ত শকুনি, ও দুঃশীল দুঃশাসন ও দুরাচার দুর্য্যোধন আজীবন তোমারদের দ্বেষ করিয়াছে ও তজ্জন্য তোমরা জন্মাবধি যে২ ক্লেশ পাইয়াছ, তাহা কি জন্যে বিস্মৃত হইতেছ। পরে স্বীয় দুষ্কর্ম্ম দোষে সেই পাষণ্ড শকুনি শমন সদনকে পাইলে তোমার শোক কি? ও দুঃশাসন বিদীর্ণ বক্ষঃ হইয়া রুধিরশায়ী হইলে, আর সেই দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন চূর্ণ উরু হইয়া বিগত হইলে তোমারদের বিষাদ কি? অত-

অব, হে যুধিষ্ঠির, এই দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া সহর্ষ হও; আর যদি শিবিরে শোকের শমতা ও বিষাদের মান্দ্য না হয়, তবে চল আমরা সকলে অদ্য নিশি অগ্নিদত্ত রথারূঢ় হইয়া কুরুক্ষেত্রের দিগ্দেশ দর্শন করি যে কৌরবের অতিশয় অহং, তার জন্য চতুরঙ্গিণী বাহিনী সংযুক্ত রাজাধিরাজগণের ধরণী শয়নে ধরা কিরূপ আক্রম্যা হইয়াছে তাহা তোমাদের অভিজ্ঞান হয়। অতএব রথসজ্জা করিতে আজ্ঞা দেও। আর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী শিবির রক্ষার্থ নিযুক্ত হউন।

যুধিষ্ঠির। হে দেব, যদি ইহাই ভদ্র, তবে এই হউক। পার্থ, রথসজ্জা করিতে কহ।

অর্জ্জুন। যে আজ্ঞা।

ভীমপ্রভৃতি। মহারাজ, এই ঘোর তিমিরাবৃত তমস্বিনীতে শিবির রক্ষায় কে নিযুক্ত হইবেক। কথিত আছে যে কৌরব হিতার্থী অশ্বত্থামাদি বীরবরেরা ইতঃস্ততো ভ্রমণ করিতেছেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডীপ্রভৃতি তাহারদের প্রবল প্রতিযোগী নহে। আর দেব দত্ত শস্ত্রান্বিত অভেদ্য অশ্বত্থামা পিতৃশোকার্ত হইয়া পাঞ্চালের অনুক্ষণ নিধন চিন্তা করিতেছেন।

ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী। আমরা প্রাণ পণে বাহুবলে শিবির রক্ষা করিব, ইহাতে উৎকণ্ঠা কি। আর অশ্বত্থামাকে পরাস্ত করিতে আমারদের শক্তি আছে।

শ্রীকৃষ্ণ। যুধিষ্ঠির, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী পরাক্রমবিশিষ্ট বটে, আর সম্মুখ সংগ্রামে দ্রোণিকে পরাস্ত করিতে পাঞ্চালেরা অযোগ্য নহে, তথাচ উপায়ান্তর করিব যে শিবিরে কেহ প্রবেশ না করিতে পারে।

[শ্রীকৃষ্ণের দৈবকার্য্য।

সহদেব। দেব রথ সসজ্জ আছে, যেমত অভিমত হয়।

শ্রীকৃষ্ণ। শুভমস্তুঃ। তবে সকলে আরোহণ কর। আমি শিবির রক্ষার নিয়ম করিয়া অনতিবিলম্বে তোমারদিগের সহিত মিলন করিব।

যুধি। যে আজ্ঞা। হে ভগবন্. জ্ঞানহীন নরেরা তোমার মায়ার মর্ম্ম বুঝিতে অক্ষম।

[যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতার প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। পাঞ্চাল, তুমি সসজ্জ হইয়া অতি সাবধানে সপুত্র পাঞ্চালীকে রক্ষা কর, শিখণ্ডী অবশ্যই তোমার অনুকূল হইবেক।

ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী। হে দেব এতদর্থে নিশ্চিন্ত হউন। আমরা সাবধানে শিবির রক্ষা করিব। আর ত্রিদশেশ্বর আপনি আমারদের ও পাণ্ডবগণের রক্ষা করুন।

[ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডীর প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। [চিন্তাগত। আমি অতঃপর বুঝিলাম যে এই অভাগ্যবান্ পাঞ্চালেরা আপনারদের পরমায়ুর পরিশিষ্টাংশ প্রাপ্ত হইয়াছে। ও অশ্বত্থামাও অনতিদূরে আছে। আর নিবিড় সেনা মধ্যে ও ঘোর সংগ্রাম সাগরে সমুত্তীর্ণ হইয়া পাণ্ডব বালকেরা নিদ্রা বস্থায় অদ্য কালনিদ্রা প্রাপ্ত হইবেক ইহারও উপলব্ধি হইতেছে। যাহা হউক, আমি এক্ষণে শিবকে শিবিরের পুরঃদ্বারে রাখিয়া পাণ্ডব যাত্রা নির্ব্বাহ করিব। নচেৎ অনুগত পাণ্ডবেরা পরিতুষ্ট নহিবে। বিশেষতঃ, ব্রহ্মজ্ঞানবিশিষ্ট কৃষ্ণ পরায়ণ পার্থ দিব্য জ্ঞানবলে আমার কর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিবে।

[ত্রিশূল হস্ত শিবের প্রবেশ।]

শিবঃ। হে বিভো আপনকার স্মরণের প্রয়োজন কহ।

শ্রীকৃষ্ণ। দেব, অদ্য নিশি পাণ্ডবেরা বহির্ভ্রমণ করিবেন এবং তদর্থে রথারূঢ় হইয়া অনুক্ষণ, আমাকে স্মরণ করিতেছেন। অতএব আপনি অনুকূল হইয়া পাণ্ডব শিবিরের পুরঃদ্বার রক্ষা করুন।

শিবঃ। তথাস্তু, আপনি শুভযাত্রা করুন; আমি শিবিরের পুরঃদ্বার রক্ষা করিব। আর অমর মণ্ডল সহায় করিয়া আখণ্ডল সমরে আইলেও আমি পরাঙ্মুখ হইব না।

[শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান।

চিন্তাগত। হে ভগবন্, তোমার অচিন্তনীয় মায়া বুঝিতে দেবতারা

অক্ষম। বোধ হয় যে অবশিষ্ট সুতার নাশ করিয়া ভব-লোক ত্যাগ করিবে. এই অভিপ্রায়।

[প্রস্থানং।

পঞ্চম অঙ্ক।

রঙ্গভূমি কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডব শিবির সম্মুখে অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার প্রবেশ।

অশ্বত্থামা। মাতুল, আমি অতঃপর যাহা কহি তাহাতে মনোযোগ কর। দেখ, এই ঘোর তিমিরাবৃত তমস্বিনীতে পশু পক্ষী কীট করী নাগ নরাদি করিয়া যাবজ্জীবেরা এই সর্ব্বরীর স্বল্পকাল জন্য সুপ্তরূপে কাল প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব এই শুভকালে আমরা পাণ্ডব শিবিরে প্রবিষ্ট হইয়া সেই মূঢ় ব্রহ্মঘ্ন পাঞ্চাল সহ পঞ্চপাণ্ডবকে সংহার করিয়া মহারাজ দুর্য্যোধনের মনো-রথ পূর্ণ করি। আর দেখ, সমীপবর্ত্তী এই প্রাচীন শিংশপা শাখোপরি সংস্থিত মাংসলুপ্‌ গৃধ্র ও সকাম পক্ষিরা জাগরূক আছে, ইহা ভাবি সুলক্ষণ বটে। এতাবতা অদ্য পাণ্ডবের ক্ষয়, ও দুর্য্যোধনের জয় অবধারিত হইতেছে।

কৃপ। দ্রৌণি, ইহা অকর্ত্তব্য। যেহেতুক ক্ষুধার্ত্ত ও শরণাগত ও সুপ্ত এই তিন জন বধ্য নহে, ইহা নীতি নিপুণেরা কহিয়া-ছেন।° অতএব এই দুরাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক চল আমরা কুরুরাজ নিকটে গিয়া ইহার সুযুক্তি বাঞ্ছা করি। আর দেখ, অভিমানে শ্রেষ্ঠ কৌরব তুষ্ট সমান হইয়া কালের করাল কবল হইবেক, ইহা সর্ব্বজ্ঞ মুনিরা কহিয়াছেন। এবং বিগত কৌরবেরাই ঐ তপোধনদিগের বচনের প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইয়াছেন, অতএব সম্মুখ সংগ্রামে বীরবৃন্দে পরাক্ত করিতে ক্ষমতাপন্ন তোমার ইহা কর্ত্তব্য নহে।

অশ্বত্থামা সক্রোধে। } মাতুল, তোমার এই অযুক্ত মন্ত্রণায় আমি অত্যন্ত অহর্বান্বিত হইলাম। কত্র ধর্ম্মাবলম্বী ধনুর্ব্বিদ্য আমি রাজ নিকটে প্রতিজ্ঞা করিলাম যে অনতিবিলম্বে পৃথ্বী নিষ্পাণ্ডবা করিয়া

মহারাজকে সমর্পণ করিব। আর ক্ষত্র ধর্ম্মাবলম্বির পূর্ব্বাপর এই নীতি আছে যে বলে ছলে বা কৌশলে শত্রুকে সংহার করিবে, বিশেষতঃ নিহত পিতার বিয়োগান্তে এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে সেই ব্রহ্মহা মূঢ় পাঞ্চালকে অচিরে সংহার করিব। তোমার রুণ্ডীকৃতা জন্য আমি ভগ্নোদ্যম হইয়া ভগ্ন প্রতিজ্ঞ হইব না। হে মাতুল, ইহা ধ্রুব জানিবা। আর ভয়ার্ত্ত ও সুপ্ত ও শরণাগত হইলেও আমি অদ্য সেই ব্রহ্মঘ্ন পাঞ্চাল সহ পঞ্চ পাণ্ডবকে সংহার করিয়া আমার আজন্ম পরিপোষ্টা সেই নরশ্রেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র সুতকে পরিতুষ্ট করিব। কেননা প্রকৃত সময়ে প্রতিপোষ্টার প্রত্যুপকার না করা পামরের ধর্ম্ম ইহা পরিণত প্রজ্ঞেরা কহিয়াছেন। এবঞ্চ, অন্নদাতার পিতৃস্বরূপে সংসারে শ্রেষ্ঠত্ত্ব আছে, ইহা স্থূল দর্শিরাও বিজ্ঞাত। আর যদি এই সমুচিতকালে পাণ্ডবের ক্ষয়রূপ প্রত্যুপকার না করিয়া সেই বিপন্ন মহারাজকে বঞ্চনা করি, তবে তৎকর্ত্তৃক কৃত অতি বড় উপকারের আমার কিরূপে নিস্তার হইবেক তাহা দৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ সেই পিতৃবৈরি ব্রহ্মহা পাঞ্চালকে সংহার না করিলে দুই স্থানে প্রত্যবায় আছে। প্রথমতঃ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ জন্য রৌরবাশ্রয় নিবারণের উপায় বিরহ। দ্বিতীয়তঃ পিতৃ বৈরিকে একক্ষণ সজীবন রাখিয়া যে জীবন ধারণ করা সে ক্ষত্র ধর্ম্মাচারি ধনুর্ব্বিদ্যের অপযশ বিশেষ, বরং আমি একাকী পাণ্ডব শিবিরে প্রবেশ করিয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞা সাধন করিব, তথাচ তোমার মন্ত্রণায় তদর্থে পরাঙ্মুখ হইব না।

কৃপ। দ্রৌণি, তোমার অসহ্য শৌর্য্যাভিমানে আমি খিদ্যমান হইলাম। যদ্যেতুক ত্রিভুবন বিজয়ী পাণ্ডবগণকে পরাভব করিতে অবতারেরে অপেক্ষা আছে, ইহা তুমি কিজন্য বিস্মৃত হও। আর পশুপতি প্রদত্ত সেই পাশুপত নামে সংহারাস্ত্রের বদন বিনির্গত বহ্নিরাশি বিদ্যমানে তুমি কোন পদার্থ, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখ। নচেৎ, যাহা অভিরুচি হয় তাহাই কর ইহার ঔচিত্যানৌচিত্যের ফলাফল তোমাতেই অর্শে।

কৃতবর্ম্মা। এক্ষণে আমার পরামর্শ এই যে আমরা শিবিরের পুরদ্বারে থাকিয়া পলায়নোম্মুখ সৈন্যগণকে তীক্ষ্ণ অস্ত্রদ্বারা সংচ্ছেদন করি ও অশ্বত্থামা শিবির মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক স্বীয় প্রতিজ্ঞা পূরণ করেন। অতএব স্বল্পকাল মাত্র এই স্থলে থাকিয়া সুন্দর ও সুদৃঢ়রূপে সসজ্জ হইয়া সকলে শিবির মধ্যে প্রবেশ কর, নচেৎ অজিত বীরবৃন্দকে তিন জনের নিবারণ করা অতি বড় কঠিন হইবেক।

অশ্বত্থামা। সত্বরে সসজ্জ হও. ইহাই কর্ত্তব্য বটে। কেননা অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক বিরচিত ব্যূহ কদাচ এমত কঠিন, যে তাহা শমনেরও অভেদ্য।

[অশ্বত্থামা কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম অঙ্ক।

রঙ্গভূমি পাণ্ডব শিবির মধ্যে অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার প্রবেশ।

অশ্বত্থামা [চমৎকৃত রূপে।] হে মাতুল, দ্বারেক অবলোকন কর। রজতাদ্রির ন্যায় অতিশয় শুভ্র কলেবর, এবং চন্দ্র সূর্য্য ও বহ্নির ন্যায় দেদীপ্যমান ত্রিনেত্রযুক্ত মহাতেজোময় এক মহাপুরুষ অগ্রাভিমুখে আসিতেছেন। আর ত্রিশূলহস্ত এই মহানুভবকে দেখিয়া আমার এই মনে হইতেছে যে অনিমিষে স্বর্গ মর্ত্য পাতালাদিতে প্রলয় করিতে ইঁহার মহতী শক্তি আছে। যাহা হউক, আমি অগ্রে ইঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করি, কেননা এই মহানুভব পাণ্ডবপ্রহরী পুরদ্বার প্রবেশ করিতে অবরোধ করিতেছে। হে দৌবারিক, তুমি কে, আর পাণ্ডব শিবির মধ্যে প্রবেশ করিতে কি কারণ আমারদিগকে নিবারণ করিতেছ।

[ত্রিশূলহস্ত শিবের প্রবেশ।]

শিব। হে ধনুর্দ্ধর, আমি পাণ্ডবপ্রহরী। যদি আপন কল্যাণ ইচ্ছা কর, তবে শিবিরের দ্বারহইতে প্রস্থান পরায়ণ হও, নচেৎ আমাকে জিনিয়া শিবিরের অন্তঃপুরে প্রবেশ কর, কেন-না এই পাণ্ডবপুরী এক্ষণে আমার সংরক্ষণীয়া।

অশ্বত্থামা ঈষদ্ধাস্য-পূর্ব্বক। তোমাকে পরাভব করা কোন্ কর্ম্ম। ইহা স্বল্পায়াস সাধ্য। অতএব যদি আপন হিত চিন্তা কর, তবে স্বীয় খড়্গ চর্ম্মাদি শস্ত্রসমূহ ভূতলে ত্যাগ করিয়া শিবিরের দ্বারহইতে অন্তর হও, নচেৎ কৃতান্ত দর্শন করিবা।

শিব। স্বল্পায়াস সাধ্য হইলেও, হে বীরবর, ইহা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। নতুবা এই সুদৃঢ় পাণ্ডব ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করিতে উপায়ান্তর নাই। আর প্রহরির স্বস্থান পরিবর্ত্তন সর্ব্ব প্রকারে অকর্ত্তব্য, কেননা ইহাতে প্রভুর বিশ্বাসঘাতকতারূপ গুরুতর প্রত্যবায়ের সম্ভাবনা। আর পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্য পুঞ্জের পরিপাক ফলে তুমি যেমত মৃত্যুকে অতিক্রমণ করিয়াছ, সেইমত আমিও যোগবলে শমনকে প্রশমন করিয়াছি। হে বীরনন্দন মহাতেজোময় দধীচি তাপসের অভেদ্য অস্থি বিনির্ম্মিত বজ্রনামে সেই মহা অস্ত্র যাহা হস্তে করিয়া দেবরাজ অনুক্ষণ দনুজগণকে নিসূদন করিতেছেন, এবঞ্চ বিরিঞ্চ্যাদি দেবগণও যাহার অনুপম পরাক্রম অনুদিন মানিতেছেন, তাহাহইতে আমার শঙ্কা নাই। এবঞ্চ ত্র্যক্ষের ত্রিশূল হইতেও আমার ত্রাস নাই, কেননা আমার দক্ষিণকরে শোভিতেছে যে ত্রিশূল তাহা সেই ত্রিশূলির শূলহইতে কদাপি অতুল নহে। আর কৃতান্তের ভীষণ দণ্ডেতেও আমার সাধ্বস নাই, কেননা সেই আদ্যা মহাশক্তির সাধনা করিয়া সেই অমোঘ দণ্ডের শক্তিহইতে আমি মুক্তিকে পাইয়াছি।

অপিচ হে বীরপুঙ্গব, তোমার শৌর্য্যহইতেও তোমার সাহসকে ধন্যবাদ দিলাম, কেননা সুরগণের অভেদ্য এই পাণ্ডব ব্যূহ মধ্যে যুগলবীর সাহায্যে প্রবেশ করিতে উদ্যুক্ত হইতেছ। আর সাধ্বস বিহীনা শূরতা যদিও গরীয়সী বটে,

কিন্তু অসমসাহস সর্ব্বদা পরিবর্জ্জনীয়। ফলিতার্থ, পাণ্ডব শিবির রক্ষার্থ নিযুক্ত আমি জিত নহিলে অবরোধ করিব। অতএব, বীরবর, আমাকে সমরে পরাস্ত কর, নতুবা নিরস্ত হও।

অশ্ব। আমি অতঃপর বুঝিলাম যে তুমি আপন পরমায়ুর পরিশিষ্টাংশ প্রাপ্ত হইয়াছ। অতএব এই বাণ ত্যাগ করিলাম, যদি তোমার সাধ্য থাকে, তবে তাহা সম্বরণ কর।

[অশ্বত্থামা বাণ ত্যাগ করেন, ও শিব তাহা গ্রাস করেন।

হে মাতুল, [বিস্ময়াপন্নরূপে] আমি এক্ষণে শূন্য তূণ হইলাম। না জানি এই মহাপুরুষ কে হইবেন।

কৃপ। আমি বুঝিতেছি যে এই মহানুভব পাণ্ডবপ্রহরী মহাদেব হইবেন, অতএব দ্রৌণি, তুমি এক্ষণে শিবারাধনা করিয়া স্বীয় অশিব দূর কর। কেননা সর্ব্বদেবারাধ্য সেই মহাদেবের কৃপা কটাক্ষ ভিন্ন এই মহানুষ্ঠানে তোমার কল্যাণ নাই। যেহেতুক শিবকর্ত্তৃক সংরক্ষিত এই পাণ্ডব শিবির আপাততঃ শমনেরও অভেদ্য।

অশ্বত্থামা। মাতুল, তুমি ধন্য। আর সময় কালে এই সুমন্ত্রণা দান জন্য যে উত্তমা প্রতিষ্ঠা তাহা তোমাতেই অর্হে। আমি ইহাই করিব।

[দ্রৌণি বিধিমতে শিবার্চ্চনা করেন।

হে বিশ্বরূপি, অজ্ঞানের অপরাধ পরিহারপূর্ব্বক অনুকূল হও যে কৃত প্রতিজ্ঞ আমি তোমার প্রসাদে বিপন্ন কুরুবর সমীপে প্রতিপন্ন হইতে পারি। আর সত্ত্বরজস্তমোগুণের আধার স্বরূপ আপনি ত্রিগুণে বিধি বিষ্ণু বিশ্বনাথ নামভেদে ত্রিরূপে ত্রিলোকের সৃজন ও পালন ও সংহাররূপ বৃত্তি ত্রয় সম্পাদন করিতেছ। হে চন্দ্রচূড়, তোমার অপূর্ব্ব শৌর্য্যবীর্য্যাদি বলে ত্রয়স্ত্রিংশৎ কোটি অমরগণেরা সুরলোকে বাস করিয়া তোমার মহতী মহিমার অনুদিন বন্দনা করিতেছেন কেননা, তোমার অপূর্ব্ব বাহুবলব্যতীত ত্রিপুর নামে সেই মহাসুরের নিধন সাধন করিতে কাহার শক্তি হইত। তাহাতে স্বয়ং বিধি তোমার অখণ্ড রথের সারথ্য

স্বীকার রূপ মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়া অমরগণ সহিতে কৃতার্থ হইয়াছেন, ইহা কে না স্বীকার করিবেন। আর "শিব" ইতি দ্ব্যক্ষররূপ তোমার মহানামের মাহাত্ম্যে তোমার সেবক ও সাধকেরা আপনারদের সাধ্য বিষয় সিদ্ধ করিতেছেন। কেন-না সকল বিঘ্নের সংহর্ত্তা যে শিব নাম তাহার উচ্চারণে কোন্ জীবের অশিব দূর না হয়। হে চন্দ্রচূড়, ক্ষিত্যপ্তেজ মরু- দ্ব্যোম ও সোম ভাস্কর ও বিধি বিষ্ণুও তোমার রূপান্তর বিশেষ, যোগপরায়ণ যোগিগণকর্ত্তৃক এই পাঠ ধৃত হইয়াছে। কেননা তোমাহইতে বিষ্ণুকে ভেদ করিয়া এবং বিষ্ণুহইতে তোমাকে ভেদ করিয়া বেদ পরায়ণ দ্বৈপায়ন ও ভৃগুস্কন্দ কণ্ঠ- রোধরূপে অনুযুক্ত হইয়াছিলেন, ইহা অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অগোচর নহে। অতএব অজ্ঞের অজ্ঞান কৃত অঘের মোচন করিয়া এই অনুকম্পা কর যে তোমার প্রসাদে এই বিপত্তি রূপা মহানদী সমুত্তীর্ণ হইয়া প্রাপ্তাভিলাষ হইতে পারি।

শিবঃ। দ্রৌণি, তোমার অভিলষিত যাচ্ঞা কর।

অশ্ব। হে দেব, যদি প্রসন্ন হইয়া থাক, তবে তোমার অসি আমাকে অর্পণ করিয়া অন্তর্হিত হও, আর কৃপা করিয়া এই বর দাতা হও যে তোমার প্রসাদে পাঞ্চাল সহ পঞ্চ পাণ্ডবকে সংহার করিতে পারি।

শিব। আমি পূর্ব্বেই কহিয়াছি যে পাণ্ডবপুরী আমার সংরক্ষণীয়া, অতএব ইহা ছাড়িয়া বরান্তর যাচ্ঞা কর।

অশ্ব। তবে প্রতিজ্ঞা পূরণ হয় এই বর দিয়া, হে দিগম্বর, আমাকে কৃতার্থ কর, নচেৎ তোমার তপস্যা হেতু পঞ্চতপা করিয়া বহ্নিরাশিতে দেহ সমর্পণ করিব। যেহেতুক, ক্ষত্রিয় ধর্ম্মাবলম্বন করিয়া প্রতিজ্ঞা পূরণ করিতে অক্ষম ধনুর্ব্বিদ্যের নিধনই শ্রেয়ঃকল্প।

[অশ্বত্থামা পুনর্ব্বার শিবের স্তুতি করেন।

শিবঃ। দ্রৌণি, তুমি মহাত্মা, অতএব তোমার সাধ্য বিষয় সিদ্ধ হউক। আর এই খড়্গ তোমাকে সমর্পণ করিলাম।

[মহাদেব অন্তর্হিত হন।

অশ। মাতুল, বিরূপাক্ষ সুপ্রসন্ন হইয়া অন্তর্হিত হওয়াতে বুঝি আমি কৃতকৃত্য হইলাম। তোমরা দুই জনে সাবধানে পুর দ্বার রক্ষা করতঃ পলায়নোন্মুখ সৈন্যগণে সংহার কর, আমি পশুপতি প্রদত্ত এই মহা অসি লইয়া শিবির মধ্যে প্রবেশ করি।

কৃপ ও কৃত। দ্রৌণি, তোমার মঙ্গল হউক। আমরা এখানে সসজ্জ হইয়া অভিমুখ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত রহিলাম।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

রঙ্গভূমি পাণ্ডব শিবিরের অন্তঃপুরে

অশ্বত্থামার প্রবেশ।

অশ্বত্থামা। [নিঃশব্দে।] যাবৎ সেই ব্রহ্মহা মূঢ় পাঞ্চালকে অন্বেষণ করিয়া সংহার না করি, তাবৎ কার্য্যান্তর সাধন করিব না, কেননা সেই পিতৃবৈরী আমার হৃদয়ের শূল হইয়াছে, অতএব অগ্রে তাহাকে নির্ম্মূল করিয়া পরে পাণ্ডবের কুল উন্মূলন করিব। আমি বুঝিতেছি যে এই বীরবাহু পাঞ্চাল হইবে। হাঁ, তাহাই বটে। [ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিদ্রাবস্থায় ধৃত করেন] রে দুরাচার, আমি অতঃপর তোমাকে পাইয়াছি। [পর্য্যঙ্ক হইতে আকর্ষণ করেন।]

ধৃষ্টদ্যুম্ন। হে দ্রৌণি, তুমি রণ কুশল, অতএব সম্মুখ সংগ্রাম করিয়া বীর ধর্ম্ম রক্ষা কর, নতুবা সুপ্তাবস্থায় পরাক্রান্ত শত্রুকে আয়ত্ত করিয়া সংহার করাতে তোমার রণ বিদগ্ধতা কা।

অশ সক্রোধে। পাপ সম্ভব পাঞ্চালেরা পশুর ন্যায় বধ্য। অতএব আমি তোমাকে সেইমত বধ করিব।

[বজ্রমুষ্টি প্রহারে ধৃষ্টদ্যুম্নকে নষ্ট করেন।

[অশ্ব চিন্তাগত।] আমি দেখিতেছি যে, শিবির মধ্যে রণকোলাহল শুনিয়া রণভীরু সৈন্যেরা চতুর্দ্দিগে পলায়ন করিতেছে। কৃপাচার্য্য কহেন যে ভয়ার্ত্ত জনেরা অবধ্য কিন্তু শত্রু দুর্ব্বল হইলেও বিশ্বাস্য নহে। যাহা হউক, ইহারা কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্যের হস্তে অবশ্যই পতিত হইবেক। যদি কদাচিৎ বিচলিত হয়, তবে ভগীয়ান সৈন্যেরা সমর ও শমন এই উভয়হইতে অব্যা-হতি পাইল। কিন্তু ভগ্নদূতকর্ত্তৃকও কদাং দুর্ঘটনা হইয়া থাকে।

[ধনুর্ব্বাণ হস্ত শিখণ্ডির প্রবেশ।]

শিখণ্ডী। দ্রৌণি, আমি বুঝিতেছি যে সেই দুরাচার দুর্য্যোধনের আশ্বাসে বিশ্বাস করিয়া তুমি এই নিশীথে পাণ্ডব শিবির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছ। ইহার সমুচিত শাস্তি এইক্ষণেই পাইবা। আর ভীষ্মদ্রোণ কর্ণাদিকে ক্রমশঃ রণশায়ি দেখিয়াও যে তোমার পাণ্ডবাভিঘাতনের আশার উদ্রেক্ হইয়াছে, ইহাই আশ্চর্য্য, অতএব তোমার মৃত্যু নিকট হইয়াছে বরং ইহা প্রত্যক্ষ দেখ।

[বাণ নিঃক্ষেপ করেন।

অশ্ব। বহু অন্বেষণ করিয়া আমি অতঃপর তোমাকে পাইলাম, অতএব শিখণ্ডী, তুমি দৈবকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়াছ, ইহাই নিশ্চয় বোধ হয়। কেননা আমার সহিত যুদ্ধে তোমার মৃত্যুর নিশ্চ-য়তা আছে।

[উভয়ে ঘোর মল্লযুদ্ধ করেন, ও শিখণ্ডী হত হয়েন।

[এ আত্ম কথন।] এক্ষণে ভ্রাতার সহিত সংমিলন কর, কেননা আমি পূর্ব্বেই কহিয়াছিলাম যে শিখণ্ডী আমার সহিত যুদ্ধে তোমার অব্যাহতি নাই। রে ছার পাঞ্চাল, বারেক নয়নোন্মীলন করিয়া দেখ যে দ্রোণাচার্য্যের পুত্র অশ্বত্থামা সজীব, কি নির্জ্জীব ও ব্রহ্মহত্যার ফল কতকালে ফলে। এক্ষণে, সুষুপ্ত এই পঞ্চপাণ্ড-বের মুণ্ড খণ্ড করিয়া রাজা দুর্য্যোধনের অভীষ্ট সিদ্ধি করিব। আর বোধ হয় যে ইহারও প্রকৃত কাল নিকট হইয়াছে,

মচেৎ এতদ্রূপ কোলাহলেও কেন পাণ্ডবেরদের নিদ্রার ভঙ্গ নাই. বোধ করি. ইহাই তাহাদের মহা নিদ্রা হইবেক। হে মাতঃ মহা নিদ্রে. তোমার শক্তি অনির্ব্বচনীয়া. যেহেতুক ত্রিভুবন জয় করিতে শক্তিমান্ পাণ্ডবেরা তোমাকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া আপনারদের শরীরকে শবের সদৃশ দর্শাইতেছেন। আর চেতনরূপি আত্মাকেও অচেতন করিয়া তুমি আপনার চৈতন্যের প্রমাণ করিতেছ। হে মাতঃ ক্ষণেক পাণ্ডবদেহে অবস্থান করিয়া আমাকে কৃতার্থ কর. কেননা পাণ্ডবের মরণে দুর্য্যোধনের জীবন. ইহা অবধারিত হইয়াছে; এবং দুর্য্যোধনের-জীবনজন্য আমি স্বীয় জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়া শমনের অভেদ্য এই শিবির মধ্যে নিশাযোগে প্রবেশ করিয়াছি; অতএব অনুকম্পা করিয়া এই মহাশত্রুগণের দেহে এইরূপে অধিষ্ঠাত্রী হও যে তাহারদের এই নিদ্রার আর ভঙ্গ না হয়। আমি বুঝিলাম যে ধৃতরাষ্ট্রের রাজলক্ষ্মীর পুনঃস্থাপন হইল। হে মহানুভবেরা. ত্রিলোক বিজয় করিয়া তোমরা অদ্য আমার হস্তে নির্ব্বাণকে পাইলা।

[পাণ্ডব ভ্রমে পাঞ্চালীর পঞ্চ পুত্রের শিরশ্ছেদন করেন।

হে মাতুল, [উত্তরায়] আমি কৃতার্থ হইলাম। দেবতারা কুরুরাজের কুশল করুন।

কৃপ। অশ্বত্থামা. সমাচার কহ।

অশ্ব। মাতুল. সমাচার কুশল; যেহেতুক চন্দ্রচূড় কৃপায় দেবগণের অজেয় সেই পঞ্চপাণ্ডবের শিরশ্ছেদন করিয়া এই মুণ্ডচয় সঙ্গে লইলাম। এক্ষণে সকলে চল, মহারাজকে তাহা উপঢৌকন দিয়া রাজপ্রসাদ গ্রহণ করি। আর পাঞ্চাল সহ পঞ্চপাণ্ডবের অতঃপর অধঃপতন হওয়াতে আমরা স্বাস্থ্য।

কৃপ। দ্রৌণি, তুমি ধন্য, কেননা ত্রিভুবন বিজয় করিয়া পাণ্ডবেরা তোমাকর্ত্তৃক সংহত হইল। [নিঃশব্দে] ইহাতে বুঝিলাম যে দৈবই অতিবলবান্। কেননা দৈবকর্ত্তৃক আকৃষ্ট কালপ্রাপ্ত নরেরা তৃণাগ্রেতেও স্পৃষ্ট হইয়া বিনষ্ট হয়েন। কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ

মুনিরা কহিয়াছেন যে পাণ্ডবেরা পৃথিবীতে মৃত্যুকে অতিক্রমণ করিবেন। এ কথায় সংশয় জন্মিল। ফলতঃ আমার মনে এমত লয় না।

অশ্ব। মাতুল, এক্ষণে চল, আমরা সত্বরে আমারদের অনুক্ষণ অপেক্ষাকারি মহারাজ দুর্য্যোধনের সহিত মিলন করি, নচেৎ রাজা অতি বড় উৎকণ্ঠিত হইবেন।

[অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

রণভূমি কুরুক্ষেত্রে দুর্য্যোধনের প্রবেশ।

দুর্য্যোধন। [আত্ম কথন।] যদি বিলম্বে কার্য্য সিদ্ধির সম্ভব হয়, তবে অশ্বত্থামাদি বীরবরেরা কৃতকার্য্য হইয়াছেন, আমার এমত মনে হইতেছে। সংপ্রতি বহুদূরে দৃষ্ট হইতেছে যে বীর ত্রয় আসিতেছেন, বোধ হয় ইঁহারাই অশ্বত্থামাদি যোদ্ধা হইবেন। আর ইঁহারদিগের উল্লাসিত কথোপকথনদ্বারা কৌরবের কুশল অনুভব হইতেছে। কেননা যদি বাক্যের দ্বারা মনের অনুমান সিদ্ধ হয়, তবে এই বীরবরেরা রাজপক্ষে অবশ্যই সুসংবাদের বাহক হইবেন। কিন্তু বিপত্তি জন্য মনের বৈক্লব্যহেতু কার্য্যের ও কদাচ বৈপরীত্যানুধাবন হইতে পারে। যাহা হউক, ইঁহারা ক্রমশঃ সমীপবর্ত্তী হইতেছেন। মুহূর্ত্তেকেই আমার ভাগ্যের পর্য্যাপ্তি হইবেক। অশ্বত্থামা স্বভাবতঃ অভেদ্য ও নানাবিধ অমোঘ অস্ত্রাভিজ্ঞতাহেতু তাঁহার শৌর্য্যে আমার সম্পূর্ণ আস্থা আছে। বিশেষতঃ ক্ষত্র ধর্ম্মাবলম্বি দ্রোণাত্মজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বটেন; তবে তৎকর্ত্তৃক যে প্রাপ্ত মনোরথ হইব, তাহাতে সংশয় কি আছে। তথাচ সকল কার্য্যের সংহারক যে সংশয় তাহাকে ছেদন করা অতি কঠিন। পাণ্ডবের পরা-

জয় বিশেষতঃ ভীমের জয় কৌরবের ইষ্ট লাভ. ইহাতে বিমুখ হইয়া রাজ্য সুখও আমার সুখদ নহে. এতাবতা পাণ্ডব বিদ্যমানে সবসু বসুন্ধরাতেও আমার লালসা নাই। কেননা উরগের সহিত গৃহে বাস করাতে যেমত মৃত্যুর নিশ্চয়তা আছে বলিষ্ঠ শত্রুর সহিত রাজ্যে অবস্থানও তদ্রূপ অবসানের প্রতিপাদ্য ভিন্ন নহে। সংপ্রতি দেখিতেছি যে বীর ত্রয় নিকটবর্ত্তী হইলেন। দ্রৌণি. মঙ্গল বার্ত্তা কহিয়া আমার সংশয় দূর কর। কেননা তোমার আগমন প্রতীক্ষার মাত্র আমি প্রাণধারণ করিতেছি। কি জানি. যদি মঙ্গল হয়।

[অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার প্রবেশ।]

অশ্বত্থামা। মহারাজ. যাবৎ চন্দ্র সূর্য্য ও তারাগণ গগণমণ্ডলে উদয় হইতে থাকেন তাবৎ আপনি জয়যুক্ত হউন।

দুর্য্যোধন। [ব্যগ্রতাপূর্ব্বক।] অশ্বত্থামা সংবাদ কহ।

অশ্ব। মহারাজের মহতী লক্ষ্মী পুনঃ প্রসন্না হইয়াছেন। অতএব সংবাদ কুশল।

দুর্য্যোধন। হে সেনাপতে. বিস্তারপূর্ব্বক কহ। তোমার এই সঙ্কীর্ণ বাণী আমার অন্তরের ক্লেশকর্ত্রী হইতেছে।

অশ্ব। হে•দেব. পাঞ্চালসহ পাণ্ডবের কুল সমূলে নির্ম্মূল করিয়াছি; এবং আপনকার প্রীতিজন্য তাঁমাদির খণ্ড মুণ্ডচয় সযত্নে সঙ্গে আনিয়াছি দৃষ্টি প্রসাদ করুন। মহারাজের পরিতুষ্টি হইলে আমরা আপনাদিগকে কৃতকৃত্য জ্ঞান করিব।

দুর্য্যোধন। [মহোল্লাসপূর্ব্বক।] দ্রৌণি, তুমি ধন্য, আর এই অনির্ব্বচনীয় শৌর্য্য বীর্য্যাদিজন্য যে উত্তমা প্রতিষ্ঠা তাহা তোমাতেই অর্হে। তোমার অমৃতাভিষিক্ত বচনে আমি পরিতৃপ্ত .এবং এই অনুপম শৌর্য্যহেতু চিরোপকৃত হইলাম। এক্ষণে ভীমের মুণ্ড আমাকে দেহ. যে তাহা পদাঘাতে চূর্ণ করিয়া ভগ্ন উরুর যাতনা দূর করি।

অশ্ব। মহারাজ, এই পঞ্চ মুণ্ড গ্রহণ করত যথাভিলাষ পূর্ণ করুন। ভীমের মুণ্ড এই।

[পাঞ্চালীর পঞ্চ পুত্রের মুণ্ড অর্পণ করেন।

দুর্য্যোধন। রে পবনাত্মজ, তোমারদিগের অধঃপতন হউক। দ্রৌণি, তুমি ধন্য, যেহেতুক মহারথিগণকর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়া তোমা-কর্ত্তৃক প্রাপ্ত মনোরথ হইলাম।

[ক্রমশঃ পঞ্চ মুণ্ড ভগ্ন করেন।

[পিশাচদ্বয়ের প্রবেশ।]

পিশাচদ্বয়। "জয়োস্তু পাণ্ডুপুত্রাণাং যেষাং পক্ষে জনার্দ্দনঃ"।

দুর্য্যোধন চমৎকৃত। হে শ্মশানবাসি, তোমারদিগের অভিপ্রেত বিস্তারপূর্ব্বক কহ। পাণ্ডবেরা অতঃপর শমন ভবনে গমন করিলেন, তবে তাহারদের জয় কিরূপে সিদ্ধ হইল।

পিশাচদ্বয়। ইহা মহারাজের মনের বৈক্লব্য মাত্র; যেহেতুক পাণ্ডবের রাজলক্ষ্মী স্থিরস্থায়িনী হইয়াছেন। আর, হে ভূপতে, বিরাজমান পাণ্ডবেরা সংসারে অজেয় এবং পৃথিবীতে মৃত্যুকে অতিক্রমণ করিবেন। ভগবান বাসুদেব ঐ ধর্ম্মাত্মাদিগের মঙ্গল করুন।

[পিশাচেরা অন্তর্হিত হন।

দুর্য্যোধন বিষণ্ন। হে দ্রৌণে, তবে ইহা কখনই অভিলষিত পঞ্চপাণ্ডবের মুণ্ড নহে, বরং পাণ্ডব ভ্রমে পাঞ্চালীর পঞ্চ পুত্রের মুণ্ড খণ্ড২ করিয়াছ, ইহাই নিশ্চয় বোধ হইল। হায়২। যে মুণ্ড প্রহারে বক হিড়িম্বকাদি ভয়ঙ্কর নিশাচরেরা পঞ্চত্ব পাইয়াছে, এবং যাহার আঘাতে গিরিশৃঙ্গ চূর্ণ হইয়াছে, তাহাকে খণ্ড করিতে দ্রৌণির কি শক্তি আছে। ইহা অবশ্যই পাঞ্চালীর পঞ্চ বালকের ছিন্ন মস্তক হইবেক। আহাঃ অতঃপর কুরুকুলের পিণ্ডান্ত হইল। পিশাচেরা কহিল যে পাণ্ডবেরা অজেয়, এবং পৃথিবীতে মৃত্যুকে অতিক্রমণ করিবেন, ইহা সত্য২।

[হর্ষ বিষাদে দুর্য্যোধন প্রাণ ত্যাগ করেন।

কৃপাচার্য্য বিলাপ করেন। } দ্রৌণি. সম্প্রতি দেখ, মহারাজ নিস্পন্দন হইলেন। হায়২। বুঝি ভগ্নোদ্যম হইয়া রাজা প্রাণ ত্যাগ করিলেন। হে লঙ্কর. অভিমান পরিত্যাগ করিয়া বারেক ধরাশয্যাহইতে উঠিয়া আমারদিগকে প্রবোধ দান কর। আর মৃগমদ চন্দনে চর্চ্চিত তোমার সুতনু ধূলায় ধূসর দেখিয়া আমারদের প্রাণ বিয়োগ হইতেছে। হে রাজন্. রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া পাণ্ডবে পরাভবপূর্ব্বক সমস্ত বসুমতী ভোগ করিবা. পূর্ব্বে যে এই প্রতিজ্ঞা করিলা তাহা এক্ষণে কি জন্য বিস্মৃত হইতেছ। পূর্ব্বে আরও কহিয়াছিলা যে বিনা যুদ্ধে পাণ্ডবকে সূচ্যগ্র পরিমাণেও ভূমি দিবা না, তবে এক্ষণে আসমুদ্র পৃথিবী কি জন্য পরিত্যাগ করিতেছ। মহারাজ. ভূমিহইতে উঠিয়া রত্ন সিংহাসনে বৈস ও রাজগণ চতুর্দ্দিকে চামরাদি ব্যজন করুন যে তাহা আমরা নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া মনো দুঃখ দূর করি. নচেৎ আমরা অন্ধরাজের নিকট গিয়া কি সংবাদ কহিব। ও তোমার জননী গান্ধারী ও পট্ট মহিষীরা জিজ্ঞাসিলে বা কি কহিব। এবং পুরবাসিদিগকেই বা কি রূপে প্রবোধ দিব। হে ভূপতে. বারেক নয়নোন্মীলন করিয়া ক্ষুদ্ধ অনুচরদিগকে সান্ত্বনা কর।

কৃতবর্ম্মা। কৃপ, মহারাজের অতঃপর বিয়োগ হইল। এক্ষণে আমাদের যাহা কর্ত্তব্য তাহা কহ। দেখ, নিশানাথ অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইতেছেন, ও সূর্য্যোদয়ে সমস্ত সুপ্রকাশ হইলে পাণ্ডব কোপানল প্রজ্বলিত হইবেক, অতএব ইত্যবসরে আমরা সাবধান নহিলে পতঙ্গের ন্যায় তাহাতে ভস্মীভূত হইব।

কৃপ। তোমার মনোমধ্যে যে উদ্বেগের উদ্রেক হইতেছে, তাহা অমূলক নহে। কেননা পাণ্ডব বালকগণের সংহারের সহযোগী আমরা অবশ্যই ইহার অন্তক ফলভোগী হইব। আর দুরাচার দ্রৌণিই এই বিপত্তির বীজ, দেখ ভারত সংগ্রাম সাগরহইতে সমুত্তীর্ণ হইয়া আমরা বিবেচনা করিলাম যে পুনর্জ্জন্ম হইল; কেননা কৌরব পক্ষীয় একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা ও সেনাপতি মধ্যে কেবল আমরা তিন জন মাত্র বিদ্যমান্ আছি। আর রথী মহারথীরা সমরশায়ী হইয়াছেন, ইহা

আমারদিগের সৌভাগ্য ভিন্ন কি উক্ত হইতে পারে। কিন্তু এই অশ্বত্থামার দুষ্কর্ম্ম দোষে আমরা পরিশেষে সন্তাপিত হইলাম। এই দুষ্ক্রিয়া জন্য ভীমের হস্তহইতে আমাদের নিষ্কৃতির উপায় নাই।

অশ্ব। হে মাতুল, তোমাকে এইরূপ ভয়ার্ত্ত জানিলে কদাচরণ কার্য্যে অনুষঙ্গী করিতাম না, কেননা সাহস রহিতেরা মাত্র সমরার্থ উপযোগী ইহা রণপণ্ডিতেরা কহিয়াছেন। দেখ, সুরক্ষিত অস্ত্রানলে পাণ্ডব কুল দাহন করিতে আমার শক্তি আছে, তথাচ যদি শ্রীপতি তাহারদিগকে রক্ষা করেন, তবে আমি রাজা যুধিষ্ঠিরকে বিনয় করিয়া দৈববলে রক্ষিত তোমারদের প্রাণদান লইব।

কৃতবর্ম্মা। একণে বাগ্‌বিরোধে নিষ্প্রয়োজন, যদ্যপেক্তবিষ্যতি। দেখ, রজনী প্রভাত হইল, কিন্তু অস্মদাদির সুপ্রভাত কি না, তাহা ভগবানই জানেন। চল, নগরাভিমুখে গিয়া তিন জনে নিভৃত স্থানে অবস্থান করি নচেৎ বিঘ্ন ঘটিবে।

কৃপ। এই হউক।

[সভয়ে প্রস্থানং

চতুর্থ অঙ্ক।

রঙ্গভূমি, কুরুক্ষেত্রে, পাণ্ডব শিবির মধ্যে পঞ্চ পাণ্ডব ও শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। যুধিষ্ঠির, সংপ্রতি তোমাকে কিজন্য এইরূপ উন্মনা দেখিতেছি।

যুধিষ্ঠির। হে দেব, আমি ইহার কারণ বুঝিতে অক্ষম। ফলতঃ সর্ব্বান্তর্য্যামি আপনকার অগোচর কি আছে। সংপ্রতি দেখুন, ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথি অত্রাভিমুখে আসিতেছে। ইহার

অপ্রসন্ন বদন ও সজল নয়ন দেখিয়া আমার অনুভব হই-তেছে যে শিবিরে কোন অদ্ভুত ঘটনা হইয়া থাকিবেক। আর উড্ডীয়মান মাংসলুপ গৃধ্রকঙ্কাদি বিহঙ্গের ইতস্ততঃ ভ্রমণে, ও গ্রামসিংহের গ্রামেং অনুক্ষণ রোদনে অমঙ্গলের নিশ্চয়তা হইতেছে।

[রোরুদ্যমান দূতের প্রবেশ।

কহ, দূত সংবাদ কি, আর এই দৌত্য কর্ম্মে তোমাকে কে নিযুক্ত করিয়াছে।

দূত। মহারাজ, সংবাদ অতি অদ্ভুত, আর পাঞ্চালীকর্তৃক এই দৌত্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া এই অমাঙ্গলিক বার্ত্তাবহ হইলাম সৌভাগ্যক্রমে শীঘ্র মহারাজের সন্দর্শন হইল। নিবিড় তিমি-রাবৃত গত নিশাতে অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা নামে কৌরব যোদ্ধাগণ শিবিরে প্রবেশ করিয়া সসৈন্য পাঞ্চালকে সংক্ষিপ্ত সমরে সংহার করিয়া পরিশেষে পাঞ্চালীর সুষুপ্ত পঞ্চ বালকের শিরশ্ছেদনপূর্ব্বক শিবিরে মহামারী করিয়া প্রস্থান করিয়াছে, আর সংহত সৈন্যগণের শোণিতে শিবির আর্দ্র, আর মহতী ক্ষতি জন্য ক্ষিতিশায়িনী দ্রৌপদীর নেত্র বারি স্রোতস্বতী হইয়াছে। যে ভূপতে, শবরাশি মধ্যে থাকিয়া আমি আপনাকে শবের সদৃশ দর্শাইয়া স্বজীবন রক্ষা করিয়াছি, নচেৎ এই অদ্ভুত বার্ত্তাবহন করিতে জনান্তরের অভাব হইত। আর বোধ হয় যে পাঞ্চালীও আমার পশ্চা-তে আসিতেছেন।

যুধি। শ্রীপতে, আমি পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি যে শিবিরে কোন অকুশল হইয়া থাকিবেক, নচেৎ বহু অলক্ষণের এইরূপ ঐক্য হওয়া সামান্য অকুশলের প্রতিপাদ্য নহে। দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র আমারদের জীবন, অতএব তাহাতে বিরহ হইয়া যে দেহ ধারণ সে অকারণ বরং অরণ্যবাসী হইয়া জীবনের পরিশি-ষ্টাংশ ব্রহ্মচর্য্যাচরণে যাপন কর্ত্তব্য, তথাচ এই শোক সলিলে মগ্ন সংসারে প্রবেশ করিয়া সমস্ত ব্যাকুল চিত্তে কালহরণ

করা কর্ত্তব্য নহে। হা, পুত্রগণ, কুরুক্ষেত্রের দুস্তর সংগ্রাম সাগর সমুত্তীর্ণ হইয়া গৃহমধ্যে বিনষ্ট হইলা। ইহাতে বুঝিলাম যে নিয়তিই অতি বলবতী। হে পাঞ্চাল, তোমাতে বঞ্চিত হইয়া আমরা অতিশয় বিষণ্ণ হইতেছি। আত্ম হিতার্থে তোমারদিগকে আহ্বান করিয়া আমি একেং সকলের বিসর্জ্জনের বীজ হইলাম। অতএব আমার তুল্য অধম এই সংসারে দুর্লভ। এক অভিমন্যু শোকে আমরা অনুক্ষণ ব্যাকুল, তাহাতে পাঞ্চালীর পঞ্চ পুত্র শোক কিরূপে সম্বরণ করিব, অতএব এই অপার শোক পারাবার হইতে আমারদের নিস্তার নাই।

[যুধিষ্ঠিরাদি বিলাপ করেন।

শ্রীকৃষ্ণ। যুধিষ্টির, শোক সম্বরণ কর, "নাকালে ম্রিয়তে কশ্চিৎ প্রাপ্ত কালো ন জীবতি," কাল প্রাপ্ত না হইলে নরেরা অনুক্ষণ মৃত্যুকে অতিক্রমণ করিয়া থাকেন, এবং প্রাপ্তকাল জীবেরা একক্ষণও বাঁচে না। হে যুধিষ্ঠির, ইহা সত্যং। আর পঞ্চভূত বিনির্ম্মিত দেহ পঞ্চত্বকালে পঞ্চ সংমিলিত হইলে তাহাতে শোক কি? যেমত নদীর স্রোতেতে গম্যমান কাষ্ঠ খণ্ডের পরস্পর সংমিলন হইয়া স্রোত সহকারে তাহাদের পুনঃ পার্থক্য হয়, জীব লোকের মিলন ও বিচ্ছেদ তদ্রূপ জ্ঞান করিবা।

যুধি। দেব, ইহা প্রকৃত মানিলাম, কিন্তু মায়াকর্ত্তৃক আচ্ছন্ন নরেরা এই ক্ষণভঙ্গুর সংসারের অনিত্য বিক্ষেপ দর্শনে সর্ব্বদা সক্ষম নহেন। কেননা পরিণত জ্ঞানবিশিষ্ট মহাজনেরাও কদাং তদ্দ্বারা আক্রান্ত হইতেছেন সংপ্রতি দেখুন, আলুলায়িত কেশে দ্রুপদবালা আসিতেছেন।

[সাশ্রুমুখী দ্রৌপদীর প্রবেশ।]

শ্রীকৃষ্ণ। পঞ্চাল তনয়ে, তোমার আগমনের প্রয়োজন আমরা পূর্ব্বেই জ্ঞাত হইয়াছি। এক্ষণে রোদন সম্বরণ কর।

দ্রৌপদী। হে দেব, আমি আপনাকে অভিবাদন করিতেছি। আমার

বর্ত্তমান শোক ও দুঃখের কথা অতি বাহুল্য। ত্রিভুবন বিজয়ি পঞ্চপতি সত্ত্বে আমার এইরূপ ক্লেশ দুঃসহ। কৌরব সংগ্রামে জয়যুক্ত পঞ্চপতির আনন্দে সানন্দ হইয়া মন্দভাগ্যে শেষ নিরানন্দ হইলাম। আর শত্রুনাশহেতু মিত্র বিনাশ করিয়া রাজ্যে বাস বনবাসতুল্য অতএব হে শ্রীনিবাস আমারদিগের সম্পত্তিই বিপত্তির মূল ও অতি দীপ্তিই নির্ব্বাণের কারণ বুঝিলাম। যেমত চন্দ্র ও নক্ষত্রগণ রাত্রিমানে আকাশ মণ্ডলের শোভাকর হইয়া প্রভাতে মগ্ন ও অদৃশ্য হয়, আমারদিগের বান্ধব ও বিভবের উদয় ও অস্ত সেইরূপ বোধ হইতেছে। স্বয়ম্বরা কালে পিতা বহুতর রাজরাজেশ্বরগণে নিকেতনে আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু পিতাকর্ত্তৃক সংস্থাপিত লক্ষ্য লক্ষ২ রাজগণকর্ত্তৃকও লক্ষিত না হইবায় দ্বিজবেশধারি কৃতকার্য্য অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহ হইল, তাহাতে পিতার ও ভ্রাতৃগণের ও রাজ্যের যদ্রূপ অনিষ্ট ও আমার যে কষ্ট হইল তাহা স্মরণ করিয়া নয়নের বারি নয়নে সম্বরণ করি, পরে শ্রীহরি কৃপায় সেই বিপত্তি সাগরহইতে সমুত্তীর্ণ হইয়া কিয়ৎ কাল পরে সৌভাগ্যোদয়ে ইন্দ্র প্রস্থে পরম সুখে অবস্থিত হইলাম। কিন্তু ঐ মহা সম্পদ আমার সুখদ না হইয়া বিপদের বীজ হইল, যেহেতুক, তাহার অব্যবহিত পরেই দুর্নীতি দুর্য্যোধন ও দুঃশীল দুঃশাসন ও পিশুন শকুন [illegible] সর্ব্বস্বরাজ্য হারিয়া কৌরবকর্ত্তৃক বন্দী হইলে অন্তঃপুর বাসিনী স্ত্রীধর্ম্মিণী আমি দুঃশাসনকর্ত্তৃক রাজসভায় আনীতা হইলাম, তাহাতে তোমাকে স্মরণ করিয়া ঐ অপমৃত্যুহইতে মুক্ত হইলাম। ইহাহইতে শোক ও দুঃখের বার্ত্তা কি আছে। তদনন্তর পাণ্ডবেরা অন্ধরাজের আদেশে কপিত যুক্তিকে পাইয়া শকুনির মন্ত্রণা দোষে বনবাস নিয়মে পুনর্ব্বার পাশায় প্রবৃত্ত ও পরাজিত হইয়া অরণ্যে গমন করিলেন এবং আমিও তাঁহারদের অনুগামিনী হইয়া নানারণ্যে ভ্রমণ করতঃ যে২ কষ্ট সহিষ্ণুতা করিলাম

তাহা আপনকার অগোচর কি আছে। মণিষ্য দুর্ব্বাসার অকালে অরণ্যে আগমন ও জয়দ্রথকর্ত্তৃক আমার অপহরণ ও বিরাটপুরে কীচককর্ত্তৃক প্রপীড়ন স্মরণ করিয়া মৃত্যুকে সুখদ বোধ করি। অনন্তর, ভারত সংগ্রামে জয়যুক্ত হইয়া পঞ্চ পুত্রের জীবন রক্ষাহেতু পূর্ব্ব ক্লেশ বিস্মৃত হইয়া আপনাকে ভাগ্যবতী জ্ঞান করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাতেও অতঃপর বঞ্চিতা হইলাম। যেহেতুক, গত নিশাযোগে নিষ্ঠুর দ্রোণাত্মজকর্ত্তৃক পাঞ্চালসহ পঞ্চ পুত্রের পঞ্চত্ব হইয়াছে। হে শ্রীপতে, এই শোক ও দুঃখে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।

[দ্রৌপদী রোদন করেন।

শ্রীকৃষ্ণ। হে পাঞ্চালসুতে, বিলাপ সম্বরণ কর। কর্ম্মবশতঃ এই কর্ম্ম ভূমিতে জীব লোকের ভূয়ঃ২ জন্ম ও মৃত্যু হইতেছে, এবং জন্মিলেই মরণের নিশ্চয়তা আছে, কেবল ক্ষীণ বুদ্ধি জনেরাই ইহার কালাকাল বিবেচনা করিয়া শোকগ্রস্ত হয়েন। দেখ, সম্পূর্ণ অষ্টাদশ দিবস যুদ্ধ করিয়া সৈন্যনিকরে সংহার করতঃ পাঞ্চালেরা মৃত্যুকর্ত্তৃক পরাজিত হইল। অতএব বিধির যে নির্ব্বন্ধ, তাহা অনিবার্য্য, হে নৃপআত্মজে, ইহা বিবেচনা করিয়া দেখ। আর এইমত বহু বীরবাহুরা বীর্য্যবলে ত্রিভুবন বিজয় করিয়া পরিশেষে আপনারা লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। অতএব ইতরের ন্যায় ঈদৃশ বিলাপপর হওয়া জ্ঞানবতী কর্ত্তব্য নহে।

দ্রৌপদী। দেব, সংহত সৈন্যাদির শোণিতে শিবির মগ্ন, আর অশ্বত্থামার নৈষ্ঠুর্য্যও অনির্ব্বচনীয়। আমি ইহা কিমতে সহ্য করিব।

ভীম। প্রিয়ে, কোন্ উপায়ের দ্বারা তোমার বর্ত্তমান শোক ও দুঃখের শমতা হইতে পারে তাহা আমাকে কহ।

দ্রৌপদী। হে পতে, অরণ্যে ও বিরাট ভবনে জয়দ্রথ ও কীচকের সমুচিত শাস্তির বিধান করিয়া আমার সম্মান রক্ষা করি-

যাছ। যদি সম্প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাক, তবে এই আততায়ি অশ্বত্থামার শিরোমণি আমাকে আনিয়া দেহ।

ভীম। প্রিয়ে, যদি ইহাতে তোমার প্রীতি জন্মে, তবে আমরা অবশ্য ইহার উপায় করিব।

দ্রৌপদী। তোমার অমর বিজয়ি শূরতা শ্লাঘ্য, আর তোমার সৌহৃদ্য আজীবন স্মরণীয়। তোমার কৃত আশ্বাসে আমি কৃতার্থা হই-লাম।

যুধি। তথাচ, হে ভ্রাতঃ ব্রাহ্মণ ও বন্ধু আততায়ী হইলেও বধের যোগ্য নহে। ইহারদের মস্তক মুণ্ডন ও দ্রবিণ সংচ্ছেদন ও স্থানহইতে নির্যাপন করাই বধ তুল্য নহেৎ ইহারদের দৈহিক দণ্ড নাই, ইহা মনে কর।

ভীম। যে আজ্ঞা, দেব আমরা প্রস্থান করিতেছি।

[ভীমার্জ্জুন ও নকুল, সহদেবের প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। হে রাজন্, ভীমের এই কার্য্যে সিদ্ধির সংশয় আছে। অশ্বত্থামা সামান্যতঃ অভেদ্য, বিশেষতঃ অমোঘ অস্ত্রাধিত বিধায় ভীমের অজেয়, অতএব দ্রৌণির দমনহেতু ভীমের যে উদ্যম তাহা অপরিণত, বরং অব্যাপারই উক্ত হইতে পারে। যে-হেতুক সংরক্ষিত সংহার অস্ত্র সহকারে সংসার সশঙ্ক করিতে অশ্বত্থামার শক্তি আছে। এক সময়ে দ্রোণাচার্য্যের পুত্র আমাকে জিজ্ঞাসা করিল যে হে চক্রধর আমার ত্রিলোক বি-জয়ি সংহার অস্ত্র লইয়া তোমার চক্র আমাকে দেও। আমি তাহার আশ্চর্য্যানুশীলনে চমৎকৃত হইয়া বিষ্ণুচক্র তাহাকে সমর্পণ করিলাম। কিন্তু দ্রৌণি কণমপি ঐ মহাচক্র তুলিতে অক্ষম হইয়া আমাকে কহিল যে হে জগপতে আপনার বিষ্ণুচক্র পুনর্গ্রহণ করুন। আর এই বিনিময়ের এই মাত্র অভিপ্রায় ছিল যে এই চক্র সহকারে আপনাকে জয় করিব, কিন্তু আমি দেখিলাম যে ইহা আমার অব্যাপার, অতএব অপরাধ প্রশমন করুন, ইহা কহিয়া প্রস্থান করিল, ও আমি তাহার এই অপূর্ব্ব কীর্ত্তির কীর্ত্তন করিলাম।

যুধিষ্ঠির। অশ্বত্থামার ঈদৃশ শূরতার আমার সমুচিত জ্ঞান ছিল না। হে শ্রীপতে, এক্ষণে কোন্ উপায়ের দ্বারা তাহার পরাজয় হইবে তাহা আমাকে কহুন।

শ্রীকৃষ্ণ। হে রাজন অর্জ্জুন তদর্থে সম্পূর্ণ যোগ্য, অতএব নিঃশঙ্ক হও। পার্থের সারথ্য হেতু আমি সংপ্রতি বিদায় হইলাম।

[শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান।

যুধি। আমি দেখিলাম যে শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন পাণ্ডবের গত্যন্তর নাই। প্রিয়ে, এক্ষণে শিবিরে চল।

[যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীর প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

রঙ্গভূমি বদরিকাশ্রম। অশ্বত্থামা ও ভীমার্জ্জুন ও নকুল সহদেব, ও কতিপয় সৈন্যের প্রবেশ, ও রণ বাদ্যোদ্যম।

ভীম। দ্রৌণি, তোমাতুল্য অধম দুরাচার লোকমধ্যে দুর্লভ। তুমি ধনুর্বিদ্যার কলঙ্ক। যেহেতুক আমারদিগের অবিদ্যমানে তুমি অন্তঃপটে শিবিরে প্রবেশ করিয়া সুপ্তজনে সংহার করিয়াছ, এবং সত্বরে ধনুর্বাণ ত্যাগ করিয়া তপোবনে আসিয়া এক্ষণে ভাক্ত তাপস হইয়াছ। অতএব তোমাতুল্য কাপুরুষ আর কে আছে।

অশ্বত্থামা। বৃকোদর, আমি বুঝিতেছি যে তোমারদিগের কাল সন্নিকট হইয়াছে অতএব এই মহাস্ত্র ত্যাগ করিলাম, যদি সাধ্য থাকে, তবে আপনাদিগকে রক্ষা কর।

[ব্রহ্ম অস্ত্র ত্যাগ করেন।

শ্রীকৃষ্ণ। অর্জ্জুন, সম্প্রতি দেখ, আদিত্যের ন্যায় দেদীপ্যমান মহাতেজোময় অশ্বত্থামার অস্ত্র গগন মণ্ডলে উঠিতেছে এবং ত্বরা-

নক বহ্নিরাশি ঐ ক্ষিপ্ত বাণের বদনহইতে বিনির্গত হইতেছে। অতএব সত্বরে এই মহাবাণ সম্বরণ করিয়া আপনাদিগকে রক্ষা কর।

অর্জ্জুন। হে দেব, আপনকার কৃপাকণাংশ প্রসাদে দ্রৌণির বাণ সম্বরণ করিয়া তাহার শিরোমণি সংচ্ছেন করিব।

[অর্জ্জুন মহাস্ত্র ত্যাগ করেন।

শ্রীকৃষ্ণ [নিঃশব্দে।] আমি দেখিতেছি যে এই জ্যোতির্ময় মহাবাণ গগণমণ্ডলে উঠিয়া সুরলোকের শঙ্কা বৃদ্ধি করিবেক। এইহেতু ব্যাসদেবও আগমন করিতেছেন।

[ব্যাসদেবের প্রবেশ।]

অর্জ্জুন। মুনে, আমরা প্রণাম করিতেছি।

ব্যাস। অর্জ্জুন, বাণ সম্বরণ কর। দেখ, তোমারদিগের মহাবাণের মুখহইতে অনুক্ষণ অগ্নি বৃষ্টি হইয়া সৃষ্টির অনিষ্ট করিতেছে। এবং তাপসেরা সভয়ে তপোবন ত্যাগ করিতেছেন।

অর্জ্জুন। মুনে, তবে এই অমোঘ বাণকর্ত্তৃক অতিবড় অনিষ্টকারি অশ্বত্থামার শিরোমণি ছিন্ন হউক।

[অর্জ্জুনের বাণে অশ্বত্থামার শিরোমণি ছিন্ন হয়।

অশ্বত্থামা। হে মুনে, তবে আমার বাণও উত্তরার গর্ভ নাশ করুক এবং কৌরবের বংশের ন্যায় পাণ্ডবের বংশও ধ্বংস হউক। আমি এক্ষণে তপোবনে চলিলাম।

[দ্রৌণির প্রস্থান।

ব্যাসদেব। অর্জ্জুন, এতদর্থে নিশ্চিন্ত হও। শ্রীপতি তোমারদিগকে রক্ষা করিবেন।

[ব্যাসদেবের প্রস্থান।

অর্জ্জুন। মুনে, আমি কৃতার্থ হইলাম।

যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদী ও উত্তরার প্রবেশ।

উত্তরা।) হে দেব, আমার অকাল প্রসবের কাল সমীপ হইয়াছে।
সাশ্রু মুখী। } ইহাতে বুঝিলাম যে পাণ্ডব বংশের অতঃপর অন্ত হইল।

[উত্তরা বিলাপ করেন।

শ্রীকৃষ্ণ। হে বালে, তোমার ক্লেশ দূর হউক, আর কুরু কুলোজ্জ্বল তোমার গর্ব্ভস্থাপত্য অচিরে ভূমিষ্ঠ হইয়া পৃথিবী পবিত্র করুক। সংপ্রতি বিলাপ সম্বরণ করিয়া শিবিরে গমন কর, নচেৎ যুধিষ্ঠিরাদি তোমাকে এইরূপ ক্রন্দমানা দেখিয়া অতিশয় খিদ্যমান হইবেন।

উত্তরা। শ্রীপতে আমি আপনাকে অভিবাদন করিতেছি।

যুধিষ্ঠির। দেব, অশ্বত্থামার এইরূপ অনিষ্ট চেষ্টার কারণ কি তাহা বোধ হয় না।

শ্রীকৃষ্ণ। যুধিষ্ঠির, দ্রোণাচার্য্যের পুত্র সর্ব্বপ্রকারে তোমাপেক্ষা ন্যূন। কিন্তু দুর্য্যোধনের অতিশয় হিতাশা করিয়া এই দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিল এবং সৌভাগ্যবশতঃ তোমারদিগের শিবির রক্ষক শূলপাণির সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহাকে স্তবে তুষ্ট করত তদ্বর প্রসাদাৎ এই অসাধ্য বিষয় সিদ্ধ করিল। আর অষ্টাদশ দিবস চন্দ্রচূড় তোমারদের সমরে সাহায্য করিয়াছেন, ইহা আমি পূর্ব্বে তোমাদিগকে কহিয়াছি।

যুধিষ্ঠির। হে দেব, ইহা অতিশ্লাঘ্য।

ভীম। প্রিয়ে, [দ্রৌপদীর প্রতি] সম্প্রতি তোমার অভিলষিত শিরোভূষা গ্রহণ কর।

[মণি প্রদান করেন।

দ্রৌপদী। হে পতে, আমি কৃতার্থ হইলাম। আর তোমার প্রীতির এই চির চিহ্ন স্বকীয়রে গ্রহণ করিতেছি।

[মণি গ্রহণ করেন।

শ্রীকৃষ্ণ) দ্রৌপদি, তুমি ধন্যা, যেহেতুক হিড়ম্বা বিদ্যমানে তোমার
সহাস্য। } এই মণি প্রাপ্তি কঠিন হইত। কথিত আছে যে নিশাচরী ভীমের প্রিয়তরা পত্নী।

দ্রৌপদী। হে দেব, সেই রাক্ষসীই আমার ঐহিক স্বচ্ছন্দের শূল হইয়াছে। রাজসূয় যজ্ঞকালে আমার সহিত যত দ্বন্দ্ব করিল তাহা কত কহিব। আমি সহ্য করিয়া রহিলাম। কি জানি, অধম নিশাচরী, যদি এক কথা শক্ত বলে, তবে লজ্জায় মরিব।

[ভীমের হাস্য।

শ্রীকৃষ্ণ। সুভদ্রা কহে যে তুমিও দ্বন্দ্বে অকুশল নহ।

দ্রৌপদী। তিনিও যেমত তাহা তাঁহার বিবাহকালের কীর্ত্তিতে রাজ্যে২ খ্যাত আছে।

উত্তরা। ঠাকুরাণি, ক্ষান্তা হও, শ্রীপতি রহস্য করিতেছেন।

যুধিষ্ঠির। এক্ষণে, এখানে কালহরণ করা নিষ্প্রয়োজন, আমরা ব্যাসের স্থানে বিদায় হইয়াছি।

শ্রীকৃষ্ণ। তবে সকলে শিবিরে চল, অনেক গুরুতর বার্ত্তা আছে।

[সর্ব্বেষাং প্রস্থানং ও সৈন্য ভঙ্গীয়ান।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

রঙ্গভূমি বদরিকাশ্রম বিভাণ্ডক মুনি ও সঙ্কট ও বিকটের প্রবেশ।

সঙ্কট। } মুনিঠাকুর, তোমার হরিণের চর্ম্মো এক বেটা বাঁদর
উভরায়। } লইয়া পলাইল। ঐ ছলী ভীমসেনের সঙ্গে আসিয়াছিল।

বিকট। মুনে, যদি দুই চারি দিবসের নিমিত্তে ঐ পাপিষ্ট বেটাকে একবার ভস্ম করেন, তবে বড় ভাল হয়, তখন বাড়ী গিয়া জানিতে পারে যে তোমার চর্ম্মো চুরি করা কত সুখ।

বিভাণ্ডক। রে পাপাত্মা, আমার পূজার মৃগচর্ম্ম অস্পৃশ্য বানরকে কেন স্পর্শ করিতে দিলি?

সঙ্কট। ঠাকুর কে তোমার মেরগো চর্ম্মো চক্ষে দেখিয়াছে। আমি

তোমার মেরুগো চর্ম্মো দেখি নাই। কেবল হরিণের এক খানা ছাল লইয়া পলাইতে দেখিয়াছি।

বিভাণ্ডক। রে বর্ব্বর, তাহাকেই মৃগচর্ম্ম বলে।

সঙ্কট। তবু তাহাকেই মেরুগোচর্ম্মো বলে? ভাল কীর্ত্তি। আমি দিব্বি করিলাম, তবু পিত্যয় হইল না।

বিভাণ্ডক। রে পাপাত্মা, তুমি কি জন্য তাহা রক্ষণাবেক্ষণ না করিলা, বিশেষতঃ যখন দেখিলা যে রাজসৈন্য ভগ্নীয়ান জন্য তপোবনে কোলাহল উপস্থিত হইয়াছে ও তাপসেরা সশিষ্য দিগ্দেশে পলায়ন করিতেছে?

সঙ্কট। আমি কোন্ দিগ রক্ষা করিব, আমি আপন চর্ম্মো রাখিব না তোমার চর্ম্মো রাখিব।

বিভাণ্ডক। আমি অদ্য তোমারদের উভয়কেই ভস্ম করিব।

সঙ্কট। ঠাকুর আমারদের অপরাধ?

বিভা। তোমারদের শৈথিল্য জন্য আমার পূজার প্রাচীন মৃগ চর্ম্ম নষ্ট হইয়াছে।

সঙ্কট। ঠাকুর, আমারদের ক্ষীণ দেখিয়া দিন২ ভস্ম করিতে চাহেন। ভীমের কাছে একবার যান্-না কেন? তাহারিতো বাদ্যকর তোমার হরিণের ছাল লইয়া পলাইয়াছে?

বিকট। (নিঃশব্দে।) রে, সঙ্কট সে বড় কঠিন ঠাঁই।

বিভা। কি শুনি, পাপাত্মা, কঠিন কি?

বিকট। ঠাকুর, এই কহিতেছিলাম যে ভীমসেনের উদরটা অতি ডাগর ও কঠিন।

বিভা। রে পাপাত্মা, পবনাত্মজ ভীম মহাবীর পরাক্রম, তাহার মহোদরের তুল্য কি আছে।

সঙ্কট। তবে কি, সে বেক্কাও ভাওোদর?

বিকট। তাই বটে বামণটার মাথা কাটিয়া খান২ করিল, কাহারো মুখে এমত রা নাই যে কহে যে কেন কাটিস্। ঠাকুর মুনিরা কেবল নরমের যম। যেমত আপনি দিনের মধ্যে আমাকে একশতবার ভস্ম করিতে চাহেন।

বিভা। রে মূঢ়, দ্রৌণি দুষ্কর্ম্ম করিয়া লজ্জিত দণ্ডের ভাজন হইয়াছিল।

বিকট্। হাঁ, এর বেলা লজ্জিত দণ্ড।

সঙ্কট [নিঃশব্দে।] বিকট্, বড় ভাল হইয়াছে। বেটা মেরুগো চর্ম্মের কথা ভুলিয়াছে।

বিকট্। আরে-না-ভোলে নাই। ন্যাক্ড়ার আগুন। যখন মনে হইবে তখনি দুই চারি দিনের জন্য একবার অবশ্যই তপ্ত করিবে। [উত্তরায়] মুনি ঠাকুর, সন্ধ্যা হইয়াছে।

বিভা। কি সায়ংকাল উপস্থিত। আমি সন্ধ্যা করিতে চলিলাম। তোমরা আশ্রমে যাও।

[মুনির প্রস্থান।

সঙ্কট্,বিকট। যাহা হউক, এক্ষণে বাঁচা গেল।

[সঙ্কট্ বিকটের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম অঙ্ক।

রঙ্গভুমি, হস্তিনানগর রাজবাটীতে ধৃতরাষ্ট্র
ও সঞ্জয়ের প্রবেশ।

ধৃতরাষ্ট্র। হে সঞ্জয়, সমরাবশিষ্ট কৌরব পক্ষীয় বীরবরেরা এক্ষণে কি কৌশল করিতেছেন, ও তদুউক কুরুবর কি অবস্থায় আছেন, তাহা আমাকে বিস্তারপূর্ব্বক কহ।

সঞ্জয়। মহারাজ, রণবার্ত্তা আর কি কহিব। ইহা অতঃপর অতি কষ্টে অবসন্ন হইয়াছে। অশ্বত্থামাদি বীরবরেরা পাণ্ডবের অনুপস্থানে রাত্রিমানে শিবিরে প্রবেশ করিয়া পাণ্ডবভ্রমে পাঞ্চালীর পঞ্চ পুত্রের পঞ্চত্ব সাধন করিয়া পাণ্ডব ভয়ে, নিভৃতে পলায়ন করিয়াছেন। আর তদুউক কুরুবর প্রথমতঃ পাণ্ডবের নিধন সংবাদে সহর্ষ হইয়া পরিশেষে পাঞ্চালীর

পঞ্চপুত্রের নাশহেতু তাহা ভ্রম জানিয়া হর্ষ বিষাদে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

ধৃত। কি সঞ্জয়! দুর্য্যোধন প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে! হা, পুত্র দুর্য্যোধন।

[রাজা ভূতলে পড়েন।

সঞ্জয়। মহারাজ, বিলাপ সম্বরণ কর। আমি পূর্ব্বেই আপনাকে কহিয়াছিলাম যে এতদ্রূপ ভাবি অকল্যাণ অনিবার্য্য, যেহেতুক সং সভ্যগণের সৎ পরামর্শে আপনি অবধান করেন নাই।

ধৃত। হে সঞ্জয়, আমি অতঃপর অতিবড় বিপন্ন হইলাম, আর শত পুত্রের শোক সম্বরণ করিয়া এক্ষণে পাণ্ডবাধীন পৃথিবীতে আমার বাস করা কিরূপ ক্লেশকর তাহা বিবেচনা কর। এক২ পুত্র দ্বিতীয় বাসবের ন্যায় এইমত ঐশ্বর্য্যবান্ শত পুত্রকে আমি কিরূপে বিস্মৃত হইব। পুত্রগণ বিহীনে অতঃপর আমার জীবন শূন্য হইল। আর ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণাদির পতনে আমি বান্ধববিহীন হইলাম। হে সঞ্জয়, আমি এক্ষণে বুঝিতেছি যে শকুনির অসন্মন্ত্রণা দোষে আমি সতের ভারতী না শুনিয়া বিগতবান্ধব ও হতসর্ব্বস্ব হইলাম। হা পুত্র দুর্য্যোধন, হা দুঃশাসন, হস্তিনার হেমময় প্রাসাদ অতঃপর শূন্যময় হইল।

[অন্ধরাজ বিলাপ করেন।

সঞ্জয়। মহারাজ সময়কালে আপনি এইরূপ প্রণিধান করিলে বর্ত্তমান অকুশল নিবারণ হইত। পশ্চাত্তাপে কোন উপযোগিতা নাই।

ধৃত। সঞ্জয়, ইহা অতিসত্য। যাহা হউক, আমি স্বয়ং সমরক্ষেত্রে গিয়া পাণ্ডবগণে অভিঘাতনপূর্ব্বক কৌরব রাজলক্ষ্মীর পুনঃস্থাপন করিব।

সঞ্জয়। হে নরপতে, আপনি নানা শাস্ত্রার্থবেত্তা ও নীতি বিশারদ অতএব শোকেতে ভ্রষ্টজ্ঞান হওয়া আপনার অকর্ত্তব্য।

দুর্য্যোধন ও দুঃশাসন ও শকুনি ইহারা সকলেই দুর্নীত আর এক বাক্যরূপে পাশায় প্রবৃত্ত হইয়া মৃষা মহোন্নতির অন্বেষণে ক্ষিতির ক্ষয় সাধন করিল। আর আপনিও সময় কালে পুত্রগণের শাসনাজ্ঞা না করিয়া কুরুরাজের অযুক্ত উল্লাস বৃদ্ধি করিলেন, এবং চরমে এই সমস্ত অকুশল হইল।

ধৃত। হে সঞ্জয়, পুত্র দুর্নীত হইলেও পিতার অত্যাজ্য, যেমত আপনার দেহ ব্যাধিযুক্ত হইলেও অপ্রিয় হয় না, ও উত্তম গৃহ দাহ করিলেও অগ্নিতে কাহারও অসম্মাদর জন্মে না সেইমত পুত্র বশীভূত না হইলেও পিতার বর্জ্জনীয় নহে।

সঞ্জয়। মহারাজ, সম্প্রতি বিদুর মহাশয় আগমন করিলেন।

[বিদুরের প্রবেশ।]

ধৃত। বিদুর, তোমার কুশল কহ। আমি অতঃপর পাণ্ডবকর্ত্তৃক হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া বসুন্ধরা অবলম্বন করিয়াছি। আর তোমা তুল্য বান্ধববাক্যের অবজ্ঞার ফল এই।

বিদুর। হে রাজন্, শোক সম্বরণ কর। ঈশ্বর বস্তু মাত্রকেই নশ্বর করিয়াছেন। এই হেতু পশু পক্ষী কীট করী নাগ নরাদি করিয়া যাবজ্জীবেরা নিয়তি মতে কালে নাশকে পায়, ইহার কালাকাল বিবেচনা করিয়া জ্ঞানি লোকেরা প্রায় মুগ্ধ হয়েন না। আর শরীরিদের প্রাণ জলমধ্যস্থ চন্দ্রের ন্যায় চপল, ইহা নিশ্চয় জানিয়া অনুক্ষণ পুণ্যানুষ্ঠানই কর্ত্তব্য।

[পদ্য।]

১। "উঠ২ মহারাজ, সকল বিধির কায,
সবার মরণ মাত্র গতি।
যে দিন নিয়তি যার, সেই দিন মৃত্যু তার,
তাহা নাহি ঘুচে মহামতি॥

২। মহা২ বীরবর, নিত্য যায় যম ঘর,
মৃত্যু বশ সর্ব্ব চরাচর।
সব সংহরয়ে কাল, নাহি তার কালাকাল,
অনুশোচ করহ অন্তর॥"

৩। বাল্যকালে মরে কেহ, যৌবনে ত্যজয়ে দেহ,
কেহ মাত্র ধরণী পরশে।
অনিত্য এসব দেহ, চিরজীবী নহে কেহ,
কেন মুগ্ধ হও মোহবশে॥

৪। জীর্ণাম্বর পরিহরি, যেন নব বাস পরি,
তেমতি কায়ের বিনিময়।
চঞ্চল জীবন অতি, অলক্ষ্য তাহার গতি,
জ্ঞানী কভু মুগ্ধ নাহি হয়॥

৫। আমার বচন ধর, সর্ব্ব শোক পরিহর,
ধর্ম্ম পথে স্থির রাখ মন।
চরমে উত্তমা গতি, হইবেক মহামতি,
অন্যথা না ভাব কদাচন॥

[গদা।]

সঞ্জয়। মহারাজ, সংপ্রতি ভগবান ব্যাসদেব আগমন করিতেছেন। অতএব মুনিবরকে অভ্যার্থনা করুন।

[ব্যাসদেবের প্রবেশ।]

হে মুনে, অদ্য আপনাকে দর্শন করিয়া আমরা কৃতার্থ হইলাম।

ব্যাস। বিদুর, তোমার মঙ্গল কহ। অন্ধরাজকে অত্যন্ত শোকার্ত্ত জানিয়া সান্ত্বনা করিতে আইলাম।

ধৃত। মুনে, আমি অভিবাদন করিতেছি। রাজপুরে সংপ্রতি যে অকুশল তাহা আপনার অগোচর কি আছে।

ব্যাস। অন্ধরাজ, শোক সম্বরণ কর।

ধৃত। হে মুনে, এক পুত্রের শোক সম্বরণ করা জ্ঞানি লোকেরও কঠিন হইতেছে, তবে ইন্দ্র তুল্য শত পুত্রের শোক আমি এককালে কিরূপে সম্বরণ করিব।

ব্যাস। যদিও এতজ্রূপ শোক সম্বরণ করা মায়ামুগ্ধ সাংসারিক জনের অতিকষ্ট সাধ্য বটে, তথাচ গতাসু জনের নিমিত্ত বিলাপ পর হওয়া জ্ঞানিগণের অকর্ত্তব্য। আমি তোমাকে পূর্ব্ব কথা

কহি, মনোযোগ কর। আমি একদা পিতামহ বিরিঞ্চির সুশোভিত মহাসভায় গমন করিয়া দেখিলাম যে বহুতর দেবর্ষি ও রাজর্ষি সভায় বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন। এই কালে বসুমতী সজল লোচনে তথায় উপনীতা হইয়া অভিবাদনপূর্ব্বক ব্রহ্মাকে কহিলেন যে হে পদ্মাসন নারায়ণ কর্ত্তৃক নানা সময়ে সংহত দনুজেরা মনুজবেশে ক্ষত্রকুলে জন্মিয়া আমাকে অনির্ব্বচনীয়রূপ ক্লেশ দিতেছে, এবং আমি তাহারদের ভূরি ভার ধারণে অতঃপর অক্ষম। অতএব হে দেব, কোন্ উপায়ের দ্বারা আমি নররূপি দনুজদিগের দৌরাত্ম্যহইতে মুক্ত হইতে পারি তাহা আমাকে কহুন। অনন্তর রোরুদ্যমানা বসুমতীর আর্ত্তনাদ শ্রবণে ভগবান্ বিরিঞ্চি আজ্ঞা করিলেন যে হে বসুন্ধরে স্থিরা হও, অচিরে ইহার সদুপায় হইবে। এতচ্ছ্রবণে কাশ্যপী পরম পরিতুষ্টা হইয়া পিতামহকে বহু স্তোত্রপূর্ব্বক পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিলেন। হে দেব, আমি অভিবাদন করি, আর ঐ ভূরি ভার লাঘবের সদুপায় কি তাহা আমাকে কহুন। তাহাতে বিরিঞ্চি প্রসন্ন হইয়া বসুমতীকে কহিলেন যে নরশ্রেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র ঔরসে শত পুত্র জন্মিয়া অনতিবিলম্বে তোমার বর্ত্তমান ক্লেশাবশেষ করিবার উপযুক্ত হইবেক। আর যেরূপে ঐ ভাবি ভূপতি তোমার এই মহোপকার করিবেক, তাহা কহি, মনোযোগ কর। ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু নামে দুই ভ্রাতা কিয়ৎকাল পরে সোমবংশে উদ্ভূত হইবেন। পাণ্ডুর মহাবিক্রান্ত, অথচ ধর্ম্ম পরায়ণ বিচক্ষণ পঞ্চ পুত্র ও দুর্য্যোধন ও দুঃশাসনাদি নামে ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্র জন্মিয়া রাজ্যহেতু উভয় কুলে কলহ উপস্থিত করিবেক। ও তাহাতে ধর্ম্ম পক্ষে শ্রীহরি সহায় হইয়া ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে মহাসংগ্রামে সমাহূত ক্ষত্রগণে সংহার করিবেন। হে মাতঃ ঐ ভাবি ভূপতি দুর্য্যোধনই তোমার পরিত্রাতা হইবেন। অনন্তর পুলকে পূর্ণিতা কাশ্যপী ভগবান্ পদ্মাসনের বন্দনা করতঃ প্রসন্ন বদনে প্রস্থান করিলেন। অতএব হে ভূপতে, তোমার ঔরসে ও গান্ধারীগর্ভে সম্ভূত দুর্য্যোধন

ও দুঃশাসনাদি পুত্রেরা কল্যংশে আবির্ভাব হইয়াছেন। আর দুর্নিবার এই শত সহোদর কর্ণ ও শকুনির সখ্যতায় কুরুক্ষেত্রে ক্ষত্রকুলের সংহর্ত্তা হইবেন, ইহা পূর্ব্বেই নির্ণীত হইয়াছে। অতএব হে নরপতে শোক সম্বরণ কর। আমি এক্ষণে বিদায় হইলাম।

[ব্যাসদেবের প্রস্থান।

সঞ্জয়। মহারাজ, সংপ্রতি মৃতগণের প্রেত কার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।

ধৃত। হে সঞ্জয়, আমি দুর্য্যোধনাদির দেহ দাহন করিতে কিরূপে অনুমতি দান করিব। ভাগ্যক্রমে আমি ভ্রষ্টনয়ন, নতুবা তাহা দৃষ্টি করিতে আমার অতিবড় কষ্ট হইত। যাহা হউক, বিদুর, তুমি এক্ষণে অন্তঃপুরে গিয়া গান্ধারীপ্রভৃতি নারীগণকে লইয়া কুরুক্ষেত্রে গমন কর। সঞ্জয়সহিত আমি অগ্রগামী হইলাম।

বিদুর। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

[ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয়ের প্রস্থান।

[ঐ চিন্তাগত।] ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞায় কৌরব কুলবধূরা মৃত পতি দর্শন জন্য অতঃপর কুরুক্ষেত্রে গমন করিবেন, ইহা কৌরবের কর্ম্ম বিপাক ভিন্ন নহে। আর অমরগণের অলক্ষিতা অমরমোহিনী নারীরা অনিবার্য্য শোকবশতঃ লোকলজ্জা পরিহার করিয়া ইতরের সজ্জায় অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিবেন, ইহাতে এই উপলব্ধি যে দৈবের যে ইচ্ছা সেই বলবতী। হে ভগবন্, সুখ ও দুঃখ, এবং উন্নতি ও অধোগতি ইহা তোমারই সৃজিত, অপরিণাম দুষ্টা মূঢ় লোকেরা ইহা বুঝিয়াও বুঝে না। দেখ, নানা সুখ ও স্বচ্ছন্দে প্রাসাদে অবস্থিতা সুসেবিতা শত২ রাজমহিষীরা যাহারা দুঃখের লবলেশও জানিত না, তাহারাও সংপ্রতি বিগত স্বামিশোকে ধরায় পড়িয়া রোরুদ্যমানা ও অতি বড় দুঃখে অবসন্না হইতেছে। আর যদিও এইরূপ বিষাদ ভ্রমাত্মক বটে, কিন্তু এইমত বিপত্তিতে যাহার এইরূপ বিষাদ না জন্মে, সেই মহাত্মা অতি বিরল।

[প্রস্থানং।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

রঙ্গভূমি, কুরুক্ষেত্রে। পঞ্চ পাণ্ডব ও শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

যুধিষ্ঠির। দেখ, শোকাকুল অন্ধরাজ সনারীবৃন্দ কুরুক্ষেত্রে আগমন করিতেছেন, অতএব এইকালে মহারাজের সহিত সংমিলন করা উচিত কি না, তাহা সকলে বিবেচনা কর। কিন্তু আমি দিন২ ক্ষীণ সাহস হইতেছি।

শ্রীকৃষ্ণ। যুধিষ্ঠির, অচিরে অন্ধরাজের সহিত সংমিলন করা অতি কর্ত্তব্য, আর সাধ্যানুসারে নৃপবরের হিতাশা করিয়া তাহাতে অসিদ্ধি হইলে তোমারদের সাধ্বস কি।

যুধি। ইহা অপ্রকৃত নহে, কিন্তু অন্ধরাজ অস্মদাদিকর্ত্তৃক অন্যায়-গ্রস্ত হওয়া অনুভব করিতে পারেন। কেননা ভীমকর্ত্তৃক নিঃক্ষিপ্ত নিদারুণ গদার প্রহারে গান্ধারীর বিক্রান্ত শত পুত্র শমন ভবনে গমন করিয়াছেন এবং বিগত পুত্রগণের পুত্রেরাও পিতৃগণের অনুগমন করিয়াছেন অতএব পুত্র পৌত্রাদি শোকে কাতরা গান্ধারীর সম্মুখে আমি কিরূপে দণ্ডায়মান হইব। আর জিজ্ঞাসিলে বা কি কহিব। হে শ্রীপতে, সতীর সরোষ বাণীতে ভাবি অকুশলের আমার যেরূপ শঙ্কা হইতেছে, সুর রাজের বজ্রেতেও তাদৃশ শঙ্কা নাই। বিশেষতঃ ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে আমরা যে২ কর্ম্ম করিলাম তদ্দ্বারা কেবল কুরু বধ হইল এমত নহে বরং বহু গুরু বধ হইবায় পাপ-পুঞ্জের সঞ্চয় হইল। অতএব, আমি বুঝিতেছি যে এই দুষ্কৃতি জন্য গান্ধারীর প্রজ্বলিত কোপানলহইতে আমারদের নিষ্কৃতি নাই। এই হেতু, হে দেব, ভীমার্জ্জুনাদি চতুষ্টয় ভ্রাতা পুনর্ব্বার অরণ্যে গমন করিয়া নিশ্চিন্ত হউন ও আমি গান্ধারীর সম্মুখে গিয়া আপন কৃতকর্ম্মের ফল ভোগ করি।

শ্রীকৃষ্ণ। যুধিষ্ঠির, আমি যাহাকে রক্ষা করি তাহার সংহর্ত্তা ত্রিলোকে নাই, আর আমি যাহার হর্ত্তা হই, তাহার রক্ষাকর্ত্তা নাই, ইহা সত্য২। অতএব এইরূপ দুশ্চিন্তাহইতে তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া সকলে আমার অনুগমন কর যে কুরুক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর সহিত অনতিবিলম্বে মিলন করিতে পারি।

যুধি। হে দেব, আমরা এক্ষণে নিঃশঙ্ক হইলাম। কিন্তু লৌহভীম কি কারণ নির্ম্মাণ করিলেন, তাহার তাৎপর্য্য আমাকে কহুন্।

শ্রীকৃষ্ণ। যুধিষ্ঠির, আমি পশ্চাতে তোমারদিগকে ইহার প্রয়োজন কহিব।

যুধি। তবে চল, সকলে গিয়া অন্ধরাজের সহিত সংমিলন করি।

[সর্ব্বেষাং প্রস্থানং।

তৃতীয় অঙ্ক।

রঙ্গভূমি কুরুক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয় ও বিদুর ও গান্ধারী প্রভৃতি নারীগণের প্রবেশ।

সঞ্জয়। মহারাজ, সম্প্রতি অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা আসিতেছেন। ইঁহারা কৌরব পক্ষের পরিশিষ্ট সেনাপতি। কিয়ৎ কাল নিভৃতে থাকিয়া মহারাজের আগমন শ্রবণে সংপ্রতি সংমিলন জন্য আসিতেছেন।

[অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার প্রবেশ।]

অশ্বত্থামা। মহারাজ, আমরা কিয়ৎকাল নিভৃতে ভ্রমণ করিয়া ইদানীং আপনকার কুরুক্ষেত্রে আগমনের সংবাদে সানন্দ হইয়া দর্শনার্থ সমীপস্থ হইতেছি।

ধৃতরাষ্ট্র। দ্রৌণি, তুমি ধন্য, আর তোমার বিক্রমের সাফল্য না হইলেও তাহা অনুক্ষণ প্রশংসার্হ। তবে কৌরব পক্ষে কিপর্য্যন্ত হিত করিলা তাহা আমাকে কহ।

অশ্ব। মহারাজ, কৌরবের দুরদৃষ্ট কি আর বর্ণনা করিব। কুরুক্ষেত্রে সমাবৃত একাদশ অক্ষৌহিণী ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণাদি সহিতে রণশায়িনী হইয়াছে, এবং ভ্রাতৃগণ সহ রাজা দুর্য্যোধন ধরণী শয়ন করিয়াছেন। দৈবায়ত্ত, আমরা তিন জনে সমর সাগর-হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়াছি বৃকোদর একাকী মহারাজের শত-পুত্রে সংহার করিয়া কুরুবংশের ধ্বংস করিয়াছেন। আর অন্যায় সমরে দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ, ও রাক্ষসের ন্যায় রণস্থলে

দুঃশাসনের বক্ষঃ বিদীর্ণপূর্ব্বক শোণিত পান করিয়াছে। অতএব মহারাজ, ভীমের নৈষ্ঠুর্য্য অনির্ব্বচনীয়।

ধৃত। পাণ্ডবপক্ষে এক্ষণে কোন্২ বীর বিদ্যমান তাহা আমাকে কহ।

অশ্ব। মহারাজ পাণ্ডবপক্ষে, শ্রীকৃষ্ণ ও সাত্যকি ও পঞ্চ পাণ্ডব এই সাত জনমাত্র বিদ্যমান আছেন। আর পাঞ্চাল সহিতে আমরা পাঞ্চালীর পঞ্চপুত্রের পঞ্চত্ব সাধন করিয়াছি। ও তন্নিমিত্ত যে ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতিরিক্ত ভগবান ব্যাসদেবের অনুকম্পায় তাহা সমাধাকে পাইয়াছে।

গান্ধারী। আমি বুঝিতেছি যে বৃকোদর একাকী কৌরবকুল নির্ম্মূল করিয়াছে। কিন্তু রণমধ্যে দুঃশাসনের বক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়া যে শোণিত পান করিয়াছে, ইহাই আশ্চর্য্য। নররক্ত পায়ীনর প্রায় শ্রুতি গোচর নহে। আর অন্যায় সমরে দুর্য্যোধনের উরু ভঙ্গ করিয়া পুত্রবরকে যে সংহার করিয়াছে ইহা অতি বিষাদের বিষয়।

[গান্ধারী বিলাপ করেন।

অশ্ব। হে দেবি, আপনকার মহাবিক্রান্ত পুত্রগণ সমরে শৌর্য্য বীর্য্যাদি দর্শাইয়া ক্ষত্রধর্ম্ম পালনে সম্মুখ সংগ্রামে পড়িয়া সুর লোকে গমন করিয়াছেন। অতএব এতদর্থে সন্তাপ করিবেন না।' আর অন্যায় সমরে ভীমকর্ত্তৃক দুর্য্যোধনের উরু ভঙ্গ হওয়াতে এই গুরুপাপে দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রের পঞ্চত্ব হইয়াছে। আমরা মহারাজের কার্য্যে প্রাণপণ করিয়াছিলাম, কিন্তু দৈব দোষে কৃতকার্য্য হইলাম না। যদি এক্ষণে আপনকার আজ্ঞা হয়, তবে আমরা বদরিকাশ্রমে গিয়া জীবনের পরিশিষ্ট কাল যোগসাধনে যাপন করি।

ধৃত। তোমারদিগের এক্ষণে যেমত অভিরুচি হয় তাহাই কর। তোমারদিগের এই অনুপম সখ্যতাহেতু আমি চিরবাধিত হইলাম।

[অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার প্রস্থান।

গান্ধারী নিঃশব্দে। } ভীমের নৈষ্ঠুর্য্য অত্যাশ্চর্য্য বটে ; ইহার তুল্য নিষ্ঠুর "নভো-ভূতো নভবিষ্যতি" না, "নভাবী নভূতঃ"। ফলতঃ পুত্রগণও আজীবন ভীমের হিংসা করিয়াছিল। একথাও সত্য।

সঞ্জয়। মহারাজ, শ্রীকৃষ্ণ ও পঞ্চপাণ্ডব আগমন করিতেছেন।

[শ্রীকৃষ্ণ ও পঞ্চপাণ্ডব ও সাত্যকির প্রবেশ।]

যুধিষ্ঠির। হে দেব, আমরা পঞ্চপাণ্ডব, আপনাকে অভিবাদন করিতেছি।

ধৃত। যুধিষ্ঠির, তুমি ধন্য, যে নাম স্মরণ মাত্রে জীবগণের সকল বিঘ্ন বিনাশ হইতেছে তিনি অবিরত তোমারদের সঙ্গে থাকিয়া তোমারদের বিঘ্ন বিনাশ করিতেছেন, আর সেই বর নারী ধন্যা যিনি মহানুভব তোমাদিগকে গর্ভে ধারণ করিয়াছেন। ভীম কোথায়?

যুধি। মহারাজ, ভীমসেনও সমভিব্যাহারে আসিয়াছেন।

ধৃত। হে বৃকোদর, তোমার অনুপম গদানৈপুণ্য জন্য আমি তোমাকে অগণ্য ধন্যবাদ করিলাম। অতএব, আইস, তোমাকে আলিঙ্গন প্রসাদ করিব।

ভীম। মহারাজ, ইহা শ্লাঘ্য।

[শ্রীকৃষ্ণ লৌহ ভীম ক্রোড়ে দেন।]

ধৃত নিঃশব্দে। } এই পবনাত্মজ পাষণ্ড কুরুকুল নির্ম্মূল করিয়া আমাকে ব্যাকুল করিয়াছে। অতএব বিগত কৌরবের অনুগামী হউক।

অন্ধরাজ ভীম জ্ঞানে সক্রোধে লৌহভীম ভঞ্জন করেন।

শ্রীকৃষ্ণ। হে অন্ধনরপতে, ক্রোধ সম্বরণ কর। কেননা ভীমকে নষ্ট করিয়াও তোমার গতাসু দুর্য্যোধনাদি পুত্রকে পুনঃপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ পাণ্ডবেরাও তোমার পুত্রবৎ পালিত বটে, তবে অবশিষ্ট পুত্রগণে বিনষ্ট করিয়া তোমার কি ইষ্ট সিদ্ধি হইবে। বরং তজ্জনিত অপযশে তোমার সম্নামের কলঙ্ক চিরজীবী হইবেক। হে ভূপতে, তুমি পূর্ব্বে কহিয়াছ যে পাণ্ডবেরা তোমার স্নেহার্হ, তবে এক্ষণে সেই স্নেহশূন্য হইয়া কি জন্য দৈন্য প্রকাশ করিতেছ। বিশেষতঃ ধর্ম্ম-

পরায়ণ পাণ্ডবগণও অপরাধবিহীন, তথাচ তাহারা বাল্য-কালাবধি দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিয়া যে ক্লেশ পাইয়াছে তাহা আপনার অগোচর কি আছে। শিশু কালে দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন ভীমকে গরল সন্দেশ ভোজন করাইল, ইহা মহারাজের অবিদিত নহে। আর বারণাবতের বিবরণ কি নিবেদন করিব। ঐ নগরীতে ক্রুর কৌরবরচিত জতু গৃহে সমাতৃ পঞ্চ ভ্রাতাকে স্থান দান করিয়া তাহারদিগকে সজীবন দাহন করিবে, ইহা মন্ত্রণা করিল, কিন্তু পরমায়ু বলে পাণ্ডবেরা তাহা-হইতে পরিত্রাণ পাইল। ইহাহইতে গুরুতর দুষ্কর্ম্ম আর কি আছে। তদনন্তর, শকুনি ও দুঃশাসনের কুমন্ত্রণায় দুর্য্যোধন ধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডবগণকে পাশায় প্রবৃত্ত করাইয়া সর্ব্ব স্বাপহরণ করতঃ একবস্ত্রা যাজ্ঞসেনীকে সভায় আনিয়া ঐ বস্ত্রাপহরণ করিল। পরে তোমার অনুমতিক্রমে কৌরবেরা তাহারদিগকে পুনর্ব্বার পাশায় প্রবৃত্ত করাইয়া সদারা দ্বাদশ বৎসর অরণ্যে প্রেরণ করিল, ইহা পাণ্ডবের কি কৌরবের প্রত্যবায় তাহা বিবেচনা করুন। অনন্তর, সামঞ্জস্যহেতু আমি রাজসভায় আসিয়া যখন পঞ্চগ্রাম যাচ্ঞা করিলাম, তখন দুর্য্যোধন তাহাতে অহিত বুঝিয়া অধিকন্তু আমাকে বন্ধন করিতে চাহিল। হে রাজন্, যেহ পাশ ভিন্ন আমি কদাচ বদ্ধ হই না। আর সংগ্রামে সপ্তরথী বেড়িয়া বালক অভি-মন্যুকে সংহার করিল। অতএব পদেং কৌরবের অপরাধ সত্ত্বেও পাণ্ডবকে এইরূপে নির্দোষ করা কোন্ ধর্ম্মসিদ্ধ ও তদ্দ্বারা মহারাজের কোন্ পুণ্য স্থাপন হইবেক, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখুন।

গান্ধারী। হে দেব, দুর্য্যোধনকে কোন্ ন্যায় যুদ্ধে আপনারা সংহার করিয়াছেন তাহা আমাকে কহুন। বিশেষতঃ অবগতি হইল যে আপনি ও অগ্রজ বলরাম উভয়েই রণস্থলে বিদ্যমান ছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ। নৃপনারি, আপনি পূর্ব্ব কথা কি জন্য বিস্মৃত হইতেছেন। যুদ্ধে যাত্রাকালে দুর্য্যোধন আপনাকে জিজ্ঞাসা করিল যে হে মাতঃ উপস্থিত সংগ্রামে কোন্ জন বিজয়ী হইবে। তাহাতে

আপনি উত্তর করিলেন যে "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ," হে দুর্য্যোধন ইহা সত্য২। তাহাতে দুর্য্যোধন আপনাকে স্তোত্র-ও অভিবাদন করিয়া অপ্রসন্ন বদনে রণভূমে গমন করিল। অতএব সঞ্চিত বহু অপরাধ জন্যে কৌরবেরা বঞ্চিত হইলে পাণ্ডবের প্রত্যবায় কি। আর যদি আপনকার বাণী মিথ্যা হয়, তবে চন্দ্র সূর্য্য ও তারাগণ আকাশে অকারণ অবস্থান করিতেছেন।

ধৃত। তবে ভীমকে নষ্ট করিয়া আমি অতি বড় অনিষ্ট করিয়াছি।

[ধৃতরাষ্ট্র কপট বিলাপ করেন।

শ্রীকৃষ্ণ। অন্ধরাজ, বিলাপ সম্বরণ করুন, বৃকোদর কুশলে আছেন। আপনি লৌহভীম ভঞ্জন করিয়াছেন।

ধৃত। শ্রীপতে, এই মহোপকার জন্য আমি অতিশয় উপকৃত হইলাম।

[ধৃতরাষ্ট্রের কাল্পনিক হর্ষ।

শ্রীকৃষ্ণ। হে দেবি, সুপ্রসন্না হইয়া যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করুন। ইহারা আপনকার পুত্রবৎ পালিত, ও চিরকালের উপাসক। সংপ্রতি রণ বিজয়ী হইয়া আপনাকে প্রণাম করিতেছে।

গান্ধারী। বৃকোদর, তোমার সুরাধিক শৌর্য্য দেবগণেরও বন্দনীয়। তবে অনিয়ম সংগ্রামে কেন দুর্য্যোধনকে সংহার করিলা।

ভীম। হে মাতঃ অজ্ঞানের অধীরতা প্রশমন কর। মৈত্রেয় নামে তপোধন এক সময়ে কৌরব সভায় আগমন করিয়া দুর্য্যো-ধনকে অভিশাপ দিলেন যে তুমি অচিরে ভগ্নউরু হইবা। যেহেতুক, স্বীয় শৌর্য্যাভিমানে ও বরাঙ্গের গৌরবে কৌরব প্রধান ঐ তেজোময় তাপসকে আপন উরুদেশ দর্শাইয়া-ছিলেন। অপিচ, হে জননি, পাশাক্ষে পাঞ্চালী রাজসভায় আনীতা হইলে মূঢ় দুর্য্যোধন পাণ্ডবীকে স্বীয় উরুদেশ দর্শা-ইয়াছিলেন, তাহাতে আমিও প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে গুরু গদাঘাতে ঐ উরু চূর্ণ করিব। জায়া কারার্দ্ধ ইহা সর্ব্ব শাস্ত্র সম্মত, অতএব অক্ষেয় পঞ্চপতি বিদ্যমানে সতীর এইরূপ

দুর্গতি কোন্ পতি নিরীক্ষণ করিতে পারেন। আর যদি তৎকালে রাজা যুধিষ্ঠিরের অনভিপ্রায় না হইত, তবে আমি তৎক্ষণাৎ দুর্য্যোধনাদিকে সংক্ষিপ্ত সময়ে সংহার করিতাম। এবং তাহা হইলে কুরুক্ষেত্রের অষ্টাদশ দিবসের এই অশেষ ক্লেশের বারণ, ও অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনার ও নিহত বালকবৃন্দের প্রাণ বাঁচিত। কিন্তু রাজা তৎকালীন ঐ পাষণ্ডের দণ্ডাজ্ঞা করিলেন না, তাহাতে চরমে এই সমস্ত ক্লেশ হইল। তদনন্তর, নির্ণীত অরণ্য বাসান্তে আমরা বিরাটপুরে উদিত হইয়া রাজসন্নিধানে পঞ্চগ্রাম মাত্র যাচ্ঞা করিলাম ও শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ঐ দৌত্য কর্ম্মে আগমন করিলেন, কিন্তু দুর্য্যোধন তাঁহাকে অকৃতার্থ করিয়া অধিকন্তু বন্ধন করিতে চাহিল, ও আমরা অগত্যা সমরে প্রবৃত্ত হইলাম। আর বনবাসের ক্লেশ কি নিবেদন করিব। তাহা শুনিলে বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই রোদন করেন। একদা মৃগয়ার্থে আমরা পঞ্চ ভ্রাতা বহির্গমন করিয়াছিলাম যাজ্ঞসেনী একাকিনী কুটীরে ছিলেন। ইত্যবসরে সেই কুলকুঠার শকুন্যাদির কুমন্ত্রণায় আপনকার জামাতা জয়দ্রথ তথায় উপনীত হইবায় সুস্থবিধানে দ্রৌপদীকর্ত্তৃক সমাদৃত ও সুসেবিত হইয়া পরিশেষে শূন্য কুটীর পাইয়া পাঞ্চালীকে হরণ করিল। পরে বিপন্না পাণ্ডবী জয়দ্রথের রথহইতে উচ্চরায় রোদন করিলে আমরা শব্দান্বেষণে দ্রুতগমনে তথায় উপনীত হইয়া কৃষ্ণাকে মুক্ত করিলাম। আর জয়দ্রথকে সংহার করিতে উদ্যত হইলে রাজা নিষেধ করিলেন। ইহাতে কৌরব কি পাণ্ডব দোষার্হ, তাহা প্রণিধান করুন। হে জননি, আমি দুর্য্যোধন সম্বন্ধে আর এক কথা গোচর করিয়া ক্ষান্ত হইব। আমি বাল্যকালে দুর্য্যোধন সহিত বয়স্য বিধায় বিশেষতঃ ভ্রাতৃ স্নেহে ক্রীড়া করিতাম। কুরুবালকেরা আমাকে প্রবল বলাধিক্য বুঝিয়া তয়ঙ্কর জাতি শত্রু জ্ঞানে বিষপান করাইল, কিন্তু পরমায়ু বলে আমি রক্ষা পাইবায় রাজা তাহাতে স্বীয় অসূ ও বসুর কুশল না বুঝিয়া আজীবন অনুক্ষণ মৎপ্রতি দ্বেষ করিয়া শেষ আপনি বিনা-

শকে পাইল। অতএব, হে দেবি. স্বীয় কর্ম্মদোষে দুর্য্যোধনের অধঃপতন হইয়াছে কি না তাহা বিবেচনা করুন।

গান্ধারী। আমি বুঝিলাম যে স্বীয় কর্ম্মদোষে দুর্য্যোধন বিনাশকে পাইয়াছে। কিন্তু কি অপরাধে তুমি দুঃশাসনকে রণমধ্যে ধরিয়া নিদারুণরূপে বক্ষঃবিদারণ করিয়া তাহার শোণিত পান করিলা. তাহা কহ। বিশেষতঃ দুঃশাসন অদীয় অনুজ জ্ঞাতি ভ্রাতা, স্নেহার্হ না হইলেও এতদ্রূপে বধার্হ নহে।

ভীম। হে মাতঃ আমি পুনর্ব্বার আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আপনার গর্ব্ভে যাঁহারা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই অভাজন। দুঃশাসনের কার্য্য ক্ষণমপি চিন্তা করুন। পাশায় পরাভূত পাণ্ডব প্রধান ভ্রাতৃগণসহ সভা বহিষ্কৃত হইলে দুর্য্যোধন আজ্ঞা করিলেন যে পাণ্ডবপত্নী যাজ্ঞসেনী এক্ষণে দাসীর ন্যায় গণ্যা. অতএব সামান্যা বনিতার ন্যায় তাহাকে সভাতে আনিয়া দাসীগণের মধ্যে নিয়োজন কর। তাহাতে ঐ দুঃশীল দুঃশাসন লঘুগমনে অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া স্ত্রীধর্ম্মিণী কৃষ্ণাকে ধরিয়া কেশাকর্ষণপূর্ব্বক সভাতে আনিয়া তৎপরিধান অনন্য বসন হরণ করিতে লাগিল। তাহাতে সৎ সভ্যেরা অধোবদন হইলেও দুর্য্যোধনাদি দুর্ম্মতিরা নির্নিমেষাক্ষরূপে ঐ অভাগাবতী কুলবতীর নিগ্রহ নয়নে নিরীক্ষণ করিল। কিন্তু ভগবৎ স্বেচ্ছায় দ্রৌপদীর ঐ ক্লেশ আশু অবসন্ন হইল। ভার্য্যা স্বামির দেহার্দ্ধ. অতএব আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম যে ঐ দুঃশীল দুঃশাসনকে সমরে ধরিয়া বিদীর্ণ বক্ষঃ করতঃ তাহার শোণিত পান করিব। অতএব ঐ প্রতিজ্ঞা পূরণার্থে তাহার শোণিত পান করিয়াছিলাম এবং তাহা মাতার স্তনা ও ঘৃত মধু পয়োপেক্ষা সুমধুর বোধ হইল। আর আপনার অন্যান্য পুত্রগণে সংহার করিলাম কেননা তদর্থেও আমার প্রতিজ্ঞা ছিল। ইহারা সকলেই দুর্বৃত্ত ও পামর। অতএব হে জননি. তাহারদের মৃত্যু অতিশয় বিলপনীয় নহে।

গান্ধারী। সুপুত্র হ'-কুপুত্র হউক. মাতার সকল সমান। অতএব মাতৃ

স্নেহ বিধায় আমি বিগত পুত্রাদির শোকে অতিশয় ব্যাকুল হইতেছি।

যুধিষ্ঠির। হে মাতঃ ইহা অদ্ভুত নহে। কিন্তু আপনকার পুত্রসমস্ত দুরাচার হইয়া আপনারদের কৃত পাপে তাহারা আপনারা নষ্ট হইল। আমি নিমিত্তের মাত্র ভাগী হওয়াতে দোষাই হইতেছি। আর শুভাশুভ কৃত কর্ম্মের ফল নরেরা অবশ্যই ভোগ করিবে তাহা ত্রিপক্ষে হউক, বা ত্রিমাসে হউক, বা বৎসর ত্রয়ে হউক, ইহার নিশ্চয়তা আছে। দুর্য্যোধনের দুষ্কার্য্য আপনকার অবিদিত কি আছে। রাজসূয় যজ্ঞকালে আমরা বাহুবলে সবসু বসুমতী বশ করিয়া আসমুদ্র সাম্রাজ্যাধিপত্যে অভিষিক্ত হইবায় পৈশুন্যপূর্ণ শকুনির কুমন্ত্রণায় আমারদিগকে পাশায় প্রবৃত্ত করাইয়া কাপট্যে পরাজয়পূর্ব্বক অরণ্যে প্রেরণ করিল। পরে নিয়মিত বনবাসান্তে আমরা স্বরাজ্য যাজ্ঞা করিবায় তদর্থে বঞ্চিত হইয়া পঞ্চগ্রাম মাত্র চাহিতে শ্রীকৃষ্ণকে রাজসভায় প্রেরণ করিলাম, এবং ভীষ্ম দ্রোণ বিদুরাদি মহাজনেরা দুর্য্যোধনকে এই পরামর্শ দান করিলেন যে হে রাজন্, যুধিষ্ঠিরাদির পঞ্চ গ্রামের যাজ্ঞা অতি সঙ্গত ও অভিলষিত পঞ্চগ্রাম অবশ্য দেহ, কিন্তু সঙ্গ দোষে রাজা তাহা অসঙ্গত বুঝিয়া বিনা যুদ্ধে তাহা অদেয় বোধে আমারদিগকে অকৃতার্থ করিলে আমরা অগত্যা সমাহূত স্বপক্ষ সৈন্য সহকারে সমরে প্রবৃত্ত হইলাম। ও ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণাদির সৈনাপত্যে অসীম বাজি বারণ সংযুক্ত একাদশ অক্ষৌহিণীপতি হইয়া কুরুক্ষেত্রে কৌরবেরা আমারদিগের সহিত সংমিলন করিল। তাহাতে এই অদ্ভুত ফল হইল যে পৃথিবীস্থ সমস্ত রাজা এককালে সংহত হইলেন, এবং উক্ত বিগ্রহে কৌরব ও পাণ্ডবেরও যে নিগ্রহ হইল তাহা বর্ণনাতিরিক্ত। হে মাতঃ ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞা আপনকার দুর্জ্ঞেয়া নহে। পাশান্তে পাঞ্চালী রাজসভায় আনীতা হইয়া হৃত সম্মানা হইলে মহারোষে মারুতি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে ঐ বিগ্রহের নিয়ন্তা অধম দুর্য্যোধনকে সমরে চূর্ণউরু ও দুঃশীল দুঃশাসনের বক্ষঃ বিদীর্ণ-

পূর্ব্বক শোণিত পান করিবেন। আর বিক্রম বিশারদ ক্ষত্রিয়ের ন্যায় রণক্ষেত্রে উক্ত প্রতিজ্ঞা প্রতিপূরণ করাতে বৃকোদরের কার্য্য অত্যন্ত দোষণীয় নহে। হে জননি, আমরা বহুরাজ্য ও রাজসংবাদ শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু একবস্ত্রা স্ত্রীধর্ম্মিণী কুল স্ত্রীকে রাজসভায় আনিয়া বিবস্ত্রা করণের বার্ত্তা কদাপি শ্রবণ করি নাই। এই বার্ত্তা আপনকারও অদ্ভুত বোধ হইবেক। অতএব দুর্য্যোধন ও দুঃশাসন কৃত উক্ত পাপ গুরুতর কি না তাহা আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন। কৌরবের কার্য্যে আমরা আদ্যোপান্ত বহুক্লেশ সহ্য করিয়াছি, তাহাতে অনুজ ভ্রাতৃগণ অধৈর্য্য হইলেও আমি তাহারদিগকে বারম্বার সান্ত্বনা করিয়াছি, ইহাতেও যদি আমরা দোষার্হ হই, তথাচ, হে জননি, আমরা বধার্হ নহি। কেননা শৈশবে পিতৃহীন হইয়া আপনকার পালনে পিতৃশোক বিস্মৃত, ও জ্যেষ্ঠতাত পালনে বর্দ্ধিত হইয়াছি; অতএব বিষ বৃক্ষের রোপণকারীও তাহা স্বকরে ছেদন বা উন্মূলন করিতে ইচ্ছুক হয়েন না।

গান্ধারী। যুধিষ্ঠির, তোমরা নির্ভয় হও; তোমার অমৃতাভিষিক্ত বাক্যে আমি প্রীতি পাইলাম। সংপ্রতি, তোমরা আপন জননী কুন্তীদেবীর সহিত সংমিলন কর। আমি কুরুবধূগণ সংমিলনে রণশায়ি বালকগণের অনুসন্ধান করি।

যুধি। যে আজ্ঞা, ঠাকুরাণি।

[পঞ্চ পাণ্ডব ও শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান।

গান্ধারী। আমি এক্ষণে বুঝিলাম যে যুধিষ্ঠিরাদি যাহা কহিয়াছে, তাহা সকলি সত্য। হে কুন্তি, তুমি ধন্যা যে এবম্প্রকার মহানুভব মহাত্মা বালকদিগকে গর্ব্ভে ধারণ করিয়াছিলা। মদীয় পাপপুত্রগণ স্বীয় দুষ্কর্ম্ম দোষে সবংশে অকালে শমনকে পাইল।

[ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুর ও গান্ধারীপ্রভৃতি কুরু নারীগণের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

রঙ্গভূমি কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ ও পঞ্চপাণ্ডব ও কুন্তীর প্রবেশ।

যুধিষ্ঠির। জননি, আমরা অভিবাদন করিতেছি, আশীর্ব্বাদ করুন।

কুন্তী। চিরদিন পরে, আমি তোমারদের সাক্ষাৎ পাইলাম। রে বৎসগণ তোমরা চিরজীবী হইয়া ত্রিলোকের আধিপত্যের ভাজন হও। তোমারদের অরণ্যের অশেষ ক্লেশ ভোগ ও সংগ্রামে বালকগণের বিয়োগ সংবাদ শ্রবণে শ্রবণে জীবনে মৃত হইয়াছি।

[কুন্তী রোদন করেন।

হে যদুপতে, আপনি বিদ্যমানে এই সমস্ত অকুশল হইল, এই দুঃখে আমি অবসন্ন হইতেছি।

শ্রীকৃষ্ণ। দেবি, ইহাতে কদাচ বিষণ্ণ হইবেন না। দুরন্ত কৌরবগণ অতঃপর কৃতান্তভবনে গমন করিয়াছে ও যুধিষ্ঠির অনতি-বিলম্বে পূর্ব্ববৎ সম্রাট্ হইবেন। অতএব নয়নের বারি সম্বরণ করিয়া দণ্ডায়মান রণবিজয়ি পুত্রগণকে নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া সহর্ষ হউন।

কুন্তী। কৌরবপক্ষীয় কোন্২ বীর সংগ্রামে পড়িয়াছেন, তাহা আমি শুনিতে চাহি।

শ্রীকৃষ্ণ। দেবি, ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণাদি সেনাপতিরা অর্জ্জুনের বাণে সমরশায়ী হইয়াছেন, আর ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্র ভীমের সংগ্রামে বিনষ্ট হইয়াছেন। দেখ, শোকাকুলা কৌরববধূরা মুক্ত কুন্তলে রণস্থলে মৃতপতিকে কোলে করিয়া ক্রন্দন করিতেছে, ও কেহবা অধীরা হইয়া বারম্বার ধরায় পড়িতেছেন এবং নেত্রধারা বরিষার ধারার ন্যায় বহিতেছে এবং বহুপুত্রী গান্ধারী পুত্রশোকে উচ্চরায় রোদন করিতেছেন। হে দেবি, দুর্য্যোধনের দুর্বুদ্ধিই এই বিপত্তির বীজ ও পৃথিবীস্থ সমস্ত রাজগণের ও আমারদের অশেষ ক্লেশের কারণ হইল।

কুন্তী। ইহা অপ্রকৃত নহে, তথাচ কুলবধুগণের এইরূপ শোক ও দুঃখ নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া আমি অত্যন্ত বিষণ্ণ হইতেছি। আর ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণাদির নিধনে আমি যেরূপ অবসাদিত হইতেছি তাহা কহিতে আমার বক্ষঃ বিদীর্ণ হইতেছে। রে বৎসগণ, তোমরা গুরুঘাতী অতি অভাজন। তোমারদিগকে গর্ব্ভে ধারণ করিয়া আমি চরমে দুঃখিনী হইলাম।

[কর্ণের শোকে কুন্তী প্রকারান্তরে রোদন করেন।

শ্রীকৃষ্ণ। দেবি, শোক সম্বরণ কর, বিধাতার লিপি খণ্ডাইতে কাহারও শক্তি নাই। আপনকার পুত্রগণ কদাপি অভাজন নহেন, বরং এবম্প্রকার মহানুভব বালকগণকে যে নারী গর্ব্ভে ধারণ করিয়াছেন বা করিবেন, তিনি ধন্যা।

কুন্তী। হে পুরুষোত্তম-পুরুষপ্রধান-তোমার মায়া বুঝিতে দেবতারা অক্ষম। অতএব অজ্ঞানাপন্ন আমি আপনাকে কোটি২ বন্দনা করিলাম। মায়ামোহিত মূঢ় মানবেরা নানা সম্বন্ধ নিবন্ধে আপনাকে লৌকিক বাৎসল্যভাবে পরমার্থে শিথিল হইতেছে। ইহা অস্মদাদির নিবিড় ভ্রম। তথাচ তাহা দূর করা দুরূহ। এই হেতু তোমার বিদ্যমানে আমরা বিগত বাঞ্ছত হইয়া অতিশয় বিলাপ পর হইতেছি।

শ্রীকৃষ্ণ। তোমরা অতঃপরে, শোক দূর কর। ঈশ্বর যে নিয়ম তাহা অখণ্ড্য ও সেইমতে জীবলোকেরা অবসানকে পায়েন। কর্ম্ম অনুরূপ ফল বিধাতার বিধান ও তাহা অন্যান্যের দ্বারা কদাচ অন্যথা হইতে পারে না। জীবলোকেরা আপন২ কর্ম্ম বিপাকে এই কর্ম্ম ভূমিতে বারম্বার যাতায়াত করিতেছে। কেহবা স্বীয় কর্ম্ম ফলে স্বল্পকাল জীবী, কেহ বা কর্ম্ম বিপাকে দীর্ঘজীবী হইতেছে। আর কৃত পুণ্যের পরিপাক ফলে পরম পুণ্যাত্মারা স্বল্পকালেই কর্ম্মভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক শোক ও দুঃখ রহিত ও জন্ম জরা বিবর্জ্জিত স্থানে গমন করিতেছেন, এবং পাপাত্মারা কৃত পাপের ভোগজন্য কর্ম্ম ভূমে দীর্ঘজীবী

হইতেছে, হে ভোজনন্দিনি, ইহা সত্যং। সম্প্রতি দেখি-তেছি, শোকার্ত্তা উত্তরা ও পাঞ্চালী আগমন করিতেছেন।

[দ্রৌপদী ও উত্তরার প্রবেশ।]

দ্রৌপদী। দেব, আমরা অভিবাদন করিতেছি, দৃষ্টিপ্রসাদ করুন। পতি শোকার্ত্তা উত্তরা ইদানীং অতিশয় কাতরা হইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ। হে বালে, বিলাপ সম্বরণ কর, অসীম মহানুভব স্বামী বাহুবলে রিপুকুল নির্ম্মূল করিয়া পিতৃগণের অসীম উপকার করতঃ সুরাধিক শৌর্য্য দর্শাইয়া সুরলোকে গমন করিয়াছেন, ইহা ক্ষত্রিয়ের শ্লাঘ্য। আর পতির প্রতিরূপ পুত্র অচিরে ভূমিষ্ঠ হইয়া তোমার দুঃখের অবসান করিবেক।

উত্তরা। শ্রীপতে, আপনকার প্রিয়ভাষে ও কৃতাশ্বাসে আমি কৃতার্থ হইলাম। অতএব আমি পুনর্ব্বার আপনাকে অভিবাদন করিতেছি।

দ্রৌপদী। ঠাকুরাণি, আমি বহুকাল অরণ্যবাসিনী ও পরগৃহে দাসিনী হইয়া যে কষ্টে কালহরণ করিয়াছি তাহা শ্রীকৃষ্ণ জানেন। পরে পুত্রগণের নিধনে ও বন্ধুবান্ধবাদির মরণে জীবনে মৃত হইয়াছি। সংগ্রামবিজয়ি পঞ্চ পুত্রসহ শিবির মধ্যে শয়নে ছিলাম। ঘোর নিশাতে ও অলক্ষিতে দ্রোণাত্মজ দ্রৌণি শিবির মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক সুপ্ত পুত্র ও ভ্রাতৃগণে বিনাশ করিয়া আমার হৃদয়ে শোক শেল বিদ্ধ করিয়াছে। আর দুঃশাসনকর্ত্তৃক হত সম্মান হইয়া আমি ত্রয়োদশ বৎসরপর্য্যন্ত কেশকবরী বন্ধন করি নাই, পরে কথিত কৌরব বরাক বিদীর্ণ বক্ষঃ হইয়া রণশায়ী হইলে তাহার শোণিতাক্ত তৈলে মুক্ত কুন্তল ও কবরী বন্ধন করিয়া পূর্ব্ব দুঃখ দূর করিয়াছি। যাহারা পতিব্রতা সতীকে অসম্মান করে, তাহারা দুঃশাসনের ন্যায় বিদীর্ণ বক্ষঃ হউক, আর তাহারদের নারীরা এই কৌরব বধূগণের ন্যায় প্রান্তরে রোদন করুক।

[কৃষ্ণ, দ্রৌপদী ও উত্তরার প্রস্থান।

যুধিষ্ঠির। হে যদুপতে, সংপ্রতি এই সংগ্রামক্ষেত্র অতি ভীষণ দর্শন হইতেছে। দেখ সংহত সৈন্যাদির শোণিত নদী খরস্রোতে বহিতেছে, এবং ভূত প্রেত পিশাচাদি শোণিতপায়িরা ছিন্ন মস্ত শব শিশু লইয়া সানন্দে ক্রীড়া করিতেছে। আর মাংস-লুপ্‌ শৃগাল কুক্কুর ও গৃধ্রু সঞ্চান পক্ষিরা ভয়ানক ক্ষুৎ পিপাসার মীমাংসা করিতেছে। এবং সংখ্যাতীত কৌরববধূর ক্রন্দনে শ্রবণ বধির হইতেছে। কেহ বা অধৈর্য্য হইয়া ধরায়, কেহ বা ধীরার ন্যায় ধরাহইতে উঠিয়া মৃত পতির পদে ধরিয়া রোদন, আর দেহাঙ্গহইতে হেম পরিবর্জ্জন করিতেছে, আর কেহ বা প্রলাপপূর্ব্বক কৌরব ও পাণ্ডবের যুদ্ধ অলীক মানিতেছে। আমি এই সমস্ত অমঙ্গল দেখিয়া অতিশয় ভীত ও অবসাদিত হইতেছি।

শ্রীকৃষ্ণ। যুধিষ্ঠির, তুমি এই অশুভ দর্শনের ক্ষীণ উপলক্ষ মাত্র, অতএব এতজ্জন্য বিষণ্ণ হইবা না। যাঁহার আজ্ঞায় সৃজন ও পালন ও সংহার হইতেছে, হে কৌন্তেয়, তিনিই ইহার কর্ত্তা। সংপ্রতি দেখ, শোকার্ত্তা গান্ধারী কুরুনারীবৃন্দ সংমিলনে সমরশায়ি পুত্রগণে দর্শন করিতে আসিতেছেন।

যুধি। তবে এক্ষণে আমরা তাঁহার সমীপে গিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করি, এই পরামর্শ।

শ্রীকৃষ্ণ। যুধিষ্ঠির, এই কর্ত্তব্য, দেখ, কৌরব বধূগণ সহিতে গান্ধারী নিকটবর্ত্তিনী হইয়া অশ্রু পূর্ণনয়নে দুর্য্যোধনের মৃত দেহ নিরীক্ষণ করিতেছেন।

[ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী ও কৌরব বধূগণের প্রবেশ।]

গান্ধারী [বিলাপ করেন।] হা পুত্র, দুর্য্যোধন, তোমার এইরূপ দুরবস্থা কে করিল। তুমি সমস্ত ধরণীপতি হইয়া অদ্য ধরাতলে কি কারণ শয়ন করিয়াছ, আর আমি বারম্বার ডাকিতেছি তাহাতেই বা কেন মা বলিয়া উত্তর দিতেছ না। বুঝি, ভীমের কটু বাক্যে অপমান বোধ করিয়া অভিমানে ক্ষিতি শয়ন করিয়াছ। তোমার সুখবহ চন্দনে চর্চ্চিত তনু ধূল্যবলুণ্ঠিত হইতেছে, আর

মণি মুক্তা মরকত মণ্ডিত মুকুট, যাহার অপূর্ব্ব প্রভা গগণমণ্ডলে উঠিয়া প্রভাকরের কিরণনিকরে অপ্রতিভ করিতেছে, তাহাও চূর্ণায়মান হইয়া ক্ষিতিতলে পড়িয়াছে। তোমার দীপ্তিমান মকর কুণ্ডল ও মণি মুক্তাসুক্ত কে হরণ করিল। হা পুত্র দুর্য্যোধন, বিশ্বকর্ম্ম বিরচিত অপূর্ব্ব প্রাসাদে থাকিয়া, এবং কোমল পর্য্যাঙ্কে সংস্থিত কুসুম শয্যায় শয়ন করিয়া, আর সুর বিদ্যাধরীগণহইতেও অতিশয় সুরূপা রাজমহিষী বৃন্দকর্ত্তৃক সুসেবিত হইয়াও কদাচিৎ নিদ্রিত হইতা, ইদানীং শৃগাল কুক্কুর বেষ্টিত শবরাশি শিয়রে পড়িয়া ভূশয্যায় শয়নে অকাতরে নিদ্রা যাইতেছ, ইহা দেখিয়া আমার বক্ষঃ বিদীর্ণ হইতেছে। দুর্য্যোধন, বারেক আলস্য ত্যাগ করিয়া নয়নোন্মীলনপূর্ব্বক আমাকে একবার-মা-বলিয়া ডাক, আর মহাগদা হস্তে করিয়া ভীমার্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ কর; দেখ, পাণ্ডবেরা তোমাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতেছে। অতএব তাহারদিগকে সমরে পরাভব করিয়া সিংহাসনে বৈস ও রাজগণ তোমাকে চামর ব্যজন করুক। তুমি পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিলা যে পাণ্ডবগণকে সমরে পরাভব করিয়া রাজসূয় যজ্ঞ করিবা, হে পুত্র, তাহা এক্ষণে কিজন্য বিস্মৃত হইতেছ। আরও কহিয়াছিলা যে সূচাগ্র পরিমাণেও পাণ্ডবগণে ভূমি দিবা না, তবেএক্ষণে আপনি ধরা শয়নে থাকিয়া সমস্ত বসুমতী পাণ্ডবকে কেন পরিত্যাগ করিতেছ। তোমার ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণাদি সেনাপতিরা ও ভাই দুঃশাসন ও মাতুল শকুনি কোথায়? তাহারদিগকেই বা-কেন তোমার নিকটে দেখি না। আহামরি, দুর্য্যোধন, প্রবাল ও বালার্কের ন্যায় অতিশয় লোহিত বরণ যে তোমার বিম্বোষ্ঠ তাহা নীলবর্ণ হইয়াছে। আর ফুল্ল নীল মুক্তের ন্যায় যে তোমার নীল নয়ন তাহারও নিমীলন হইয়াছে। আর কাঞ্চনের ন্যায় ঐকাহ্নিক কান্তিযুক্ত যে তোমার অতুল কলেবর ও যাহা সংপ্রতি মৃগমদ চন্দনে সুশোভিত ছিল, তাহা এক্ষণে শোণিতে বিলেপিত হইয়াছে। এবং সুমেরু শিখরের ন্যায় অতিশয় সুন্দর, অথচ রাম

রম্ভার ন্যায় অতিশয় সরল যে তোমার সুচারু উরু, তাহা নিদারুণ প্রহারে কোন্ নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুরবীর চূর্ণ করিয়াছে। হা পুত্র, দুর্য্যোধন, তোমার এইরূপ দুরবস্থা কে করিল। দেখ, অন্ধ মহারাজ, তোমার ধরাশয়ন শুনিয়া উভরায় রোদন করিতেছেন, এবং ইন্দ্রাদি দেবগণের অদৃষ্টা ইন্দীবর নয়না কৌরবমহিষীরা তোমার অশেষ ক্লেশ দেখিয়া মহীতলে পড়িয়া আছেন, ও বারম্বার তোমাকে ডাকিতেছেন; জাগিয়া বারেক উত্তর দেহ। আহা মরি, দুর্য্যোধন, আমি বুঝিতেছি যে তোমার এই নিদ্রার আর ভঙ্গ নাই। আমি রাজনন্দিতা, ও রাজবনিতা, ও রাজমাতা হইয়া এক্ষণে পরাধীনা হইলাম। হা পুত্র, দুর্য্যোধন আমার ভাগ্যে শেষ এই হইল।

[গান্ধারী ভূতলে পড়েন।

শ্রীকৃষ্ণ। হে নৃপনারি, ধৈর্য্যাবলম্বন কর। সমস্ত চরাচরই মৃত্যুর বশ, আর যেমতে যাহার নিয়তি বিধাতা ধার্য্য করিয়াছেন, সেইমতে তাহার সমাধা হইবেক। ইহা সর্ব্বজ্ঞান সম্পন্ন আপনকার অগোচর নহে। আর মনোযোগ কর। কৌণ্ডীল্য নামে তাপসের পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়স্ক অথচ নানা উত্তম লক্ষণযুক্ত পুত্র অকস্মাৎ কালপ্রাপ্ত হইলে মুনিবর অতিশয় বিলাপ করিলেন, ইহা দেখিয়া ভূত ভবিষ্যৎ বিজ্ঞ সমস্ত তাপসেরা শোকার্ত্ত তপোধনকে বুঝাইলেন যে হে মুনে, তুমি কি জন্য এ প্রকার জ্ঞানহীন হইলা। দেখ, অধুন ভূমিষ্ঠ বালককে মাতা ক্রোড়ে করণের পূর্ব্বে যেমত ধাত্রী ক্রোড়ে করিয়া থাকেন, তেমতি ধাত্রী ক্রোড়ে করিবার পূর্ব্বেই অনিত্যতা অগ্রে শিশুকে অঙ্কে করেন, তদনন্তর জননীপ্রভৃতিরা ক্রমে২ ক্রোড়ে লয়েন। আর সৈন্য সামন্ত ও বল বান্ধবাদি সহিতে ধরণীপতিরা কোথায় গিয়াছেন তাহাও চিন্তা কর, যাঁহারদের বিক্রম সাক্ষিণী ক্ষৌণী অদ্যাপি আছেন। ঈশ্বর সমস্ত চরাচরকেই মৃত্যুর অধীন করিয়াছেন। আর যেমত সম্পত্তিই বিপত্তির স্থান, সেইমত শরীরের গ্রহণই নিধনের

কারণ; এবং জীবন ও যৌবন ও ধন সম্পত্তি ও জ্ঞাতি কুটুম্বতা সকলি অনিত্য, অতএব তজ্জন্য জ্ঞানবান লোকেরা কদাচ মুগ্ধ হয়েন না। নদীসকলের স্রোত যে প্রকারে বহিয়া যায় ও পুনশ্চ ফিরিয়া আইসে না দিবা ও রাত্রি সেই প্রকারে মনুষ্যগণের পরমায়ু লইয়া যাইতেছে পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিতেছে না। এই সমস্ত শুনিয়া শোকার্ত্ত ঋষি প্রবোধ পাইয়া উঠিয়া বসিলেন, ও পরমার্থ চর্চ্চারম্ভ করিলে তাপসেরা বিদায় হইলেন। হে নৃপজায়ে, সমস্ত চরাচরই দৈবাধীন, আর এই সমস্ত দৈবের ক্রিয়া ইহা নিশ্চয় জানিয়া জ্ঞানবিৎ মহাজনেরা শোককে পরিহার করিয়াছেন। সদসৎকর্ম্মের ফলে জীব লোকেরা সুখ দুঃখের ভাজন হইতেছে আর এইরূপ ভোগ না করিলেও প্রাণিদিগের কৃত কর্ম্ম কোটিকল্পেও ক্ষয়কে পায় না। জ্ঞানান্ধ লোকেরা প্রাপ্তার্থের গৌরবে দুর্ব্বৃত্ত হইয়া জীবহিংসা ও ধর্ম্মদ্বেষাদি রূপ নানা পাতক ও উপপাতক সঞ্চয়পূর্ব্বক ইহলোকে অপ্রতিষ্ঠ হইয়া পরিণামে নানা কষ্টের ভাজন হইতেছে। এবং নিষ্ঠ লোকেরা কর্ম্মবশতঃ অভীষ্ট সাধন করিয়া চরমে সুরলোকে গমন করতঃ অতুলসুখভোগ করিতেছেন। হে নরেন্দ্রনারি, এই সমস্ত বিধাতার মায়া, অতএব ইহাতে পরিবেদনা করিবে না। আর কৌরববিগ্রহে এতদ্রূপ অকুশল হইবে, তাহাও অনাগত বিজ্ঞ আপনকার অগোচর ছিল না। কেননা যৎকালে রাজা দুর্য্যোধন আপনাকে অভিবাদনপূর্ব্বক নিবেদন করিলেন যে হে মাতঃ অতঃপর কুরুক্ষেত্রে গমনশীল আমরা আপনকার অনুমতি প্রসাদ চাহি অতএব প্রসন্না হইয়া আমারদিগের এই বরদাত্রী হউন যে আমারদের চির রিপু পাণ্ডবগণকে সংগ্রামে নিঘাতন করিয়া নিষ্কণ্টক সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হইতে পারি, তাহাতে আপনি ক্ষণেক মৌনী থাকিয়া উত্তর করিলেন যে রে বৎসগণ, পাণ্ডবেরা দেবগণের অংশজ, বিশেষতঃ পাণ্ডুপুত্রগণ ধর্ম্মপরায়ণ, অতএব ধর্ম্মক্ষেত্রে ধর্ম্মের জয় হইবে ইহাতে বহু সংশয় আছে তথাচ শুভমস্তু। রে অপরিণাম দুষ্টা

পুত্রগণ, তোমারদের সাধ্য বিষয় সিদ্ধ হউক। তাহাতে পুনস্তোত্রপূর্ব্বক হিতাহিত বিবেচনারহিত কৌরবপ্রধান অপ্রসন্নবদনে প্রস্থান করিলেন। ইহাতে এই উপলব্ধি হইতেছে যে কৌরবের ভাবি অকুশল আপনকার পূর্ব্বেই অনুভূত ছিল। অতএব হে কুরুনারি, ধৈর্য্যাবলম্বন কর।

গান্ধারী। দেব, আমি কিরূপে ধৈর্য্য হইব। আমার রাজ রাজেশ্বর পুত্রগণ ধূলায় ধূসর হইতেছে। আর বিদীর্ণবক্ষঃ হইয়া দুঃশাসন সুদূরে পড়িয়া আছে। পুত্রগণের এইরূপ দুরবস্থা নয়নে দেখিয়া কোন্ মাতা ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক জীবন ধারণ করিতে পারেন। বিশেষতঃ পাণ্ডবের নৈষ্ঠুর্য্য অনির্ব্বচনীয়। দেখুন, একাকি ভীম আমার শতপুত্রের সংহার করিল। অতএব লৌহ গদাহইতেও যে তাহার অন্তর কঠিন তাহা আমার অন্তরে বোধ হইতেছে। শ্রীপতে, দেখ, পতি শোকার্ত্তা বধূরা উত্তরায় রোদন করিতেছে ও তাহারদের নেত্রবারি স্রোতস্বতী হইয়াছে। অমরগণের অদৃষ্টা এই অমরমোহিনী নারীরা যাহারদের সুতনু দেখিতে গমনশীল ভানুও রথ রাখিতেন, তাহারা ইদানীং ইতরের বনিতার ন্যায় রণভূমে মৃতপতি অন্বেষণে ভ্রমণ করিতেছে, ইহা কিরূপে নয়নে হেরিয়া নয়নের বারি সম্বরণ করিব। ঐ দেখ, সারি২ নারীরা কবরীর মুক্তাহার পরিত্যাগ করিয়া আলুলায়িত কেশে ক্ষিপ্ত বেশে ভ্রমণ করিতেছে, ও বসন্ত কোকিলের ন্যায় অতিশয় সুবলী রাজবালারা মুক্ত কণ্ঠে রোদন করিতেছে। আর শরদ্বিধুহইতেও অতিশয় সুবদনা বধূরা পতিশোক পরিতাপে তাপিতা হইয়া তপনের তাপও অনায়াসে সহ্য করিতেছে। আর দুর্য্যোধনের দুরবস্থা বারেক অবলোকন কর। যে মস্তকে শত২ রাজগণ শ্বেতছত্র ধারণ করিয়া গৌরব বোধ করিতেন, কৌরবপ্রধানের সেই মস্তক এক্ষণে রবির কিরণে তপ্ত হইতেছে। এবং অমর মনোমোহিনী অপ্সরীরা যাহাকে অনুক্ষণ চামর ব্যজন করিত, সেই দুর্য্যোধনের কোমল কলেবর এক্ষণে ধূলায় ধূসর ও শৃগাল ও কুক্কুরের আ-

হার্দ্য হইতেছে। আরও দেখ, কাঞ্চনের ন্যায় কান্তিযুক্ত আমার দ্বিতীয় পুত্র বিদীর্ণ বক্ষঃ হইয়া শিবাবৃন্দের মধ্যে শয়ন করিয়াছে, ইহা নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া কোন্ মাতা নেত্রবারি সম্বরণ করিবেক। কেননা পুত্রশোক অপেক্ষা নিদারুণ শোকান্তর অতি বিরল, বরং যে জননী গর্ভ ধারণ করিয়া এই মহাশোক ভোগ করিয়াছেন তিনিই ইহা প্রকৃষ্টরূপে বোধ করিতে পারিবেন নচেৎ পুত্রশোকার্ত্তা মাতার প্রাণ যেরূপ পরিতপ্ত হয় তাহা বাক্যের দ্বারা বর্ণিতে কাহার সাধ্য হইতে পারে। আর যদিও পুত্রবরেরা "যতো ধর্ম্ম স্ততোজয়ঃ" আমার এই বাক্যের আভাস না বুঝিয়া ক্ষত্রিয়পণ রক্ষার্থ সমরে প্রবৃত্ত হইয়া বীর্য্যবানের ন্যায় সম্মুখ সংগ্রামে পড়িয়াছেন, ইহাতে বিষাদ মাত্র নাই, কিন্তু অন্তঃপুরবাসিনী বধূবৃন্দ রণস্থলে আসিয়া মৃত পতি কোলে করিয়া যে ক্রন্দন করিতেছে, এই দুঃখ কৌরবমাতার অসহ্য। আপনি সর্ব্বান্তর্যামী, অতএব অতি দুর্ভাগ্য আমার পরিবেদনার অবশ্যই অভিজ্ঞান হইয়া থাকিবেক। আর বার্দ্ধক্যে অন্ধরাজের কি গতি হইবে, তাহা মনে করিয়া আমি ক্ষুব্ধ হইতেছি। কেননা শত পুত্র সত্ত্বেও মহারাজ এক্ষণে পুত্রহীন, ও বসুন্ধরা সত্ত্বেও বসুহীন ও অসু সত্ত্বেও প্রাণহীন হইলেন। আর সেই দুরাচার দুঃশীল শকুনিকর্তৃক আমরা এই দুঃখসাগরে পতিত হইলাম। কেননা সেই শকুনির উপদিষ্ট সুতেরা কাহারও হিতবাক্য না শুনিয়া চরমে আমারদিগকে এই শোকসাগরে মগ্ন করিল।

গান্ধারী বিলাপ করেন।

শ্রীকৃষ্ণ। হে নৃপনারি, অতিশয় শোকহেতু মনের বৈকল্য জন্য আপনি এতদ্রূপ ভাবি অকুশল কল্পনা করিতেছেন। শৈশবে পাণ্ডবেরা পিতৃহীন হইয়া আপনকার পালনে বর্দ্ধিত হইয়াছে। অতএব, পুত্রবৎ পালিত পাণ্ডবেরা অবশ্যই আপনাকে মাতার ন্যায় পালন করিবে। আর এক্ষণে যে তাহারা

পৃথ্বীপতি হইল, তাহাতেই বা মহারাজের দুঃখ কি। যদি পাণ্ডবেরা আপনকার স্নেহার্হ হয়, তবে রাজ্য-সম্পদ সকলি আপনার এবং পুত্রহীন হইয়াও এক্ষণে আপনারা অপুত্রক নহেন. হে নৃপজায়ে. ইহা বিবেচনা করিয়া দেখুন্। আর যদি ঐশ্বরিক কার্য্য না মানিয়া যুধিষ্ঠিরাদি আপনকার বর্ত্তমান বিবাদের বীজ, ইহাই ন্যায্য বোধ করেন, তথাপিও তাঁহারা ত্যাজ্য নহেন যেহেতুক, এই পঞ্চ পাণ্ডব তোমার পুত্রবৎ পালিত, অতএব আততায়ী হইলেও বর্জ্জনীয় নহে, কেননা উত্তম গৃহদাহ করিলেও অগ্নিতে কাহার অসমাদর জন্মে। দেখুন্, তোমার অতিশয় বিলাপ শুনিয়া পাণ্ডবেরা সজল নয়নে অধোবদনে আছেন। অতএব হে কুরুনারি, বিলাপ সম্বরণ করুন্।

গান্ধারী। যদুপতে, যদিও বিলাপ সম্বরণ করি, কিন্তু আমার অন্তরের শেল কিরূপে উদ্ধার হইবেক। ফলতঃ আমি আর কএক কথা নিবেদন করিয়া ক্ষান্ত হইব। দেখ, কুরুক্ষেত্রে আগতা কৌরব বনিতাবৃন্দের ক্রন্দনের কোলাহলে আমার শ্রবণ বধির হইয়াছে। আর পূর্ব্বে রণভূমে যে শোণিত নদী বহিতেছিল, তাহা এক্ষণে শোকার্ত্তা কুরুনারীদিগের অশ্রুতে ধৌত হইয়া রণভূমি নয়ন বারিতে মগ্না হইল। হা নাথ, বলিয়া পতিহীনারা আর্ত্তনাদ করিতেছে। এই সকল ক্লেশের আপনিই মূল, ইহা মূলদর্শিরাও বিবেচনা করিবেন। বিদুর ও দ্রোণ ও গাঙ্গেয়প্রভৃতি মহাশয়েরা দুর্য্যোধনকে নানা হিতোপদেশ দান করিলেও অহঙ্কারি কৌরব তাহা না মানিয়া সংগ্রাম পণ করিয়া সংসার সংহারকরিল এইরূপ কর্ম্মসূত্র দর্শাইয়া. হে যদুপতে, আপনি মুক্ত মনোব সংগোপন ও অভিলাষ সাধন করিলেন। যেহেতুক, ভূতভাবি বিজ্ঞ ব্যাসদেব আমাকে কহিয়াছিলেন যে নররূপি যদুশ্রেষ্ঠ অখিল ভুজাংঘিপ. ও যাবজ্জীবের দেহাধিষ্ঠাতা হইয়া স্বেচ্ছাচারে জীবগণে কর্ম্মানুবর্ত্তি করিতেছেন। হে লক্ষ্মীশ, ইহা সত্য২। তোমার অনির্ব্বচনীয় মায়াতে মুগ্ধ মূঢ় লোকেরা কৃতকর্ম্মের

বিয়োগ ও সংযোগ পরস্পর আপনাতে প্রযোগ করিতেছে। ফলতঃ সুমতি ও কুমতি দাতা আপনকার বলবতী ইচ্ছাভিন্ন এক পরমাণুরও সৃজন ও লয় হয় না। হে বিশ্বরূপি পুরুষপ্রধান তুমি সর্ব্বাধারে থাকিয়া স্বপ্নজ মানবগণকে মোহপাশে বদ্ধ করিতেছ, অতএব এই অদ্ভুত ব্যাপারের যে তুমিই মূল ইহাই সূক্ষ্ম ও স্থূল বোধ হইতেছে। আর যুগে২ এইরূপ অনিষ্টাচার করাতে আপনকার অভীষ্ট সিদ্ধি আছে। যেমত ত্রেতাতে বিষম ভ্রাতৃ ভেদ করাইয়া দশগ্রীবকে সবংশে ধ্বংস করিলা, সেই মত কৌরব ও পাণ্ডবগণের মধ্যে ভ্রাতৃ ভেদ করাইয়া সোমবংশে সম্ভূত প্রদীপ কুল সমূলে নির্ম্মূল করিলা। আর ইহাতে যে কি ইষ্ট সিদ্ধি হইল তাহা আপনিই জানেন, কেননা কোন্ কারণে আপনি কি কার্য্যের উপক্রম করিয়া থাকেন, তাহার প্রয়োজন যোগিদেরও দুর্জ্ঞেয়। হে শ্রীপতে, লৌকিক সম্বন্ধে কৌরব ও পাণ্ডব এতদুভয় কুলই আপনকার সমভাবের যোগ্য, কিন্তু এই মহানুষ্ঠানে আপনি তদ্ভাবের ব্যতিক্রমে একপক্ষের প্রতি পক্ষপাত করিয়া পক্ষান্তরের পক্ষপাত ও চরমে তাহারদের নিপাত করিলেন, ইহা কোন্ গার্হস্থ্য ধর্ম্ম সঙ্গত, তাহা আমাকে কহুন। দেখুন, ভারত সংগ্রামের প্রাক্কালে যৎকালে রাজা দুর্য্যোধন আপনাকে সমরে বরণ করণার্থ দ্বারকাভবনে গমনের সংবাদ দূতমুখে প্রেরণ করিল, তৎকালে আপনি আশ্চর্য্য কৌশলে ও বুদ্ধিমত্তার পর্য্যাপ্তশালী হইয়া আপনকার শিরোভাগে রাজার উপবেশন জন্য আসনান্তর স্থাপন করিয়াও আপনি কপট সুপ্তিতে থাকিয়া কুরুবরকে অগ্রে অভ্যর্থনা করিলেন না। তথাচ কুরুশ্রেষ্ঠ সংস্থাপিত সিংহাসনে উপবেশনপূর্ব্বক চেতনরূপি আপনকার চৈতন্য প্রতীক্ষার বহু অপেক্ষা করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে পার্থ আসিয়া আপনকার পদতলে পার্শ্বে বসিয়া পদ সেবা করিলেন, ও তাহাতে আপনি সুপোত্থিতের ন্যায় উঠিয়া অগ্রে পার্থকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন যে, সখে, তোমার আগমনের প্রয়োজন কহ। তাহাতে পার্থ

উত্তর করিলেন যে সর্ব্বান্তর্যামি আপনকার অগোচর কি আছে. তথাচ বক্তব্য। কুরুরাজ আমারদের রাজ্যাংশ, বরঞ্চ পঞ্চগ্রাম প্রদান করিতেও অস্বীকার করাতে ভারত সংগ্রাম অনিবার্য্য, অতএব হে দেব, অনুকম্পাপূর্ব্বক অপেক্ষিত সময়ে আমার সারথ্য স্বীকার করিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন্। ও আপনিও তথাস্ত বাদে পার্থকে কৃতার্থ করিলেন। পরে এইরূপে স্বীয় প্রয়োজন সাধন করতঃ কুরুরাজকে অবলোকন করিয়া কাল্পনিক সমাদরে কুরুবরের কুশল ও আগমনের প্রয়োজন জিজ্ঞাসিলে দুর্য্যোধন আপনাকে কৌরব সমরে স্বীয় সারথ্যে বরণ করিল. তাহাতে পূর্ব্বে অর্জ্জুনকে বাগ্দান করাদিহেতু প্রসঙ্গে আপনি রাজাকে এইরূপে বঞ্চনা করিলেন যে দশ সহস্র নারায়ণী সেনা যাহার এক২ জন আপনার তুল্য পরাক্রমবিশিষ্ট. ও সমরে অজেয়. তাহারদিগকে রাজাকে সমর্পণ করিবেন, কিম্বা কৌরবের সারথ্য করিবেন, এতদুভয়ের মধ্যে রাজা যাহা শুভদায়ক বোধ করেন তাহাই আপনকার স্বীকার্য্য। কিন্তু জগদ্ব্যাপিকা আপনকার মায়া রাজবুদ্ধিকে আচ্ছন্না করিলে মূঢ় কৌরব নারায়ণী সেনার গৌরব বুঝিয়া তাহাই স্বীকার করিল। পরে সত্বরে ফাল্গুণী পাণ্ডবের উপায় জিজ্ঞাসিলে আপনি কহিলেন যে হে সখে, এই সেনারা সমস্তই তোমার বধ্য, ও অচিরে বিনাশকে পাইবে. তাহাতে পার্থ কৃতার্থ হইয়া পুনস্তোত্রপূর্ব্বক আপনাকে অভিবাদন করিয়া প্রসন্নবদনে প্রস্থান করিল ও মায়ামুগ্ধ দুর্য্যোধন আপনাকে কৃতকৃত্য বোধ করিয়া সসৈন্য হস্তিনা নগরীতে আইলেন। ইহা আপনকার প্রবঞ্চনা কি না তাহা আমাকে কহুন। এবঞ্চ, যৎকালে পাণ্ডবপক্ষে পঞ্চগ্রাম যাচ্ঞা করিতে আপনি রাজসভায় আগমন করিয়াছিলেন. তৎকালে কৌরবকর্ত্তৃক অকৃতার্থ হইয়া বিদুর ও কুন্তীর সহিত সংমিলন করতঃ বিরাটনগরে পুনর্গমন করিলেন। এবং আমাকে ইহার হিতাহিত জিজ্ঞাসা না করিয়া স্বভাবতঃ সৎ ও সুধীর যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধার্থ পরামর্শ দান করিলেন, ও তাহাতে

এই অতত্ত ফল হইল যে দুই কুল পরস্পর প্রতিকূল হইয়া বিষম বৈরিভাবে সংগ্রাম করিয়া সমূলে নির্ম্মূল হইল। আর অর্জ্জুনকে সংহার করিতে কর্ণের একঘ্নি নামে যে মহতী শক্তি ছিল তাহাও সুকৌশলে হরণ করিয়া পাণ্ডবাদি পাণ্ডবকে রক্ষা করিলা। যেহেতুক নিশাকালে নিশাচর ঘটোৎকচ তোমাকর্ত্তৃক নিশারণে প্রবৃত্ত হইয়া কৌরববাহিনী মধ্যে মহামারী করিল, তাহাতে কুরুবরেরা অপার ভাবিয়া অগত্যা ইন্দ্রদত্ত ঐ মহাস্ত্রের সন্ধান করতঃ রাক্ষসের হস্তহইতে পরিত্রাণ পাইলেন, ফলতঃ তাহাতে আপনকার এই অভিজ্ঞান ছিল যে ইন্দ্রদত্ত ঐ অমোঘ অস্ত্র নিবারণ করিতে ফাল্গুণী কদাচ শক্ত নহিবেন, অতএব সুকৌশলে ঐ মহাস্ত্রের ক্ষয় করিয়া পাণ্ডবের জয় সাধন করিলেন। হে চক্রপাণে, ইহা আপনকার চক্র কি না তাহা বিবেচনা করুন। আর কর্ম্ম সূত্রে ঘটনা বলিয়া যে আমাকে প্রবোধ দান করিলেন, তাহাও আপনকার কর্ম্ম ভিন্ন নহে। হে ভগবন্, জ্ঞান নাই আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। কুরুক্ষেত্রে অষ্টাদশ দিবস আপনি যে২ কর্ম্ম করিলেন, তাহা সকলি পাণ্ডবহিতার্থ, এবং কৌরবের ক্ষয় নিমিত্ত, ইহাই আমার বোধ হইতেছে। পরন্ত দ্রোণাচার্য্য সৈনাপত্যে অভিষিক্ত হইয়া চক্রব্যূহ করিয়া সংগ্রাম করিলে পাণ্ডববাহিনী অতিশয় ছিন্নভিন্ন হইল। আর নারায়ণী সেনাসহ সমরে নিযুক্ত অর্জ্জুন ইহার কথা জানিলেন না। তাহাতে যুধিষ্ঠির অপার ভাবিয়া অভিমন্যুকে ব্যূহ ভেদ করিতে আজ্ঞা করিলে নির্গমানভিজ্ঞ বীর বালক ব্যূহভেদ করিয়া মীনের ন্যায় সৈন্যজালে বদ্ধ হইল, এবং অনুগামি পাণ্ডবসেনাপতিরা ব্যূহপ্রবেশ করিবার উদ্যম করিলেও দ্বার রক্ষাকারি জয়দ্রথকর্ত্তৃক সকলে নিবারিত হইলেন। অনন্তর সহায়হীন বালক বীর্য্যবানের ন্যায় অতিশয় সংগ্রাম করিয়া সমরশায়ী হইলে পিতা পার্থ বহু বিলাপ করিয়া পরাহে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে জয়দ্রথে বধ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন, তাহাতে উভয় সৈন্যমধ্যে মহৎ সংগ্রাম হইলে দিবা-

কর প্রায় অস্তাচলচূড়াবলম্বী দেখিয়া, এবং জয়দ্রথের গোচর না পাইয়া পার্থ অনাবৃত বুঝিয়া অগ্নি কুণ্ড করিলেন। এইকালে চক্রপাণি আপনি অস্তাচল গমনশীল সূর্য্যকে চক্রদ্বারা আচ্ছন্ন করিলে সন্ধ্যা হইল, এই বিবেচনায় জয়দ্রথ পার্থের নিকটবর্ত্তী হইলেন। ইত্যবসরে আপনি মহাচক্রের ব্যবধান বিচ্ছেদ করিবায় তাক সন্ধ্যা দূর হইয়া অকস্মাৎ মুক্ত মিহিরকরে দিবা দেদীপ্যমান হইলে শস্ত্রপাণি ধনঞ্জয় লঘু হস্তে জয়দ্রথের শিরশ্ছেদন করিয়া অনায়াসে পূর্ণ প্রতিজ্ঞ হইল। ও আশ্চর্য্যান্বিত কৌরবেরা আপনকার এই ঐন্দ্রজালিক কার্য্যে অতিশয় খেদাপন্ন হইলেন। যদ্ধেতুক তদ্দ্বারা দুর্য্যোধনের দুই মতে হানি হইল। প্রথমতঃ ধনঞ্জয়ের নিধন যাহার নিশ্চয়তা ছিল তাহার নিবারণ, দ্বিতীয়তঃ অনপেক্ষিতরূপে জয়দ্রথের পতন হইল। কেননা চক্রদ্বারা আপনি চক্র না করিলে সূর্য্যাস্তের পর জয়দ্রথের মরণের সম্ভাবনা ছিল না ও নিয়মিত কালে জয়দ্রথকে সংহার না করিলে পাণ্ডবার্জ্জুন অবশ্যই বহ্নিকুণ্ডে স্বদেহ সমর্পণ করিতেন। আর অযুক্ত কৌশল করিয়া যেরূপে প্রবীণ যোদ্ধা দ্রোণাচার্য্য ও গাঙ্গেয়কে সংহার করিলেন, এবং যেরূপ নির্দ্দয়াচরণপূর্ব্বক কর্ণকে বধ করিলেন, তাহা আপনকার সদগুণ ও বীর্য্যের অযশস্কর ভিন্ন নহে। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির স্বভাবতঃ সরল, আপনি তাহারদিগকে অসমন্ত্রণা দিয়া অতি যত্নে বিষম ভ্রাতৃ ভেদ করাইয়া কুরুবংশের ধ্বংস করিলেন। হে যদুপতে, যদি কদাচিৎ আপনি দুই কুল তুল্য ভাবিতেন, তবে কৌরবপ্রধান পঞ্চ গ্রাম প্রদানপূর্ব্বক পাণ্ডবের সহিত প্রীতি করিতে অঙ্গীকার করিলে আপনি কি কারণ স্বরাজ্যে গমন না করিলেন। ইহাতে এই বোধ হয় যে যেরূপে ভ্রাতৃভেদ হয় তাহাতেই আপনি যত্নবান্ ছিলেন, এবং তদর্থে বিরাট্‌পুরে গিয়া এই মহৎ অকল্যাণের বীজ বপন করিয়া পৃথিবীর সমস্ত রাজাকে সংহার করাইয়া তাহারদের বনিতাগণকে কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে রোদন করাইলেন। ইহা কিরূপ সখ্যতা ও সমভাব

তাহা আপনিই জানেন। যাহা হউক, শত পুত্রের শোকানলে আমার দেহের দাহন হইতেছে, এবং কৌরব বনিতাগণের বিলাপে আমার আরও সন্তাপের বৃদ্ধি হইতেছে। যেকালপর্য্যন্ত আমার দেহে প্রাণ থাকিবেক, সেকালপর্য্যন্ত আমার এই তাপানল প্রজ্বলিত থাকিবে। অতএব আমি যাহা কহি তাহা অবধান করুন। যদ্যপি আমি সতী হই [সক্রোধে] ও প্রকৃতার্থে পতিকে শুদ্ধভক্তিতে সেবা করিয়া থাকি; তবে আপনকার বংশ এইরূপে ধ্বংস হউক, আর যদুকুল বধূরা কুরুনারীদিগের ন্যায় পতি পুত্র শোকে এইরূপে বিলাপ করুক।

শ্রীকৃষ্ণ। হে পতিব্রতে, তোমার বাক্য ব্যর্থ করিতে কাহার শক্তি হইবেক। আর বট্‌ পঞ্চাশৎ কোটি যদুবংশ তোমার অভিশাপে ধ্বংস হইবেক, ইহাতে বিচিত্র কি আছে। সংপ্রতি আপনি শোক সম্বরণ করিয়া শোকার্ত্তা বধূগণে সান্ত্বনা করুন। আপনার কার্য্যদোষে দুর্য্যোধন সবংশে বিনাশ হইল, হে দেবি এতদর্থে কুরুরাজের উপদেষ্টা সেই শকুনি ও দুঃশাসন ভিন্ন কেহই দোষার্হ নহে, ইহা ভূয়ো ভূয়ঃ আলোচনা করিয়া দেখুন।

গান্ধারী। আমারদের ভাগ্যে যাহা ছিল, তাহাই হইয়াছে। অতএব মতকৃত অনুযোগের অপরাধ প্রশমন করুন।

[সর্ব্বেষাং প্রস্থানং।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম অঙ্ক।

রঙ্গভূমি কুরুক্ষেত্রের অপর প্রদেশে শ্রীকৃষ্ণ ও পঞ্চপাণ্ডব ও ধৌম্য ও কুন্তী ও দ্রৌপদী ও উত্তরার প্রবেশ।

যুধিষ্ঠির। হে মাতঃ উত্তরা ও যাজ্ঞসেনীকে সঙ্গে করিয়া এই ভীষণ

সংগ্রামক্ষেত্রে ও শবরাশি মধ্যে পুনর্ব্বার কেন আগমন করিলেন। আর আপনকার নেত্রবারি বরিষার ধারার ন্যায় বহিতেছে। এইরূপ রোদনের নূতন উপলক্ষ কি আছে।

কুন্তী। রে বৎসগণ, উত্তরা কন্যা ইদানীং মৃতপতি দর্শনে অতিশয় বিলাপ পরা হইয়াছে, আর পিতৃ ভ্রাতৃ ও পুত্রগণ শোকে পাঞ্চালী অনুক্ষণ রোদন করিতেছে, ইহা দেখিয়া আমার শোক সম্বরণ করা অতিশয় কঠিন হইয়াছে। দেখ, বিরাট দুহিতা মৃত পতির চরণ ধরিয়া ক্রন্দন করিতেছে, আর যাজ্ঞসেনী বিগত বালকগণে কোলে করিয়া কান্দিতেছে আমি ইহারদিগকে সান্ত্বনা করিবার উদ্যম করিয়া আপনি শোকসাগরে মগ্ন হইতেছি।

[কুন্তী প্রকারান্তরে কর্ণ শোক গোপন করেন।

উত্তরা [মৃতপতি প্রতি।] হা নাথ, অপূর্ব্ব প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া কি কারণ ভূতলে শয়ন করিয়াছ, অথবা আমি কোন অপরাধ করিয়াছি-বা অললিত কহিয়াছি, তজ্জন্যই-বা-অভিমানে নয়ন নিমীলন করিয়া বাক্যালাপ করিতেছ না। হে পতে, সেবিকার অপরাধ প্রশমন কর। আহা, শরবিধুর ন্যায় তোমার সুশীতল সিতাঙ্গে কোন্ নিষ্ঠুর বীর অস্ত্রাঘাত করিয়াছে। বুঝি, অস্ত্র- হইতেও তাহার হৃদয় অতিশয় কঠিনতর হইবেক, নচেৎ নয়নে দেখিয়া দয়ালেশ যুক্ত কোন্ জন এ অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিতে পারে। হে নাথ, একবার অপাঙ্গে দৃষ্টি করিয়া আমার সন্তাপ হরণ কর।

যুধিষ্ঠির। উত্তরে, ধৈর্য্যাবলম্বন কর, তোমার এইরূপ বিষাদ বাণী শুনিয়া আমাদের অবসাদ বৃদ্ধি হইতেছে। দেখ, অর্জ্জুন তোমার সকরুণ ক্রন্দন শ্রবণে সজলনয়নে ক্ষৌণীতে বসিয়াছেন, আর শ্রীকৃষ্ণের বাক্য তুমি কেন বিস্মৃত হইতেছ যে অচিরে মহানুভব গর্ভস্থাপত্য অচিরে ভূমিষ্ঠ হইয়া তোমার বর্ত্তমান ক্লেশের অবশেষ করিবেক। পাঞ্চালি ধৈর্য্য হও।

দ্রৌপদী। পতে, আমি পঞ্চপুত্র ও পিতৃ ভ্রাতৃ শোকে অতিশয় কাতর।

আর পাশাকালে আমি ক্রূর কৌরবকর্ত্তৃক যেরূপ নিগৃহীত হইয়াছি তাহা মনে করিয়া অদ্যাপি চক্ষের বারি চক্ষে সম্বরণ করি। আর অরণ্যে বাস করিয়াও আমি ঐ দুরাত্মাদিগের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছি, ইহা জগতের অগোচর নহে।

শ্রীকৃষ্ণ। পঞ্চালতনয়ে, ধৈর্য্য হও। সমস্ত সুখ দুঃখই লালাটিক। আর বিধি নিয়োজিত কার্য্য ক্লেশকর হইলেও তাহা বিলপনীয় নহে। যেহেতুক তাহাতে কোন ফল নাই, শাস্ত্রবিৎ ও নীত্যভিজ্ঞ তোমার ইহা অগোচর নহে।

দ্রৌপদী। দেব, আমরা প্রণাম করিতেছি।

[দ্রৌপদী ও উত্তরার প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। যুধিষ্ঠির, দেখ অন্তরাত্ম ও গান্ধারী পুনরাগমন করিতেছেন। অতিশয় শোকবশতঃ কুরুনারীর উত্তমা বুদ্ধির বিচলতা হইয়াছে। অতএব তৎকর্ত্তৃক অনুযুক্ত হইলেও মৌনাবলম্বন কর্ত্তব্য। যেহেতুক তৎকর্ত্তৃক আমিও অভিশপ্ত হইয়াছি। পতিব্রতার বাক্য অব্যর্থ।

অর্জ্জুন। হে দেব, বরং সুররাজের বজ্রহইতেও সেই মত সাধ্বস নাই যেমত সতীর সরোষ বাণীতে আমার শঙ্কা হয়।

ভীম। দেব, এই তিন লোক মধ্যে আমার কিছুতেই শঙ্কা নাই।

শ্রীকৃষ্ণ। মারুতি, তুমি ধন্য, আর বীর্য্যবানের ন্যায় এই মহৎ সংগ্রাম সম্পন্ন করাতে যে উত্তমা প্রতিষ্ঠা তাহা তোমাতে ও পার্থে ও অভিমন্যুতে অর্হে। সম্প্রতি দেখ, ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীদেবী আগমন করিতেছেন।

[সঞ্জয় ও বিদুর ও ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর প্রবেশ।]

ধৃতরাষ্ট্র। যুধিষ্ঠির, আমি এক্ষণে যাহা কহি, তাহাতে মনোযোগ কর। কৌরব ও পাণ্ডবের আহ্বানে বহুতর রাজপুত্র ও রাজাধরেরা কুরুক্ষেত্রে সংমিলন করিয়া সমরশায়ী হইয়াছেন, আর সংহত ভূপতি ও সেনাপতিরা প্রায় অস্মদাদির উভয় কুলের কুটুম্ব, অতএব যথা বিধানে মৃতগণের অগ্নি সংস্কার কর্ত্তব্য।

যুধি। মহারাজ, ইহা অতি কর্ত্তব্য, নতুবা পরার্থে প্রাণদান করিয়া রাজগণ যে অতিবড় উপকার করিলেন, তাহাহইতে আমরা কিরূপে নিস্তার পাইব। ভ্রাতৃগণ, সত্বরে মৃতগণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন কর।

ভীমাদি। যে আজ্ঞা। যুযুৎসুকে সহকারি করিয়া আমরা এক্ষণেই সংহত রাজগণে ও সেনাগণে দাহ করিব।

যুধিষ্ঠির [চিন্তিত।] আমরা পৃথিবীস্থ রাজগণে স্বকার্য্যহেতু আহ্বান করিয়া তাহারদিগকে কুরুক্ষেত্রে দাহ করিলাম, এই দুঃখানলে বিগত ভূপতিগণের বনিতারা চিরকাল দাহ হইবেক।

শ্রীকৃষ্ণ। যুধিষ্ঠির, দুশ্চিন্তা পরিহার কর। এতদ্রূপ সংগ্রাম যুগে২ কত শত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা করা দুষ্কর। আর বীর ভোগ্যা বসুন্ধরাতে কেবল বীর্য্যবানেরাই আপনারদের স্বত্ব সংস্থাপন করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, এবং তদর্থে সসৈন্য রাজগণের পতনে বীর্য্যবানের বিলাপ কি?

[যুধিষ্ঠির মৃতগণের অগ্নি কার্য্য করেন।

সম্প্রতি দেখ, উন্মাদিনীর ন্যায় মুক্ত কুন্তলে কতিপয় কুরুনারী আসিতেছেন।

[সাশ্রুমুখী কতিপয় কুরুনারীর প্রবেশ।]

কুরুনারীগণ। হে ভূপতে, আমরা কতিপয় কৌরব কুলবধূ আপনাকে অভিবাদন করিতেছি। আর সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা যিনি অনুক্ষণ আপনাদিগকে রক্ষা করিতেছেন তাঁহাকেও প্রণতি করিতেছি। বিগত স্বামিরা রণে বীর্য্যবানের ন্যায় সংগ্রাম করিয়া সমরশায়ী হইয়াছেন ও যাহারদের সুকোমল কলেবর অভাগাবতী আমারদের বিদ্যমানে বৈশ্বানর ছারখার করিতেছে। স্বামিহীনা হইয়া যে নারীরা একক্ষণ জীবন ধারণ করেন, তাঁহারদের জীবন বনজ তৃণের ন্যায় অকারণ, বরং কর্ম্মকারের ভস্ত্রার ন্যায় শ্বাস সত্ত্বেও জীবিত নহে। হে ভূপতে, স্বামী সর্ব্বদেব স্বরূপ, যেহেতুক যে নারীর প্রতি ভর্ত্তা তুষ্ট হয়েন সেই ভাগ্যবতীর প্রতি ত্রয়স্ত্রিংশৎ কোটি

দেবতারা তুষ্ট, ইহার উদাহরণ সেই সতী ও সাবিত্রী ও লোপামুদ্রা, যাঁহারদের পুণ্যনাম স্মরণে প্রাণিরা দিন২ পবিত্র হইতেছেন। অতএব হে রাজন্, পতিশোকানলহইতে আমরা চিতানল শ্রেয়স্কর মানিয়া অনলক্রিয়ায় মৃতপতিকে আলিঙ্গন করিব, এই অভিলাষে বিদায় হইতে আইলাম। অতএব কৃপা করিয়া এই বরদাতা হউন, যে জন্মান্তরে যেন পতি শোক না পাই। হে পতিব্রতে, তোমরা উত্তম পতিকে পাইয়া অনুক্ষণ তাঁহার সঙ্গিনী হও, আর অন্যান্য নারীরা ঐশ্বর্য্যকে পাউক।

[কৌরব বধূগণ অনলক্রিয়ায় আরোহণ করেন।

যুধিষ্ঠির। বধূগণের সকরুণ ক্রন্দনে আমি অতিশয় বিষণ্ণ হইলাম। রাজ্যলোভে আমি যে২ উৎকট পাপ করিলাম তাহা অপ্রমেয়। বুঝিতেছি যে এই সমস্ত দুষ্কৃতিহইতে আমার অব্যাহতি নাই।

[বিলাপ করেন।

শ্রীকৃষ্ণ। যুধিষ্ঠির, বিষাদ পরিহার কর। পতিপরায়ণা নারীরা পতির অনুমৃতা হইলে তাহারদের পরিণামে কল্যাণ আছে, ইহাতে তোমার পরিবেদনা কি। হে কৌন্তেয়, এই সমস্ত কার্য্যের তুমি ক্ষীণ উপলক্ষমাত্র, ইহা তুমি দিব্য জ্ঞানে দৃষ্টি কর। আর সত্ত্ব রজ তমোগুণের আধার অথচ হরিহর বিরিঞ্চি ইতি নামত্রয় ভেদে সৃজন ও পালন ও সংহারের কর্তা সেই অনাদি অনন্ত পরমেশকে এই কার্য্যের কারণ জ্ঞান কর। আর আমি যে কথা কহি, তাহাতে মনোযোগী হও। ভারত সংগ্রামের প্রাক্কালে আমার সারথ্যে ফাল্গুণী অগ্নিদত্ত রথারূঢ় হইয়া কুরুক্ষেত্রে আসিয়া নির্নিমেষাকরূপে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা নিরীক্ষণ করিয়া ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করিলেন। পরে আমাকর্তৃক পৃষ্ট হইয়া পার্থ কহিলেন যে হে যদুশ্রেষ্ঠ, প্রাজ্ঞের পিতামহ, ও বিজ্ঞাতি দ্রোণাচার্য্য গুরু বিধায় ইঁহারা পাণ্ডবের অবধ্য হয়েন, ও সমরে সমাহুত অন্যান্য রথী ও

সেনাপতিরা প্রায় সকলেই জ্ঞাতিগোত্র ও বন্ধু ও বান্ধব; আমি ইহারদের কিরূপে আঘাত করিব। আর এই সমস্ত অমাত্যগণে বধ করিয়া আমরা কোন্ কার্য্যহেতু রাজ্য লাভ করিব। ইহা অপেক্ষা বরং আমরা পুনর্ব্বার অরণ্যে গমন করিয়া তাপসগণ সংমিলনে যোগ আচরণে কাল হরণ করিব, ইহা কহিয়া ফাল্গুণী অতিশয় বিষণ্ণ হইয়া বসিলেন, তাহাতে আমি অর্জ্জুনকে কহিলাম যে হে কৌন্তেয় তুমি ধনুর্বাণধারী রথের অবলম্বনমাত্র। পার্থ পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিলেন যে ইহাতে প্রত্যয় কি। আমি কহিলাম যে সৈন্যগণে পুনর্ব্বার নিরীক্ষণ কর। তাহাতে পার্থ পুনরবলোকন করিয়া দেখিলেন যে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা ও সারথি ও রথী ও পদাতিরা প্রায় সমস্তই ছিন্নমস্ত, কেহ বা ছিন্ন বাহু, কেহ বা ভ্রষ্ট পাদ, কেহ বা বিগত নাশিক, ও গজবাজি রাজী মধ্যেও কোটি২ খণ্ড মুণ্ড ও ছিন্ন তুণ্ড দেখিয়া সব্যসাচী অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া বহু স্তোত্রপূর্ব্বক আমাকে অভিবাদন করিলেন ও পরে যোগ সংবাদ শ্রবণে প্রবোধ পাইয়া অগ্নিদত্ত গাণ্ডীব তুলিয়া লইয়া মহা যুদ্ধ করিলেন। হে যুধিষ্ঠির, কে কাহারে মারিতেছে তাহার কি নিরূপণ করিয়াছ। সেই সর্ব্ব নিয়ন্তা মহা তেজোময় পদার্থ যাঁহার ইঙ্গিতে সৃজন ও পালন ও সংহার হইতেছে ও যাঁহার তেজঃপুঞ্জের পরমাণুবলে বহ্নি ও ভাস্কর মহা তেজোময় হইয়াছেন ও আদিত্যাদি গ্রহগণেরা নিয়ম মতে পরিভ্রমণ করিতেছেন এবং যাঁহার আজ্ঞায় ঋতুগণের সুনিয়মে নিয়মিত কালে পরিবর্ত্তন হইতেছে, হে রাজন্ সেই ভগবানকে ভাবনা কর, আর অনধিকার চর্চ্চা করিয়া কেন বিষণ্ণ হও। সংপ্রতি লোক ধর্ম্ম রক্ষার্থে যাহা কর্ত্তব্য হয়, তাহার আচরণ করহ। ধৃতরাষ্ট্র, সঞ্জয় ও বিদুরপ্রভৃতি সকলেই এই স্থানে বিদ্যমান আছেন।

যুধিষ্ঠির। হে দেব, অশুভ ফলের দ্বারা অকার্য্যের অনুমান হইতেছে। আর কথঞ্চিদ্রূপে আমরা ইহার প্রবল উপলক্ষ নহিলে কি কারণ এইরূপ অসুখী হইতেছি; বস্পজ্ঞ নরেরা আপনার

মায়া বুঝিতে অক্ষম, যেহেতুক যশোদা স্বচক্ষে স্বকীয় দেহ মধ্যে বিশ্বরূপ ও অখিলব্রহ্মাণ্ড দেখিয়াও পুত্রভ্রমে মুহূর্ত্তেকে বিস্মৃত হইলেন ও সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্না গান্ধারীও আপনাকে অভিশাপ দিলেন, ইহাতে এই উপলব্ধি হইতেছে যে যেমত নিবিড় কুজ্ঝটিকাদ্বারা রবির কিরণের অবরোধ হইয়া থাকে, সেই মত ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিকা আপনকার মায়াতে নরেরা অনুক্ষণ মুগ্ধ ও জ্ঞানান্ধ হইয়া প্রকৃত পদার্থকে লক্ষ করিতে অক্ষম হইতেছেন।

সঞ্জয়। মহারাজ, ভারত সংগ্রামে সংহত অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী সেনার অতঃপর দাহন হইল, এক্ষণে সুরধুনী নীরে গিয়া সকলের স্নান কর্ত্তব্য।

বিদুর। সঞ্জয়, উত্তম কহিয়াছ। কেননা সলিলরূপে ত্রাণকারিণী সেই সুরধুনীর নির্ম্মল ও সুশীতল নীর পরশে কোন্ অঘের বিমোচন না হয়। এবং আরোগ্য ও বিত্ত ও সম্পত্তি যাঁহার পুণ্য নাম স্মরণহইতে নিত্য উৎপাদন হইতেছে, তাঁহার পবিত্র বারি পরশে কত পুণ্য তাহার কে নিরূপণ করিতে পারে। আর ভগবান চন্দ্রচূড় অতি যত্নে যাঁহাকে জটাতে স্থান দিয়াছেন, এবং বিরিঞ্চিও যাঁহাকে কমণ্ডলুতে করিয়া দিন২ কৃতার্থ হইয়াছেন, এবং কামধেনুর পয়োপেক্ষাও যাঁহার পয়ঃ অতিশয় শুভ্র ও সুপেয়, চল, আমরা এক্ষণে তাঁহার নীরে গিয়া অবগাহন করিয়া অনিত্য ও মলবাহি দেহের সার্থক করি।

ধৃত। তবে এই হউক।

[সর্ব্বেষাং প্রস্থানং।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

রঙ্গভূমি, জাহ্নবী তীরে শ্রীকৃষ্ণ ও পঞ্চপাণ্ডব ও ধৌম্য পুরোহিত ও কুন্তী ও দ্রৌপদী ও উত্তরার প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। অতিশয় শোকহেতু শক্তিহীনা গান্ধারী অতিকষ্টে পাদ-

বিহরণ করিতেছেন। তথাচ বোধ হয় যে ইঁহারা অনতিদূরে থাকিবেন।

যুধিষ্ঠির। দেব, ইহাই অদ্ভুত। সম্প্রতি শুনিতেছি যে কুন্তী মাতা কর্ণের নাম ধরিয়া হা হুতাশি করিতেছেন। কহ জননি, ইহার বীজ কি। ও কর্ণের পতনে তোমার পরিতাপ কি।

কুন্তী [রোরুদ্যমানরূপে।] হে বৎসগণ, অজ্ঞাতে ভ্রাতৃ বধ করিয়াছ। কর্ণ তোমারদের জ্যেষ্ঠভ্রাতা, তাহার তর্পণ কর।

যুধিষ্ঠির [চমৎকৃত।] রাধেয় কর্ণ জ্যেষ্ঠভ্রাতা! সে কেমন! হে মাতঃ ইহা বিস্তারপূর্ব্বক কহ, আমি করপুটে নিবেদন করিতেছি।

কুন্তী। পুত্র, আমি পুরাতন পূর্ব্ব কথা সংক্ষেপে কহি, অতিশয় কাতরতা জন্য আমার মনের স্থিরতা নাই। অনূঢ়াকালে আমি পিতৃ গৃহে থাকিয়া অভ্যাগত মুনিগণের সেবা করিতাম। এককালে দুর্ব্বাসা নামে এক তেজোময় তাপস্ সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া অনুকম্পাপূর্ব্বক এক পুত্রেষ্টি মন্ত্র দান করিয়া আমাকে কহিলেন যে হে নরেন্দ্রতনয়ে, এই মন্ত্রবলে আখণ্ডলাদি অমর মণ্ডলের মধ্যে যাঁহাকে স্মরণ করিবা সেই দেবতা তোমার সমীপস্থা হইবেন। বয়সে বালিকাহেতু স্বভাবতঃ চঞ্চলা আমি মুনি মন্ত্র পরীক্ষার্থ সূর্য্যকে স্মরণ করিলাম। পরে অতিশয় তেজঃপুঞ্জ দীপ্যমান দিবাকরকে অনতিবিলম্বে সম্মুখবর্ত্তী দেখিয়া আমি সভয়ে বহুস্তোত্রপূর্ব্বক অল্পবুদ্ধি অবলার অপরাধ প্রশমন প্রার্থনা করিলাম, ও তাহাতে একান্ত অকৃতার্থ হইয়া অগত্যা সূর্য্যকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া আদিত্যের ন্যায় অতুলদ্যুল শিশু কর্ণকে প্রসব করিলাম। পরে অনূঢ়াহেতু সলজ্জ হইয়া শিশুকে সম্পুটে পুটিতপূর্ব্বক স্রোতস্বতী নীরে ভাসাইয়া দিলাম। পরে রাধা নামে অপুত্রক সূত্রধর সম্পুসট ঐ সূচারু শিশুকে পাইয়া সাদরে স্বীয় দারাকে দর্শাইয়া সযত্নে সূত্রধর দম্পতী পুত্রের ন্যায় তাহাকে পালন করতঃ কর্ণ নাম দিয়া শিশুকে বাড়াইল, ও এইরূপে বর্দ্ধমান বালক পরশুরাম সমীপে গিয়া ধনুর্ব্বিদ্যাধ্যয়ন করতঃ দ্বিতীয় ধনুর্ব্বেদতুল্য হইয়া কৌরব ও পাণ্ডব বালকগণের ধনুর্ব্বিদ্যার পরীক্ষাকালে স্বীয় অশেষ

শৌর্য্য দর্শাইয়া দুর্য্যোধনের অতিশয় প্রিয় ও অবশেষে অঙ্গদেশের অধিপ হইল। হে পুত্র, কর্ণের ন্যায় শৌর্য্যবান ও বদান্য ও ধনুর্বিদ্যা মর্ত্ত্য লোকে দুর্লভ। সেই কর্ণের নাম আমার কর্ণে এক্ষণে নির্ঘাত বাজিতেছে, আর প্রসব করিয়া আমি পুত্রবরকে একবার ক্রোড়ে করিলাম না; আমার এই দুঃখ চিরজীবি হইবেক। কর্ণ তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, অতএব, যুধিষ্ঠির, তাহার তর্পণ কর।

[কুন্তী রোদন করেন।

যুধি। জননি, এইরূপ আশ্চর্য্য বাণী আর কখন শ্রবণ করি নাই, এবং তোমার ন্যায় নিদারুণ ও নিষ্ঠুর মাতা আর কেহ জন্মিয়াছেন তাহাও বোধ হয় না। কর্ণ আমারদিগের জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা এই নিগূঢ় বার্ত্তা আপনি চিরকাল গোপন রাখিয়া বীর বর সহোদর সমরে সংহত হইলে আপনি পূর্ব্ব বৃত্তান্ত আমারদিগকে বিদিত করিলেন, ইহাতে এই অকুশল হইল যে আমরা ভ্রাতা হইয়া স্বকরে সহোদর ভ্রাতৃ বধ করিলাম ও আপনি মাতা হইয়া তাহা স্বকর্ণে শ্রবণ করিলেন। হে জননি তোমার তুল্য নির্দ্দয় মাতা মহীমধ্যে "ন ভাবিনী ন ভূতা"।

[যুধিষ্ঠির ও ভ্রাতৃগণ বিলাপ করেন।

হে মাতঃ আপনকার কর্ম্মদোষে কৌরব ও পাণ্ডব এই উভয় কুল নষ্ট হইল। কৌরবের বুদ্ধি বল কর্ণ ইহা অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অবিদিত নহে। কেননা কর্ণ বারম্বার কুরুরাজকে আশ্বাস করিয়াছিলেন যে অচিরে পৃথ্বী নিষ্পাণ্ডবা করিয়া তাঁহাকে সমর্পণ করিবেক, ও দুর্য্যোধন তাঁহার সুরাধিক শৌর্য্যে সম্পূর্ণ আস্থা করিয়া আমারদিগের সহিত চির বৈরিত্ত্ব সাধন করিলেন। হে মাতঃ কর্ণ আমারদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইহা একবার কর্ণে শুনিলে কে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইত। এবং সোদরতাহেতু স্বাভাবিক স্নেহ জন্য বৈকর্ত্তন ও ভ্রাতৃগণ সহ সংমিলন করিতেন, তাহাতে ভারত সংগ্রামের নিবারণ হইয়া শত ভাই দুর্য্যোধন ও কৌরব ও পাণ্ডব রাজবৃন্দের ও পৃথি-

বীর সমস্ত রাজগণের ও অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনার পতন হইত না, কেননা কর্ণের পতন হইলে কুরুবর বহুবিলাপ করিয়া শকুনিকে কহিলেন যে হে মাতুল, আমি অতঃপর হতাশ হইলাম। যেহেতুক ভীষ্ম দ্রোণ সেনাপতিরা অজেয় হইলেও তাঁহারা পাণ্ডবকে সমরে উপেক্ষা করিবেন, ইহা আমার বিশিষ্ট বোধ ছিল, কিন্তু গুরু জ্ঞানে তাঁহারদিগকে অগ্রে সৈনাপত্যে অভিষিক্তি করিয়া কর্ণকে বঞ্চনা করতঃ চরমে আপনি বঞ্চিত হইলাম। আর পাণ্ডবেরা অজেয় হইলেও কর্ণকর্তৃক অতিক্রান্ত হইবেক, ইহা আমার ধ্রুব বোধ ছিল, নচেৎ বিষম সমর পণ করিয়া অন্যের সাহায্যে এই ভারত সংগ্রামরূপ মহাসাগর পার হইতে কদাচ উদ্যম করিতাম না। হে মাতুল, আমি নিশ্চয় অবসন্ন হইলাম। ইহা কহিয়া রাজা অতিবড় বিষণ্ণ হইলেন। তাহাতে শকুনি কহিলেন যে হে মহারাজ, এতাদৃশ দুঃসহ বাক্য কদাচ বক্তব্য নহে। চন্দ্র সূর্য্য ও তারাগণ যাবৎ গগণমণ্ডলে উদয় হইতে থাকেন, তাবৎ মহারাজ, আপনি জয়যুক্ত হউন ইত্যাদিরূপ নানা কাল্পনিক প্রবোধ জন্মাইয়া শল্যকে সৈনাপত্যে অভিষেক করাইল। অতএব জননি, দুর্য্যোধনের আশা ও ভরসা সকলি কর্ণ ও কর্ণের বিয়োগেই রাজা ভগ্নোদ্যম হইলেন। কর্ণের পার্থক্য হইলে রাজা কদাচিৎ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতেন। রাজ্যহেতু আমরা এই অতুল সহোদরকে বধ করিলাম। হে মাতঃ, যদি সমুচিত সময়ে আপনি একবার আমারদিগকে ইঙ্গিত করিতেন যে বৈকর্ত্তন আমারদিগের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তবে আমরা তাঁহার পদানত হইয়া ক্ষমা যাচ্ঞা করিতাম, ও তাহাতেও যদি ভ্রাতৃবর কৌরবের আন্তরিক সুহৃদ্ধেতু সেই বিপক্ষের পক্ষ বর্জ্জন না করিতেন, তবে আমরা ভ্রাতৃ বধ করণাপেক্ষা অরণ্যে বাস করিয়াও স্বচ্ছন্দ বোধ করিতাম। কেননা, হে জননি, যাহার অন্তরে তৃপ্তি আছে তাহার অরণ্যেও স্বচ্ছন্দ হইতে পারে, আর মানস ক্লিষ্ট মনুষ্যেরা প্রাসাদে থাকিয়াও সর্ব্বদা অসুখী হয়েন। ক্ষমিয়া

বধি আমরা যত ক্লেশ পাইয়াছি তাহা অপেক্ষা ইহাই অতি নিদারুণ ও দুঃখদ বোধ হইতেছে। অতএব যদি আমি ধর্ম্ম ও সত্যকে কদাচিৎ সেবা করিয়া থাকি, তবে নারী-গণ কখন কোন কথা আর গোপন রাখিতে পারিবেক না। ও নারীর অন্তরস্থ অতিশয় নিগূঢ় বাণীও ব্যক্ত হইবে, হে মাতঃ ইহা সত্য২।

শ্রীকৃষ্ণ। যুধিষ্ঠির, যাহা হইবার তাহা অবশ্য হইবে। উদ্বেগ ও অনুশোচ ও কলহ সেবনে বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আর বিধাতা যাহা নির্বন্ধ করিয়াছেন, মাতা কিরূপে তাহার অন্যথা করি-তেন, ইহা আমার বোধগম্য নহে।

কুন্তী। যুধিষ্ঠির, আমি সংগ্রামের প্রাক্কালে কর্ণকে নিভৃতে পাইয়া পূর্ব্ব বৃত্তান্ত কহিলে পুত্রবর চমৎকৃত হইয়া ধরাবনত প্রণতি-পূর্ব্বক কহিলেন যে হে জননি, আমি অতিশয় খিদ্যমান হই-লাম। আমি এক্ষণে কৌরব পক্ষ পরিত্যাগ করিলে আ-জন্ম প্রতিপালক দুর্য্যোধন অতিশয় খেদাপন্ন হইবেক, এবং রাজগণ কহিবেক যে যুদ্ধের কাল বুঝিয়া আমি সভয়ে পাণ্ড-বের পক্ষাবলম্বন করিলাম ও তাহাতে কৌরব পক্ষেরও অতিশয় হাস্যাস্পদ হইব। দ্বিতীয়তঃ এই ঘোর বিশ্বাস-ঘাতকতার কর্ম্ম করিয়া অতিশয় কৃতঘ্নতা জন্য উৎকট অধর্ম্মে পতিত হইব। আর রাধেয় কর্ণ নামে আমি প্রসিদ্ধ হই-য়াছি, এই অসময়ে কৌন্তেয় কর্ণ কহিলে কে বিশ্বাস করি-বেক। ইহা আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন। হে জননি আমি রাজবিদ্যমানে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে পার্থকে সংগ্রামে বধ করিয়া দুর্য্যোধনের সিংহাসনের শল্যোদ্ধার করিব; আর যুধিষ্ঠিরাদি অপর ভ্রাতৃ চতুষ্টয়ের জীবনের হানি করিব না এবং পার্থেরও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আছে যে আমাকে সমরে সংহার করিয়া পৃথ্বী নিষ্কৌরবা করতঃ যুধিষ্ঠিরকে সমর্পণ করিবেক। হে মাতঃ এইহেতু অর্জ্জুনের কিম্বা আমার সংগ্রামে নিধনের নিশ্চয়তা আছে ফলতঃ আমা সহিতে-বা-আমা রহিতে যেমতে হউক, ক্ষিতিমধ্যে আপনকার পুত্র

পুত্র বিদ্যমান থাকিবেক, কিন্তু ভূত ভাবি বিজ্ঞ মুনিরা কহিয়াছেন যে ধনঞ্জয় ধরামধ্যে মৃত্যুকে অতিক্রমণ করিবেক আর শ্রীকৃষ্ণ সাহায্যে ঐ ভবিষ্যদ্বাণীর নিশ্চয়তা আছে। জননি, রোদন সম্বরণ করিয়া নিকেতনে গমন করুন, ইহা কহিয়া পুনস্তোত্র ও অভিবাদনপূর্ব্বক কর্ণ বিদায় হইলেন ও সজল নয়নে আমি ভবনে প্রত্যাগমন করিলাম।

[কুন্তী রোদন করেন।

যুধি। মাতঃ রোদন সম্বরণ কর। সময়কালে এই নিগূঢ় সংবাদ জানিলে বর্ত্তমান শোক ও দুঃখে আমরা অবসন্ন হইতাম না।

[যুধিষ্ঠির কর্ণের তর্পণ করেন।

ধৌম্য। মহারাজ, এক্ষণে সকলে শিবিরে চল, দেখ, দিবাকর প্রায় অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইলেন, এবং কৌরব ও পাণ্ডব বধূগণ সকলেই স্নান করিয়া প্রয়োজনীয় পারত্রিক কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছেন।

যুধি। এই হউক। কিন্তু দেখ জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীপ্রভৃতি আগমন করিতেছেন।

[ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী ও সঞ্জয় ও বিদুরের প্রবেশ।]

গান্ধারী [রোরুদ্যমানরূপে।] অদ্য তিন দিবস হইল, পুত্রগণের মুখাবলোকন না করিয়া আমি সংসার শূন্যাকার দেখিতেছি। হে শ্রীপতে, কহ পুত্রগণ কোথায় গমন করিল। শশধরের ন্যায় সুন্দর শতেক সুকুমার যাহাদের কমনীয় কলেবর মণিময় আভরণে ভূষিত, ও মৃগমদ চন্দনে চর্চ্চিত ছিল, তাহাতে কিরূপে অগ্নি দিয়া ভস্মসাত করিল। আর পূর্ণেন্দুবদনা ও খঞ্জনয়না আমার শত২ বধূগণ যাহারা সুবর্ণ রচিত পুরীতে কোমল পর্য্যঙ্কে দুগ্ধফেণ সন্নিভ শয্যায় শয়নে থাকিত, তাহারা কাষ্ঠময় কঠিন চিতায় কিরূপে শয়ন করিল। হে বৃকোদর, তুমি অতঃপর নিশ্চিন্ত হইলা। দুর্য্যোধন আর তোমাকে বিষ দিবে না ও বারণাবতে আর জতুগৃহ নির্ম্মাণ করিবে না। আর তোমার-

দের অনুজ ভ্রাতা সহদেবকর্ত্তৃক শকুনির সংহার হওয়াতে সেই পাপাত্মার সহিত তাহার পাপ পাশারও সমাধি হইয়াছে। অতএব, পাণ্ডুপুত্রগণ, তোমরা অতঃপর নিষ্কণ্টক হইলা। আর সকল ভয়হইতে সর্ব্বক্ষণ ত্রাতা সেই ভগবান যিনি অনুক্ষণ তোমারদিগকে অভয়দান করিতেছেন ও সংপ্রতি তোমারদিগকে এই ভয়ানক সমর সাগরের পার দর্শাইলেন, তাঁহার অনুকম্পায় তোমরা আপদ নিকরহইতে ত্রাণ পাইয়া পরম সম্পদ দর্শন করিলা।

[গান্ধারী রোদন করেন।

যুধিষ্ঠির। হে মাতঃ পদ্মাসনের আরাধ্য সেই পদ ভিন্ন আমারদের অন্য সম্পদ কি আছে। আর সেই পদ ধ্যান করিয়া মাত্র আমরা নানা দুর্গমে নিরাপদ হইয়াছি।

শ্রীকৃষ্ণ। দেবি, আমি পূর্ব্ব কথা কহি, মনোযোগ করুন। কুরুশ্রেষ্ঠ ভূমিষ্ঠ হইলে বহু অমঙ্গল দৃষ্ট হইল, ইহা আপনকার অগোচর নহে। আর তৎক্ষণাৎ শূন্যবাণীকর্ত্তৃক আপনি প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছিলেন যে এই শিশু কুলকুঠার, অতএব আশু পরিবর্জ্জনীয়। আর কোটরস্থিত বহ্নিযুক্ত এক বৃক্ষও যেমত সমস্ত বনকে দাহন করে, সেইমত এই কুপুত্র সমস্ত কুলের সংহারক হইবেক। কিন্তু মাতৃস্নেহ বশতঃ আপনি প্রত্যাদেশ প্রতিপালন করিলেন না, ও তাহাতে এই সমস্ত অকুশল হইল। ফলতঃ ঐ ভাবি অকল্যাণও আপনকার অবিদিত ছিল না। হে নৃপনারি, এই সংসার ক্ষণভঙ্গুর, বরং গম্যমান বায়ুর প্রবাহে যেমত বারিধিতে ঢেউ হইয়া পুনর্ব্বার জল মধ্যে তাহার শীঘ্র নিমীলন হয়, সেইমত মানবদিগের জীবনরূপ প্রবাহ ক্ষণেক উদয় হইয়া ক্ষণমধ্যে সংসার সাগরে লীন হইতেছে। অতএব হে নৃপজায়ে, ধৈর্য্যাবলম্বন করুন।

বিদুর। দেবি, [গান্ধারী প্রতি] অন্ধরাজ আজ্ঞা করিতেছেন যে অবিশিষ্ট কৌরববধূগণ সংমিলনে আপনি সংপ্রতি হস্তিনাপুরে চলুন ও রাজাও আমারদিগের সমভিব্যাহারে আগ-

মন করিতেছেন। নতুবা আপনকার শোকের শমতা হইবেক না।

গান্ধারী। বিদুর, হস্তিনাপুরী আমার আরও ক্লেশকরী হইবেক। কেননা পুত্রগণ বিহীনে সেই সুবর্ণরচিত প্রাসাদসমূহ এক্ষণে দণ্ডারণ্যের ন্যায় শূন্যময় হইয়াছে। আর আদিত্যের ন্যায় দীপ্তিমান কলেবর রাজরাজেশ্বর পুত্রবর যাহারা বহুদিন না থাকিয়া রাজপুরী পরিত্যাগ করিয়াছে আমি তাহারদিগকে তথায় নয়নে না দেখিয়া কিরূপে নয়নের বারি সম্বরণ করিব। এবং শোকাতুরা বধূরা অবিরত হাহাকার করিবেক তাহাই বা কিরূপে আকর্ণন করিব। আর ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণাদিতে সুশোভিতা মহতী সভা যাহার অপূর্ব্ব শোভা শক্র সভাকে সলজ্জ করিত, তাহা অতঃপর শূন্যা দেখিয়া কি মতে জীবন শূন্য না গণিব। আর সুরেশমানস লম্বিত সেই সুচারু সিংহাসন, যাহাতে দুর্য্যোধন বাসবের ন্যায় ঐশ্বর্য্যে উপবেশন করিত, তাহা এক্ষণে তৎকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত দেখিয়া কিরূপে জীবন ধারণ করিব। অতএব, হে দেবর, আমি আর গৃহে গমন করিব না, কেননা সেই গৃহ এইক্ষণে কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরের ন্যায় শূন্যময় হইয়াছে।

সঞ্জয়। দেবি, ধৈর্য্যাবলম্বন কর যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। আর অন্ধরাজ হস্তিনানগরীতে গমন করিতেছেন।

গান্ধারী। সঞ্জয়, যদি রাজার এইরূপ অভিমত তবে আমাকর্ত্তৃক তাহার অন্যথা হইবে না। আমি দুর্য্যোধনাদি শত পুত্রকে মাতৃক্লেশে পালন করিয়া ও অতি যত্নে প্রাসাদে রাখিয়া অতঃপর কুরুক্ষেত্রে পরিত্যাগ করিয়া চলিলাম, ইহাতেও যে আমার বক্ষঃ ভেদ হইতেছে না, তাহাতেই খেদ হইতেছে। হাঁ হতভাগ্য পুত্রগণ, তোমরা কুরুক্ষেত্রে অবস্থান কর, আমরা বিদায় হইলাম। [রোদন করেন।]

[ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয় ও বিদুর ও গান্ধারীর প্রস্থান।

যুধিষ্ঠির। ভ্রাতৃগণ, দেখ। ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী দেবী অতিশয় বিষন্ন

চিত্তে বিদায় হইলেন, আর সঞ্জয় ও বিদুর মহাশয় নানামত বুঝাইলেও দেবী ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন না ইহাতে আমরা সমরে জয়যুক্ত হইয়া ও উপক্রত গৃহে গিয়া কি মঙ্গল অনুভব করিব। অতএব আমি ইন্দ্রপ্রস্থে পুনর্গমন করিব না।

অর্জ্জুন। হে রাজন্‌, পুত্রশোক অতিশয় দুঃসহ। জ্ঞানবান্‌ লোকেরাও এক পুত্রের শোক সম্বরণ করিতে কঠোর বোধ করেন, তাহাতে শতপুত্র শোকে কাতরা গান্ধারী ঈদৃশ বিলাপপরা হইবেন, তাহাতে বিচিত্র কি আছে। আর যদিও অতিশয় অহঙ্কারী ও দুর্বৃত্ত কৌরবেরা উচিত বিধানে নিধনকে পাইয়াছে, তথাপি প্রিয়তমত্ত্ব সম্বন্ধহেতু পুত্রের মরণ মাতার আজীবন বিলপনীয়। কিন্তু ইহাতে অস্মদাদির পরিবেদনা কি। বিশেষতঃ বলে ছলে কিম্বা কৌশলে শত্রুকে সংহার করিয়া প্রজ্ঞেরা স্বকার্য্য সাধন করিবেক ইহা নীতিনিপুণেরা কহিয়াছেন। মহারাজ, পূর্ব্বকালে বিরোচনের পুত্র মহাবল বলিকর্ত্তৃক দেবরাজ সুররাজ্যের আধিপত্য ভ্রষ্ট হইয়াও দৈত্যসমরে বারম্বার দুর্ব্বলহেতু সনীর নেত্রে অদিতিকে নিবেদন করিলেন যে হে মাতঃ আপন রাজ্যে অবস্থিত আমি অপরাধ বিনা দৈত্যবরকর্ত্তৃক দূরীকৃত হইয়াছি, এবং ত্রয়স্ত্রিংশৎ কোটি অমরগণও অতিশয় দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া নররূপে মহীতলে ভ্রমণ করিতেছেন, ও দৈত্যগণ সবলে স্বর্গের আধিপত্য করিতেছে। অতএব হে জননি প্রসন্না হইয়া বিপন্ন পুত্রগণের দুরবস্থা দূর কর। তাহাতে পুত্রগণের দুঃখে কাতরা অদিতি ক্ষীরোদের কূলে গমন করিয়া সেই বিশ্বস্রষ্টার উদ্দেশে বহুকাল কঠোর তপস্যা করিলে মাধ্যাহ্নিক মরীচিমালির কিরণনিকর হইতেও অতিশয় দীপ্তিমান ভগবান নারায়ণ অমরমাতার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে হে দেবজননি, আপনার তপস্যার প্রয়োজন কহ। তাহাতে অদিতি ত্রস্ত ধরাবনত প্রণতিপূর্ব্বক নিবেদন করিলেন যে হে আত্মরূপি পুরুষপ্রধান, অন্তরীক্ষ আপনার নাভিদেশ ও পাতাল আপনার অঙ্ঘ্রি, ও পৃথিবী আপনার কটি ও গিরিগণ আপনার অস্থি ও

সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আপনার বিভূতি. ইত্যাকারে ভগবানের ভাবনা করত দেবজননী কহিলেন যে হে বিভো. বিষম সঙ্কটাপন্ন দেবরাজ অমরবৃন্দ সহিতে মহাবল বলিকর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়া আপনার শরণ লইতেছেন, অতএব প্রসন্ন হইয়া অমরগণের পরিত্রাতা হউন। তাহাতে ভগবান নারায়ণ সুপ্রসন্ন হইয়া দেবজননীকে বহু আশ্বাস করতঃ অকাল বিলম্বে তাঁহার গর্ব্ভে আবির্ভূত হইয়া বামনরূপি বিভু বলিকে বঞ্চনা করিলেন। এবং এতদ্রূপে বলির অধঃপতন হইলে প্রাপ্ত মনোরথ দেবগণ কুতূহলে পুনর্ব্বার সুররাজ্য লাভ করিলেন। অতএব মহারাজ, বলে কিম্বা কৌশলে শত্রুকে সংহার করিয়া বাহুবলে অর্জ্জিত রাজ্য সম্ভোগ করিবার পূর্ব্বকালাবধি পদ্ধতি আছে। এবঞ্চ বালিকর্ত্তৃক সুগ্রীব অতিশয় অন্যায়গ্রস্ত হইয়া বারম্বার জয়যুক্ত মহাবল বালির ক্ষয় সাধন করিতে কৃতকৃত্য না হইয়া সৌভাগ্যক্রমে দারাম্বেষি রামরূপি ভগবান সংমিলনে বালিকে বধ করিয়া রাজ্যলাভ করতঃ পরমসুখ অনুভব করিল। হে দেব, আমরা অনির্ব্বচনীয় ও অপ্রমেয় ক্লেশ পাইয়া কৃষ্ণানুকূল্যে দুর্জ্জয় অরিকুল ক্ষয় করিয়া সবসু বসুন্ধরা মহারাজকে সমর্পণ করিলাম. অতএব এক্ষণে শোক সম্বরণপূর্ব্বক হস্তিনাপুরে গমন করতঃ রাজ্যভার গ্রহণ করুন. কেননা প্রজাগণ অনুক্ষণ মহারাজের শ্রীচরণ দর্শনের প্রতীক্ষা করিতেছেন। আর ইহাও কথিত আছে যে স্বামী ও সুহৃৎ ও সৈন্য ও কোষ. ইহারা পরস্পর উপকারকত্বহেতু রাজ্যাঙ্গ হয়। ইহার মধ্যে স্বামী অর্থাৎ রাজাই প্রধান। যেহেতুক, রাজাব্যতিরেকে রাজ্যের অন্যান্য অঙ্গ সকল পক্ষাঘাত রোগির অঙ্গের ন্যায় অবসন্ন হইয়া শীঘ্র অকর্ম্মণ্য হয়। কেননা রাজাবিহীন সুহৃৎ ও সৈন্য ও কোষ ইহাতে কোন উপযোগিতা নাই। বরং কর্ণধারবিহীনা নৌকা যেমত শীঘ্র দুস্তর তরঙ্গে মগ্না হইয়া অদৃশ্যা হয়, সেইমত রাজাহীন রাজ্য ঝটিতি শত্রুগণকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ব্যাপাদিত হয়। আর রাজা রক্ষাহেতু সৈন্যের

সাহায্য অতিশয় প্রয়োজনীয়, এবং কোষহইতে সৈন্যের সংস্থাপন হয়, এতাবতা সৈন্য ও কোষ এতদুভয়ই রাজ্যের উপকর্ত্তা হয়। আর সুহৃল্লোক ব্যতীত রাজ্যের সংরক্ষণ হইতে পারে না। কেননা তাঁহারা স্বভাবতঃ স্বামির হিতাভিলাষীহেতু সর্ব্বদা নিরপেক্ষ হইয়া অস্বার্থপর ও তত্ত্বজ্ঞ মন্ত্রির ন্যায় রাজাকে অনুক্ষণ ন্যায়েতে প্রবৃত্ত করান। কেননা যে রাজার সুহৃৎ লোক ও হিতাভিলাষি মন্ত্রী নাই, সেই রাজা অন্যায়রূপ বায়ুতে বিক্ষিপ্ত হইয়া বিপদরূপ সমুদ্রে মগ্ন হয়। আর সংসার স্বল্পকাল স্থায়ী, তাহাতে পরার্থে প্রাণের বিয়োগ পুণ্যপ্রযুক্তই হয়, ইহা বিবেচনা করিয়া অতি বড় সুহৃৎ লোকেরা স্বদেহপাত করিয়া স্বামির উপকারে রত হয়েন। যেমত বীরবাহুর রাজলক্ষ্মী স্থাপনার্থে ক্ষতিধর করিয়াছিলেন।

যুধি। হে ভ্রাতঃ তুমি মহাসত্ত্ব, অতএব বিদ্যাধরীগণকর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া স্বর্গের সুখ অনুভব কর। যেহেতুক সুরলোকের আধিপত্য তোমাতেই অর্হে। ক্ষতিধর বীরবাহুর রাজলক্ষ্মী কিরূপে সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা আমাকে কহ।

অর্জ্জুন। মহারাজ, তবে মনোযোগ করুন। ক্ষতিধর নামে কোন রাজপুত্র বহুকাল বীরবাহু নৃপতির বাহুচ্ছায়াতে থাকিয়া অতিশয় বিশ্বাসের স্থল হইয়াছিলেন। বীরবাহু তাঁহাকে প্রতি দিন পঞ্চশত সুবর্ণ দিতেন। ক্ষতিধর মহাসত্ত্ব। তিনি প্রাপ্তার্থের বহ্বংশ দেবতা ও দ্বিজের উদ্দেশে ব্যয় করিয়া তাহার কিয়দংশ দরিদ্রগণে দান করিতেন, ও পরিশিষ্ট স্বল্পাংশ আত্ম সুখার্থে ব্যয় করিতেন। আর এইরূপে প্রাপ্তার্থের প্রতিদিন পর্য্যাপ্তি করিয়া রাত্রিকালে আপন নিয়ম্বা বীরবাহুর শয়ন মন্দির রক্ষা করেন। এক দিবস ঘোর নিশীথে নৃপতি প্রাসাদহইতে নগরের পারে সকরুণ রোদন শুনিয়া ক্ষতিধরকে কহিলেন যে হে বীরনন্দন ক্রন্দনের অনুসরণ ক্রমে গমন করিয়া ইহার তথ্য জান। ক্ষতিধর প্রণাম পুরঃসর অসিহস্ত হইয়া বহির্গমন করিলে রাজাও অলক্ষিত-

রূপে তাঁহার অনুগমন করিলেন। পরে রূপ যৌবন সম্পন্না ও সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিতা রোরুদ্যমানা কোন স্ত্রী ক্রতিধরকর্ত্তৃক নিরীক্ষিতা হইয়া পৃষ্টা হইলেন যে কান্ত্বং, আপনি কে ও কি কারণ এই ঘোরনিশীথে অরণ্যমধ্যে রোদন করিতেছেন। তিনি কহিলেন যে আমি বীরবাহুর রাজলক্ষ্মী, বহুকাল তাহার আশ্রয়ে থাকিয়া ইদানীং অন্যত্র গমন করণের প্রয়োজন হওয়াতে বিবশা হইতেছি। ক্রতিধর প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন যে হে বিশ্বময়ি বীরবাহুর ভবনে কিসে আপনকার পুনঃস্থিতি হয়, তাহা আমাকে কহুন্। মহালক্ষ্মী কহিলেন যে বহু গুণের আকর সুরেশ নামে আপন সুতিকে যদি সর্ব্বমঙ্গলার নিকটে বলি দেও, তবে বাহুগৃহে আমার পুনর্ব্বার বহুকাল বাস হইবেক, ইহা কহিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলেন। ও ক্রতিধর আপন গৃহে গিয়া স্বীয় ভার্য্যা ও পুত্রকে এই সমস্ত জ্ঞাত করিলে সুরেশ সানন্দে ক্রতিধরকে কহিলেন যে হে পিতঃ আমার আয়ুর অবসানে যদি বীরবাহুর রাজলক্ষ্মীর পুনঃস্থিতি হয়, তবে আমার অনিত্য ও মলবাহি দেহের সার্থক। আর ইহাও অতি কর্ত্তব্য, নতুবা রাজদত্ত অতি বড় বেতনের কিরূপে নিস্তার হইবেক, ও ক্রতিধরজায়া ইহা শুনিয়া আনন্দে অশ্রুপাত করিলেন। তদন্তর সময়োচিত আয়োজন করিয়া সকলে সর্ব্বমঙ্গলার মন্দিরে গেলে সুকুমার গললগ্নীকৃতবাসা হইয়া জনক জননীকে অভিবাদনপূর্ব্বক দেবীকে কহিলেন যে হে মাতঃ সর্ব্বমঙ্গলে, আমার আয়ুর অবসানে বীরবাহুর রাজলক্ষ্মীর চিরকাল অবস্থিতি হউক। ইহা কহিয়া পিতাকে ইঙ্গিত করিলে ক্রতিধর খড়্গ ধরিয়া পুত্রকে বলি দিলেন। অনন্তর পুত্রহীনের জীবন অকারণ, ইহা কহিয়া সর্ব্বমঙ্গলার সম্মুখে অসি ধরিয়া আপনার শিরশ্ছেদন করিলেন। পরে ক্রতিধরজায়া ইহা অবলোকন করিয়া পতি পুত্রবিহীনার দেহ ধারণ বৃথা ইহা কহিয়া সেই খড়্গ দ্বারা আপনার মস্তক কাটিলেন। এবং এই সমস্ত দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন বীরবাহু কহিলেন যে এই ক্রতিধর মহা-

সজ্জ, ও সুরেশ নামা সুকুমার অদ্ভুত সন্তুব, ও কুতিধর জারা মহাসতী আর এবম্প্রকার সুহৃৎগণে বঞ্চিত হইয়া রাজ্যধন ও জীবন সকলি অকারণ বোধ হয়। ইহা আলোচনা করিয়া বীরবাহু সবারি নেত্রে সর্ব্বমঙ্গলার সম্মুখে গিয়া কহিলেন যে হে বিশ্বজননি, ইহারা অতিশয় সুহৃৎ, অতএব আমার আয়ুর শেষে সদারাপত্য এই কুতিধর বাঁচুক। ইহা কহিয়া রাজা আপনার শিরশ্ছেদন করিবেন এই মনে করিয়া ভূমিহইতে খড়্গ তুলিয়া লইলে সর্ব্বমঙ্গলা বীরবাহুর হস্ত ধরিয়া কহিলেন যে হে রাজন্ আমি প্রসন্ন হইলাম। রাজলক্ষ্মী তোমার গৃহে চিরকাল অবস্থিতি করুন্ ও সদারাপত্য এই কুতিধর বাঁচুক। ও তদনুসারে সদারাপত্য কুতিধর পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইলে বীরবাহু অলক্ষিতরূপে ও অতিশয় হর্ষে, স্বীয় মন্দিরে গমন করিলেন. ও কুতিধর সপরিবার আপন গৃহে আইলেন। পরে পরদিন পূর্ব্বাহ্নে কুতিধর পূর্ব্ব বৃত্তান্ত গোপন করিয়া বীরবাহুকে এই বিজ্ঞাপন করিলেন যে মহারাজ, রাজলক্ষ্মী আপনকার গৃহে চিরস্থায়িনী হইবেন। বীরবাহু সানন্দে কুতিধরকে আলিঙ্গন দিয়া কহিলেন যে আমি আমূলাৎ সমস্ত নিরীক্ষণ করিয়াছি। হে বীরনন্দন, তুমি মহাসত্ত্ব. অতএব কর্ণাট দেশের রাজা হও. ইহা কহিয়া বীরবাহু কুতিধরকে কর্ণাটপ্রদেশের আধিপত্যে অভিষিক্ত করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ। যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন যাহা কহিলেন তাহা অতি সত্য। ও হস্তিনার লোক আপনকার অদর্শনে অতিশয় অসুখী আছেন। অতএব যেমতে কালবিলম্ব না হয় এমত সত্বরতাপূর্ব্বক স্বরাজ্যে গমন করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করুন। নিত্য শঙ্কিত ও শোকপর লোকেরা নিরন্ত দুঃখভাগী ও ভ্রষ্টলক্ষ্মী হয়েন। হে যুধিষ্ঠির ইহা সত্যং। আর সংগ্রাম না করিলে যদি শমনের শঙ্কা না থাকিত, তবে তোমার অবসাদ অমূলক বোধ করিতাম না। অতএব প্রাণ ধারণ করিলেই যখন মৃত্যুর নিশ্চয়তা আছে তখন তাহার কালাকাল বিবেচনা করিয়া পরিণত প্রজ্ঞেরা কদাচিৎ মুগ্ধ হয়েন।

যুধিষ্ঠির। হে দেব, ইহা অপ্রকৃত নহে কিন্তু পতি পুত্রবিহীনা যুবতী নারীগণের ক্রন্দনে নিত্য উপক্রুত সেই হস্তিনাপুরী এক্ষণে অতিশয় ক্লেশকরী হইবেক। বিশেষতঃ বসুমতী অতঃপর বীরশূন্যা এবং বিধবার রোদনে আর্দ্রীভূতা হইয়াছেন। হে শ্রীপতে, এক্ষণে যে গ্রামে ও নগরে নারীরা রোদন করিতেছেন না সে অতি বিরল। আর এই মহৎ সংগ্রামে জয়যুক্ত হইয়াও আমরা স্বগৃহে সানন্দ নহি। দেখুন, কর্ণশোকে কুন্তীমাতা কাতরা ও পুত্রশোকে পাঞ্চালী বিলাপপরা, এবং পতিশোকে আপন্নসত্ত্বা বিরাটদুহিতা ধরাশায়িনী হইয়াছেন। অতএব শত্রুগণে সংহার করিয়া আমরা কাহার হর্ষের মূল হইয়াছি, তাহা কহুন। হে যদুপতে, যে কার্য্যে বহু জনের অবসাদ জন্মে তাহাতে কদাপি কল্যাণ নাই। অতএব পৃথিবীস্থ নারীগণের অশ্রুপাত করিয়া যে সিংহাসন ও রাজ্য লাভ করিলাম সেই কণ্টকময় আসন ও প্রাসাদহইতে আমি কুশাসন ও কুটীর সুখদ বোধ করিতেছি। এইহেতু আমাকে উপেক্ষা করতঃ আপনি ভ্রাতৃগণসহ হস্তিনাপুরে গমন করিয়া ভীমার্জ্জুনকে রাজ্যাভিষিক্ত করুন। ভ্রাতৃগণ মহানুভব ও সর্ব্বপ্রকারে রাজ্যাধিপত্যেরও ভাজন বটেন।

কুন্তী। যুধিষ্ঠির তোমারদের অদর্শনে লোকেরা অতিশয় বিষণ্ণ আছেন। দেখ, যৎকালে তোমরা পাশায় পরাভূত হইয়া সস্ত্রীক অরণ্যে গমন করিলে তৎকালে তোমারদের অনির্ব্বচনীয় দুরবস্থা দেখিয়া নগরস্থেরা বনস্থহইতে মনস্থ করিল এবং অতিশয় ক্ষুব্ধ হইলে কৃষ্ণ তাহারদিগকে বুঝাইলেন যে ত্রয়োদশ বৎসরান্তে তোমরা স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিয়া প্রজাবৃন্দ পূর্ব্ববৎ পালন করিবা ও তাহা শ্রবণে লোকেরা সজল লোচনে গৃহে গমন করিল হে পুত্রবর হস্তিনার মহারাজ্যে পুনর্ব্বার মহারাজ হইয়া প্রজাগণের পালন কর। অবর তোমার অনুজ যুগল মধ্যেএক যুবরাজ হইয়া তোমার আজ্ঞাবহ হইবেক ও মহানুভব মাদ্রীপুত্রেরা কিঙ্করের ন্যায় তোমার

সেবা করিবেক। ইহাহইতে ঐহিকের অধিক ঐশ্বর্য্য অনুভূত নহে।

দ্রৌপদী। পতে, আপনারা বহুকাল অরণ্যে অশেষ কষ্ট পাইয়া অতঃপর অরিনিকরের করহইতে রাজ্যের সমুদ্ধার করিয়াছেন। অতএব ত্বরায় হস্তিনাপুরে গমন করত রাজ্যভার গ্রহণ করুন। নচেৎ আপনসন্তা উত্তরার কিরূপে ভাবি কল্যাণ হইবেক।

শ্রীকৃষ্ণ। দেবি, ইহা অতি সত্য। যুধিষ্ঠির তোমার ইন্দ্রপ্রস্থে পুনর্গমনের বহু প্রয়োজন আছে। রাজ্যহেতু রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া দ্বাদশ বৎসর অরণ্যের কষ্ট ও তদনন্তর বৎসরেক পরগৃহে বঞ্চিয়া যে নিগ্রহ ভোগ করিলা তাহা কি জন্য বিস্মৃত হইতেছ। আর একবস্ত্রা কৃষ্ণার কেশে ধরিয়া দুষ্টেরা সেই অজিত বনিতা অযোনিজা সতীর যে অসম্মান করিল তাহাও কি জন্য মনে করিতেছ না। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন স্বীয় কর্ম্মানুরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে তোমার শোক কি। অতএব যুধিষ্ঠির ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক তুমি সপরিবারে সত্বরে হস্তিনাপুরে চল।

যুধি। হে শ্রীপতে, যদি সকলের এই অভিমত, তবে এই কর্ত্তব্য।

তৃতীয় অঙ্ক।

রঙ্গভূমি হস্তিনানগরে ধৌম্য পুরোহিত ও কতিপয় নগরস্থ লোকের প্রবেশ।

ধৌম্য। দেখ, রাজা যুধিষ্ঠির, হস্তিনাপুরে শুভাগমন করিতেছেন, অতএব নগরস্থ লোক তোমরা উচিত বিধানে মঙ্গলাচরণ কর।

নগরস্থ লোক। দেব, রাজার শুভাগমন উপলক্ষে যথাবিহিতরূপে মঙ্গলাচরণ হইয়াছে। আর আবাল বৃদ্ধ বনিতারা নির্ন্নিমেষাক্ষ

হইয়া রাজপথ চাহিয়া আছেন যে কতক্ষণে আমারদের মহারাজের শুভাগমন হইবেক।

ধৌম্য। তোমরা ধন্য, যেহেতুক যুধিষ্ঠির পুনর্ব্বার হস্তিনারাজ্যের রাজা হইবেন।

নগরস্থ লোক। } দেব, অতিশয় সৌভাগ্যোদয়হেতু বোধ হয় সেই শুভক্ষণ সমীপ হইতেছে।

[নগরস্থেরদের প্রস্থান।

[বাবদুক ভৃত্যসহ কতিপয় ভিক্ষার্থি দ্বিজের প্রবেশ।]

দ্বিজগণ। শুনিলাম, মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজ্যে আগমন করিতেছেন। আমরা বহুদূরহইতে বহু আশা করিয়া আসিতেছি। আপনি রাজকুল পুরোহিত, কিঞ্চিন্মনোযোগ করিলেই আমারদের দীনতা দূর হইবেক।

ভৃত্য। তোমারদের দীনতা দীননাথ দূর করিতে পারেন নাই। ধৌম্যের সাধ্য কি?

দ্বিজগণ। রে নির্ব্বোধ, তুই ইহার কি বুঝিস্?

ভৃত্য। ঠাকুর, আমি ইহার না বুঝি কি! কমলা তোমারদের গ্রামে নাই। ধৌম্যের অপরাধ কি? আর শুনিতেছি যে ভীমসেন না কি রাজা হইবেন, তবে আরও প্রতুল।

দ্বিজগণ। তাহাতে অপ্রতুল কি?

ভৃত্য। অপ্রতুল কি! অপ্রতুলসমূহ! সে অতিশয় কষা লোক।

দ্বিজগণ। রে নির্ব্বোধ, যে জন বাহুবলে পৃথিবী শাসন করিতে শক্তি রাখে কিঞ্চিৎ অর্থের দ্বারা কএক জন ব্রাহ্মণকে অদৈন্য করিতে তাহার কোন্ বিচিত্র কথা।

ভৃত্য। যদি করে, তবে বিচিত্র নহে, কিন্তু করাই বিচিত্র। আর যদি তোমারদের অদৈন্য করিতে কাহারো ক্ষমতা থাকিত, তবে তোমারদের সপ্তম পুরুষপর্য্যন্ত কখন ভিক্ষুক হইতা না। কেননা মরুত, মান্ধাতা, বলিপ্রভৃতিও রাজা হইয়াছিলেন, এবং তোমারদের পূর্ব্বপুরুষেরাও তখন ভিক্ষুক ছিলেন।

কশ্চিৎ দ্বিজ। ওহে বাচস্পতে, এই বেটাকে সঙ্গে আনিয়া বড় দুষ্কর্ম্ম

হইয়াছে। এই বেটা সঙ্গে থাকিলে কাহারও এক কাকিণীর ভরসা নাই। দাতা দান করিতে চাহিলেও এই বেটা প্রতিষেধক হইবেক। তোরে সঙ্গে আসিতে কে বলিয়াছিল? উচ্ছন্ন যা।

অপর ভৃত্য। ঠাকুর, আমিতো তখনি কহিয়াছিলাম যে হারাকে সঙ্গে নিও না। এবেটা বড় ভাঙ্গা।

ভৃত্য। আমিও কহিয়াছিলাম যে আমি সঙ্গে যাইব না। আপনকার ব্রাহ্মণী কহিলেন যে হারা সঙ্গে যাউক। আপনি তাহাতেই কৃতার্থ হইলেন। আমি সঙ্গে থাকিলেই সত্য কথা কহিব, তাহাতে যাহার ভাগ্যে যাহা হউক-বা-না হউক। রাজা যুধিষ্ঠির রাজ্যে আসিবেন, ইহা কি আপনি ঘরে বসিয়া শুনিয়াছিলেন, যে বহুদূরহইতে বহু আশা করিয়া আসিয়াছেন। নগরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে ওহে বাপু এখানে কিসের গোল? তাহাতে এক জনা আপনারদিগকে কহিল যে মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজ্যে আসিতেছেন, তাহাতেই লোকে কোলাহল করিতেছে। ও ভাগ্যক্রমে আপনারা ধৌম্য মহাশয়ের দর্শন পাইয়া বাগাড়ম্বর আরম্ভ করিলেন। হারা বড় মন্দ।

দ্বিজগণ। ঠাকুর, [ধৌম্যের প্রতি] আমরা অদ্য অনশনে আছি; কিঞ্চিৎ আহারের আজ্ঞা করিয়া দিলেই পরিতুষ্ট হই।

ভৃত্য। তোমরা অদ্য আহার কর নাই? প্রভো, ইঁহারা সকলেই মধ্যাহ্ন-ভোজন করিয়াছেন। যখন ঘরে থাকেন, তখন এক সূর্য্যে প্রায় দুইবার আহার করেন না, কিন্তু যখন বাহিরে থাকেন, তখন এক সূর্য্যে দ্বাদশবারও হইয়া থাকে। অর্থাৎ আহার উপস্থিত হইলেই খান, বারের নিয়ম নাই।

দ্বিজগণ। কি পাপিষ্ঠ! তুই আমারদিগকে কখন এক সূর্য্যে দ্বির্ভোজন করিতে দেখিয়াছিস্?

ভৃত্য। দুইবারের ন্যূন্ তো কখনই দেখি নাই, অধিক কত দেখিয়াছি, তাহা কত কহিব।

দ্বিজগণ। হে দেব, এই পাপিষ্ঠের বাক্যে আমারদিগকে অশ্রদ্ধা করিবেন না আমরা সকলেই ব্রহ্মকুলে জাত।

ভৃত্য। তাহা যথার্থ বটে। কিন্তু ব্রহ্মনিষ্ঠামাত্র নাই। বাচস্পতি ঠাকুর কহুন্ না যে আমি প্রাতঃসন্ধ্যা করিয়াছেন কি না।

দ্বিজগণ। রে মূর্খ, প্রাতঃসন্ধ্যা সকলেই করিয়াছে।

ভৃত্য। তবে আমিও করিয়াছি। যেমত আমি করিয়াছি, সেইমত আপনারাও করিয়াছেন।

দ্বিজগণ। তুই কেন করিবি। তোর কোন্ পুরুষে সন্ধ্যা করিয়াছে?

ভৃত্য। তা বটে, কিন্তু আচার ব্যবহারে তোমারদের অপেক্ষা ন্যূন কিসে? তুমি যে আহ্নিক না করিয়া সে দিবস বদরী ভক্ষণ করিলা। কহ করি নাই?

দ্বিজগণ। প্রভো, এই ব্যক্তি বাতুল, যাহা মুখে আইসে তাহাই কহে। ইহার বাক্যে আমারদের মর্য্যাদার করিবেন না।

ধৌম্য। ফলতঃ কলির আগমনে ইদানীং দ্বিজাতিরা আচারভ্রষ্ট হইতেছেন। এপক্ষে আমি ইহাকে অত্যন্ত উত্তর কহিতে পারিলাম না। সে যাহা হউক, মহারাজের শুভাগমন হইলে আপনারা হারস্থ হইবেন পরে অবশ্যই অভিলষিত দান প্রাপ্ত হইবেন।

দ্বিজগণ। হে গুরুদেব, আপনি মহাসজ্জ, আমরা নমস্কার করিলাম। ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণই গতি।

[ধৌম্য প্রস্থান করেন।

ভৃত্য [উত্তরায়।] প্রভো আমিও সমভিব্যাহারে আসিব, কেননা যদি কোন কথা জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন হয়, তবে আমা ভিন্ন অন্যের বাক্যা তাহার সম্ভব হইবেক না।

দ্বিজগণ [সক্রোধে।] এই বার গৃহে গমন করিয়া তোর শ্রাদ্ধ করিব, আর দিন কতক অপেক্ষা কর।

ভৃত্য। আমি তাহাতে নিশ্চিন্ত আছি, কেননা যখন মৃত পিতা মাতারও কস্মিন্ কালে শ্রাদ্ধ কর না তখন প্রতিবাসির যে শ্রাদ্ধ করিবে তাহার সম্ভাবনা কি। আর অভিশাপ দিয়া যে ভস্ম করিবে, তাহারও ভয় নাই, কেননা কর্ত্তা মহাশয়দিগের যে কিঞ্চিৎ অগ্নি ছিল, তাহা মহাশয়রা নির্ব্বাণ করিয়াছেন। এক সময়ে আপনারদের সহযোগি এক ব্রাহ্মণ সক্রোধে

কোন নির্দোষি শূদ্রকে অভিশাপ দিলেন যে রে পাপাত্মা অদ্য সূর্য্যাস্ত হইবার পূর্ব্বে তোমার উত্তম গৃহ জতু গৃহের ন্যায় দগ্ধ হইবে। কিন্তু দিবাবসানপর্য্যন্ত তাহার কোন উপক্রম না দেখিয়া দ্বিজবর সন্ধ্যার সময় আপনি গিয়া তাহার গৃহে অগ্নি দান করিলেন-ইত্যবসরে অন্যায়গ্রস্ত গৃহস্থ অগ্নিসহ ব্রাহ্মণকে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ঠাকুর এ কি! তবে তুমিই আমার গৃহে অগ্নি দান করিয়াছ। ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন যে হাঁ, অগ্নি তো আমিই দিয়াছি। রে মূর্খ, এক্ষণে কেবল বাক্যের দ্বারা কার্য্যের সিদ্ধি হয় না তাহার সহিত কায়িক শ্রমেরও আবশ্যক হইয়াছে; পরে তাঁহার অনুবর্ত্তি ব্রাহ্মণেরা কহিলেন যে ইনি আততায়ী নহেন, এইরূপ কায়িক শ্রমের ব্যবস্থা আছে বটে। সুতরাং অন্যায়গ্রস্ত গৃহস্থ গৃহে অগ্নি দিবারও ব্যবস্থা আছে, শুনিয়া নিরুত্ত হইয়া আপন গ্রহ মানিয়া গৃহে গমন করিলেন।

দ্বিজগণ। বাপু, উত্তম করিয়াছ, এক্ষণকার পণ্ডিত তাই বটে। কিন্তু কিঞ্চিৎকাল তুমি মৌনাবলম্বন না করিলে আমারদের সকলকেই রিক্তহস্তে গৃহে যাইতে হইবেক। যাহা হউক, এক্ষণে সকলে রাজবাটীর সমীপে চল। মহারাজ, আগমন করিতেছেন।

[সর্ব্বেষাং প্রস্থানং।

চতুর্থ অঙ্ক।

রঙ্গভূমি, কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডব শিবির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ, ও পঞ্চপাণ্ডব, ও ব্যাসদেব ও কুন্তী ও দ্রৌপদী ও উত্তরার প্রবেশ।

যুধিষ্ঠির। মুনে, আমরা অভিবাদন করিতেছি।

ব্যাস। যুধিষ্ঠির, তুমি সত্বরে হস্তিনাপুরে গমন কর, যেহেতুক তোমারদিগের বহুকাল বিচ্ছেদে প্রজাগণ অতিশয় মানস ক্লিষ্ট হইয়াছে।

যুধি। মুনে, সেই উপক্রুত গৃহে গিয়া আমরা কি মঙ্গল অনুভব করিব, দেখুন, পঞ্চ পুত্রবিবর্জ্জিতা পাঞ্চালী গৃহে গিয়া ধরা-শায়িনী হইবেন; ও পতিশোকার্ত্তা বিরাটদুহিতা পরিতাপ-পূর্ব্বক ক্ষিতিতে পড়িবেন; ও কর্ণশোকে কাতরা কুন্তী মাতা নেত্রনীরে আর্দ্রীভূতা হইয়া অনুক্ষণ অবনি অবলম্বন করিবেন। রাজ্যলুব্ধ হইয়া আমি আবাল বৃদ্ধ বনিতার চির-পরিতাপের বীজ রোপণ করিলাম। যেহেতুক মহা গুরু পিতামহ অর্জ্জুনের বাণে ম্রিয়মাণ হইলেন। আর সেই ভ্রাতার মহা বাণে আচার্য্যের ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পতন, ও বৃকোদর হস্তে অন্ধরাজের শত পুত্রের নিধন হইল। আর এতদ্ভিন্ন পুত্র পৌত্র ও জ্ঞাতি গোত্র যত পড়িল, তাহার কত সংখ্যা করিব। অতএব, এই পরিতাপ পয়োধি জলে প্লাবিত রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া বৃথা মহোন্নতি অন্বেষণে কি স্বচ্ছন্দ বোধ করিব। বরং অরণ্যে গমন করিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল যোগ সাধনে যাপন করি, এই আমার ইচ্ছা, কেননা এইরূপ ধরাধিপত্যে ঐহিকের কল্যাণ নাই ও ঐরূপ কার্য্যে পারত্রিকের মঙ্গল আছে।

ব্যাস। যুধিষ্ঠির, ধৈর্য্য হও. বারিবিম্বের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর এই অলীক সংসারে জীবমাত্রই চিরজীবী নহে। আর এই পাঞ্চ ভৌতিক কলেবর কালক্রমে অবশ্যই পঞ্চত্ব অর্থাৎ আপন২ কারণে লীন হইবেক, অতএব গত জীবে শোক করিয়া আত্মাকে ক্লিষ্ট করা পরিণত জ্ঞানবিশিষ্ট যোগিগণের সম্মত নহে। আর যথায় সংযোগ তথায় বিয়োগের অবশ্যই নিয়োগ আছে, তাহাতে কেহ বা শৈশবে, কেহ বা কৈশোরে কেহ বা বার্দ্ধক্যে কাল প্রাপ্ত হইতেছে, এবং যাহার যেমতে নিয়তি তাহার সেই মতে অবসান হইতেছে; যথা কেহ বা ব্যাধিতে, কেহ বা শার্দ্দূল ভক্ষণে, কেহ বা অহি দংশনে, কেহ বা জলে-বা-অনলে অবসন্ন হইতেছে। কলিতার্থ শরীরিদের মৃত্যু অবধারিত আছে। দেখ, প্রতি দিন শত সহস্র স্বর্ণ দান করিয়া প্রাসাদে অবস্থিত সুসেবিত রাজচক্রবর্ত্তিরা যেমত মরিতেছেন, সেইমত

নিত্য ভিক্ষোপজীবী, ও বান্ধব বিরহিত অরক্ষিত দীনেরাও কাল প্রাপ্ত হইতেছে। আর অগাধ সলিল মধ্যে থাকিয়াও মীনেরা ধীবরকর্ত্তৃক ধৃত হইয়া ব্যাপাদিত হইতেছে, এবং নিবিড় বনমধ্যে থাকিয়াও পশ্বাদিরা মৃগয়ুর পাশন্বিত মৃত্যু-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতেছে। হে কৌন্তেয়, মৃত্যুহইতে ঔষধে ত্রাণ করে না, আর অসীম স্বর্ণ দানে ও ভূমি দানেও তাহার নিবারণ হয় না। কেমনা দেখ, অতিশয় দানশৌণ্ড মরুত, মান্ধাতা, ও যযাতি ও হরিশ্চন্দ্রপ্রভৃতি রাজচক্রবর্ত্তিরা সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া কালকর্ত্তৃক গ্রাসিত হইয়াছেন। পিতৃ মাতৃ ভ্রাতৃ ও বন্ধু বান্ধবাদির যে সম্বন্ধ তাহা উভয় পথিকের মিলনের ন্যায় ক্ষণিক ও অলীক মাত্র জানিবা। হে কৌন্তেয়, কে কাহার পুত্র, ও কে কাহার পিতা, এবং কে কাহার জননী, ও কে কাহার রমণী, ইহা চিন্তা করিয়া দেখ। আর এই কর্ম্মভূমে আসিয়া মানবগণের কতবার জন্ম মৃত্যু হইয়া পুত্র পিতা ও পিতাপুত্র ইত্যাদিরূপ সম্বন্ধের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, ইহার কে নির্ণয় করিতে পারে, বরং তদ্দ্বারা ঈশ্বরের লীলাই আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। দেখ, যোগিগণ নিরবধি ধ্যানে থাকিয়াও যমকর্ত্তৃক হৃত জীবন হইতেছেন; এবং সুরসিক কাব্য-কর্ত্তারা রসাভাসে কালহরণ করিয়াও কালের করস্থ হইতে-ছেন। হে যুধিষ্ঠির, কুম্ভকারের চক্র যেমত দিবানিশি ভ্রমণ করিতেছে, বান্ধবগণের মিলন ও বিচ্ছেদ সেই মত ক্ষণিক বোধ করিবা। অতএব, এইমতে যখন আত্ম রক্ষা হওয়াও অসম্ভব, তখন পরের নিমিত্ত শোকপর হওয়ার কারণ মাত্র নাই। হে ভূপতে, এই সমস্ত তত্ত্ব কথা আমি তোমাকে কহিলাম, অতএব ধৈর্য্য হইয়া হস্তিনাপুরে গমন করত বাহু-বলে অর্জ্জিত রাজ্য মহা সুখে ভোগ কর। আমি এক্ষণে বদরিকাশ্রমে চলিলাম।

[ব্যাসদেবের প্রস্থান।

যুধিষ্ঠির [চিন্তাযুক্ত।] উৎকট শোকহেতু উন্মনা আমি এই সাম্রাজ্যের ভূরি ভার গ্রহণের কিরূপে যোগ্য হইব, এবং অনুরোধ রক্ষা করাও সর্ব্বপ্রকারে কর্ত্তব্য। দেখি।

অর্জ্জুন [নিভৃতে।] দেব, [শ্রীকৃষ্ণের প্রতি] আমি বুঝিতেছি যে জ্ঞাতি বধশোকে মহারাজ অতি বড় বিষণ্ণ, এবং এই হেতু তাঁহার উত্তমা বুদ্ধি শোক সলিলে এক কালীন মগ্না হইয়াছে, এবং রাজাকে এইরূপে বিলাপপর দেখিয়া বৃকোদরও অতিশয় ব্যাকুল, ইহাতে বোধ হয় যে ত্রয়োদশ বৎসরপর্য্যন্ত আমরা রাজ্য হেতু যে কষ্ট সহিষ্ণুতা করিলাম, তাহাতে কোন ইষ্ট সিদ্ধ হইল না। দীর্ঘকাল অরণ্যের ক্লেশ, ও বৎসরেক নীচ বেশ ধারণ করিয়া অবশেষ রাজ্য দেশ প্রাপ্ত হইলাম, কিন্তু এক্ষণে রাজা রাজ্যাধিপত্য অস্বীকার করিলেন। হে শ্রীপতে, আমি ইহাতে খিদ্যমান হইলাম। কেননা রাজ্যাধিপত্যে যদি রাজার অভিলাষ না ছিল, তবে অকারণ সমরে প্রবৃত্ত হইয়া জ্ঞাতিবৃন্দ বধ করণের কোন প্রয়োজন ছিল না। এবং অন্ধরাজনন্দনেরা পঞ্চগ্রাম পরিবর্ত্তে সংগ্রাম বিনা সূচ্যগ্র পরিমাণেও ক্ষৌণী দান করিতে অস্বীকার করিলে মহারাজের এইমাত্র বিচারের প্রয়োজন ছিল যে রাজ্যহেতু অসীম জ্ঞাতি বধ অনিবার্য্য, ও এইরূপ অকার্য্য করিয়া রাজ্যলাভ স্বীকার্য্য কি না। পরে মহারাজ যুদ্ধার্থ সম্মত হইলে এই উপলব্ধি হইল যে রাজ্যাধিপত্যে তাঁহার অভিমত আছে, এবং আমরাও প্রাণপণে যুদ্ধ করত পৃথিবী নিষ্কৌরবা করিয়া সবসু বসুমতী মহারাজকে সমর্পণ করিলাম। হে শ্রীপতে, যদি যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে পুনর্গমন না করেন, তবে আমি দুর্য্যোধনাদির নিধনে অতিশয় বিলাপ করিব, কেননা যদি রাজার রাজ্যে নিষ্প্রয়োজন ছিল, তবে জ্ঞাতিবৃন্দ বধ করণের অন্য কোন প্রয়োজন ছিল না। অতএব আপনি প্রসন্ন হইয়া রাজাকে পুনর্ব্বার এই প্রবোধ দান করুন যে যুধিষ্ঠির অচিরে হস্তিনাপুরে গমন করত অতিকষ্টে লব্ধ রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া উপাসক ভ্রাতৃগণের বাহুবলের সাফল্য করেন।

শ্রীকৃষ্ণ। পার্থ, মনস্থির কর, আমি রাজাকে এইরূপ প্রবোধ দান করিব, যে যাহাতে তাঁহার অনতিবিলম্বে ইন্দ্রপ্রস্থে গমন হয়।

অর্জ্জুন। হে দেব, আমি কৃতার্থ হইলাম।

(রাজ-বিদ্যমানে গমন করেন।

শ্রীকৃষ্ণ। যুধিষ্ঠির, মনোযোগ কর, শাস্ত্রবিৎ হইয়া তুমি কেন অজ্ঞানের ন্যায় কার্য্য করিতেছ। শোক চিরদিন সেব্যমান নহে। অতএব সন্তাপ পরিহারপূর্ব্বক হস্তিনাপুরে গমন করিয়া রাজ্যভার গ্রহণ কর। আর তাহাতেও যদি তোমার শোকের শমতা না হয়, তবে যোগ সংবাদ ও ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রবণ কর যে তদ্দ্বারা এই উৎকট শোকস্বরূপ নিবিড় মেঘমালার অচিরে বিচ্ছেদ হইয়া দিব্য জ্ঞানরূপ আলোকের উদয় হইবেক। গাঙ্গেয় অদ্যাপি বিদ্যমান আছেন ও তৎকর্ত্তৃক তোমার এই মহাশোকের উপশম হইবেক। আর পিতামহ জ্ঞানে ভীষ্মকে ভ্রম না হয়, একারণ কহি যে ভগবতী গঙ্গাদেবীর গর্ব্ভে সম্ভূত ভীষ্মদেবের দর্শনে সমস্ত পাপের বিমোচন হইতে পারে। দেবর্ষি নারদের স্থানে গাঙ্গেয় চতুর্ব্বেদ ও ষট্‌শাস্ত্র, এবং মার্কণ্ডেয় মুনির স্থানে ধর্ম্মশাস্ত্র ও পরশুরামের স্থানে ধনুর্ব্বিদ্যাভ্যাস করিলেন। অতএব ত্রিভুবনপ্রতিষ্ঠ ও মহাধর্ম্মশীল তেজোময় ভীষ্ম যাঁহার পরশে ব্রহ্মাদির সভাও পবিত্র হইতে পারে তাঁহার পদানত হও যে সেই মানবরূপী মহানুভব বসুবর তোমার সমস্ত সংশয়কে ছেদন করিয়া তোমাকে নির্ম্মল জ্ঞানদান করিতে পারেন; অতএব আর অনর্থক কালহরণ না করিয়া হস্তিনাপুরে চল। দেখ, লক্ষ২ দীন দ্বিজেরা তোমার দর্শনাভিলাষ করিতেছেন। এবং পাত্র মিত্র ও পারিষদেরা তোমার অনুক্ষণ অপেক্ষা করিতেছেন, আর প্রজাবৃন্দেরা তোমার পুনরাগমন শ্রবণে সানন্দান্তঃকরণে নির্নিমেষাক্ষ হইয়া রাজপথ চাহিয়া আছেন, আর অবশিষ্ট মহীপতির তোমার কৃপা দৃষ্টিরূপ মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিতে দণ্ডায়মান আছেন। হে কৌন্তেয়, ইহা অকিঞ্চন রাজ্য। আর একরূপ মহারাজ্য

সুখ ও সম্পদভিভোগ করিতে উদাসীন ও আশ্রমিকদিগেরও মানস লষিত হইতে পারে। বস্তুতঃ যদি ইহা কদাচিৎ অকর্ত্তব্য হইত, তবে ব্যাস নারদাদি তপোধনেরা তাহা করিতে তোমাকে কদাচ যুক্তি দান করিতেন না। এবং আমিও পরামর্শ দিতাম না।

যুধি। হে দেব, যদি আপনকার নিতান্ত এই অভিমত, তবে এই হউক, ভ্রাতৃগণ রথসজ্জা করিতে কহ।

ভীম [উল্লাসিত।] যে আজ্ঞা। [নিঃশব্দে] বুঝিলাম যে মহালক্ষ্মী অতঃপর যুধিষ্ঠিরের প্রতি সুপ্রসন্না হইলেন ও যাজ্ঞসেনীর বনকষ্ট দূর হইল। এবং বিরাটদুহিতাও ভাবি কল্যাণ অনুভব করিলেন। হে মাতঃ উত্তরা ও পাঞ্চালী সহ রথারোহণ কর, রাজা হস্তিনাপুরে গমন করিতেছেন।

কুন্তী। রে বৎসগণ, তোমরা সর্ব্বত্র কৃতকার্য্য হও, আর দেবরাজ যেমত অনুক্ষণ দনুজদিগকে দলন করিয়া সুররাজ্যে আধিপত্য করিতেছেন, সেইমত তোমরা অরিন্দম হইয়া অনুপম সুখে বসুমতী ভোগ কর।

[সর্ব্বেষাং প্রস্থানং।

পঞ্চম অঙ্ক।

রঙ্গভূমি হস্তিনানগর রাজপথে শ্রীকৃষ্ণ ও পঞ্চপাণ্ডব ও কুন্তী ও দ্রৌপদী ও উত্তরার প্রবেশ।

[পদ্য।]

শ্রীকৃষ্ণ। অনেক নগর শোভা দেখ মহারাজ।
বিবিধ বিধানে কৈল মনোহর সাজ॥
বিতান বালার্ক বর্ণ শোভে রাজপথে।
বারিতে ভাস্কর কর নরনাথ রথে॥

কদলী রোপণ করিলেক সারি সারি।
কুতুহলে জয়ধ্বনি দেয় যত নারী॥
পুষ্পমালা বনমালা নগরে নগরে।
সুবর্ণের ঘট শোভে প্রতি ঘরে ঘরে॥
রাজবর্ত্ম মনোহর করিল রচনে।
সুবাসিত কৈল পথ শীতল চন্দনে॥
হীরক প্রবালে কৈল প্রাসাদ সাজন।
বারেক অপাঙ্গ দৃষ্টি করহ রাজন॥
নানাজাতি পুষ্প হস্তে যত দ্বিজগণ।
রাজ আগমনে করে বেদ উচ্চারণ॥
কমনীয় ঘরে বাদ্য বাজে বহুতর।
রমণীর রামাগণে করে মনোহর॥
বসন্ত কোকিল জিনি সুমধুর স্বরে।
শুনিয়া সুন্দর স্বর স্মরমন হরে॥
দেখিলা অরণ্য বহু দ্বাদশ বৎসর।
উপবন দেখ রাজা নগর ভিতর॥
কুরঙ্গ তুরঙ্গ করী ভ্রমে কত স্থল।
বিহঙ্গের অঙ্গে ঢাকিয়াছে বৃক্ষদল॥
সরোবরে আচ্ছাদিল সরোজের বন।
হেরিলে হরয়ে শুদ্ধ তাপসের মন।
মধুমাসে মধুপ ভ্রমিছে মধু আশে।
যোগেশ ত্যজয়ে যোগ এই পুষ্প বাসে॥
নানাজাতি পাদপ শোভিছে তটে তার।
আনন্দে উড়ীছে দ্বিজগণ অনিবার॥
মল্লিকা মালতী লতি সেঁউতীর বন।
তাপিত শীতল তথা প্রচ্ছন্ন তপন॥
অপ্রমেয় ফলে নতশির তরুবর।
বিফল না হয় ফল শুন রাজাধর॥
অভুক্ত পথিক স্নান করি সরোবরে।
ভুঞ্জে ফল বাছে বহুপুণ্য ফল ধরে॥

মলয় অনিল সদা বহে সুশীতল।
অনল শীতল করে শীতল অনল॥
তপন তাপিত নর আসি উপবনে।
তখনি শীতল হয় শীতল জীবনে॥
মন্মথ ব্যথিত জন প্রবেশিতে বন।
অনিল অনলরূপে করয়ে দাহন॥
দক্ষিণে দীর্ঘিকা দেখ দীর্ঘে পরিসর।
অমর বাঞ্ছিত জলাশয় মনোহর॥
দেবতা পূজয়ে দ্বিজ বসি বারিধারে॥
বিশ্রান্ত পথিক বৈসে শ্রম বারিবারে॥
রজত নির্ম্মিত ঘাট্ স্তম্ভ সুচিক্কণ।
মধ্যাহ্ন কালেতে যেন দেদীপ্ত তপন॥
বামে হয় গৃহ হয় না হয় গণন।
দক্ষিণে দ্বিরদশালা দেখহ রাজন্॥
সংগ্রামে পড়িল কত না হয় বর্ণন।
তথাপিও গ্রামে হয় হস্তী অগণন॥
পশ্চাতে দেখহ রাজা অতিথির স্থান।
সাংসারিক শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম স্বর্গের সোপান॥
কিবা পুণ্য কর্ম্ম ইহা বুঝহ প্রবীণ।
কত শত দীন দ্বিজ ভুঞ্জে দিন দিন॥
উৎকৃষ্ট আবাস ভক্ষ্য ভোজ্য মনোরম।
সুরেশ বাঞ্ছিত স্থান সুখ অনুপম॥
সম্মুখে দেখহ রাজা দেবালয় রাজি।
দর্শন করহ শিব শুভ দিন আজি॥
সাক্ষাতে দেখহ চন্দ্রচূড় পরমেশ।
সার্থক হইবে আঁখি শুনহ নরেশ॥
কনক চম্পকে কুন্তী পূজিল শঙ্কর।
সেই বরে যুধিষ্ঠির তুমি রাজ্যধর॥
বিদুর আশ্রম রাজা দেখহ সম্মুখে।
তণ্ডুলের কণা যথা ভুঞ্জিলাম সুখে॥

মহাসত্ত্ব জিতেন্দ্রিয় কর্ত্তা মহাশয়।
মহিমায় মহীমধ্যে অনুপম হয়॥
মনোহর গৃহ যত দেখহ রাজন।
দ্বিজ, ক্ষত্র, বৈশ্য, শূদ্র জাতির ভবন॥
চারিদিগে চারি জাতি বসিছে সুন্দর।
মধ্যে রাজপুরী রাজা অতিশোভাকর॥
দুই ভাগে আপণ শোভিছে অগণন।
ক্রয় বিক্রয় কত কে করে গণন॥
মণি মুক্তা মরকত হীরক প্রবাল।
রজত কাঞ্চন রাশি দেখ মহীপাল॥
সম্মুখে প্রাসাদ নিজ দেখ যুধিষ্ঠির।
দুর্গম পরিখা গড় বেষ্টিত প্রাচীর॥
দুর্গের দক্ষিণে শোভে পুষ্প উপবন।
ধনু হস্তে অনুচর করিছে রক্ষণ॥
বসন্তে প্রফুল্ল ফুল দিবস সর্ব্বরী।
অতনু করয়ে রক্ষা পুষ্প ধনু ধরি॥
সুরাসুর যক্ষ রক্ষ গ্লক্ষ নাগ নর।
না করে অপেক্ষা কারু নির্ভয় অন্তর॥
ধন্য যুধিষ্ঠির তুমি হস্তিনা ঈশ্বর।
ভুবন প্রসিদ্ধ রাজ্য স্থান রাজ্যধর॥
পুণ্যনদী যমুনা জাহ্নবী বারি প্রায়।
নগর নিকটে সদা কাল বহে বায়॥
সোমবংশে হৈল বহু রাজরাজেশ্বর।
না হইল মহারাজ তোমার সোসর॥

[ধৌম্যের প্রবেশ।]

ধৌম্য। পুষ্প হস্তে দেখ রাজা বহু দ্বিজগণে।
আশীষ করিছে সবে তোমা শঙ্খ স্বনে॥
সময় উত্তম বটে পুরে প্রবেশিতে।
অবরোহ শঙ্ক ত্যাই হরষিত চিত্তে॥

কৃষ্ণেরে করিয়া অগ্রে কৃষ্ণারে লইয়া।
পুরীমধ্যে চল রাজা প্রসন্ন হইয়া॥

যুধি। তব আজ্ঞা শুভঙ্করী ধৌম্য তপোধন।
কৃষ্ণ কৃষ্ণা সহযোগে করিব গমন॥
অমোঘ দ্বিজের বাক্য ভরসা তাহাতে।
স্বস্তিবাক্য কহ ধৌম্য কুশল যাহাতে॥

[পঞ্চপাণ্ডব ও শ্রীকৃষ্ণ ও কুন্তী ও দ্রৌপদী ও উত্তরার প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম অঙ্ক।

রঙ্গভূমি হস্তিনানগর রাজবাটীতে ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয় ও বিদুর ও গান্ধারীর প্রবেশ।

ধৃতরাষ্ট্র। কহ সঞ্জয়, যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ সংমিলনে হস্তিনাপুরে আগমন করিয়া সংপ্রতি কি করিতেছেন। এবং অগণ্য জ্ঞাতি বধজন্য রাজার উৎকট শোকের শমতা হইয়াছে কি না।

সঞ্জয়। হে দেব, যুধিষ্ঠির সিংহাসনারোহণ করিয়াও জ্ঞাতি বধ শোকে অসুখী হইয়া আপনাকে অতিশয় বিষন্নের ন্যায় দর্শাইতেছেন বিশেষতঃ শর শয্যাশায়ি গাঙ্গেয়ের শোকে রাজা অনুক্ষণ বিলাপ করিতেছেন।

গান্ধারী। যুধিষ্ঠির যদ্যপি শক্র, কৃষ্ণাদির কৌশলে সমরে প্রবৃত্ত না হইলে এই ভূরি অবসাদের প্রয়োজন হইত না, ইহা আমার উপলব্ধি হইতেছে।

বিদুর। হে দেবি, এতদর্থে আমার স্বতন্ত্র জ্ঞান আছে, যে পঞ্চগ্রাম প্রদানে আমীয় অপরিণাম দর্শী পুত্রেরা পাণ্ডবকে কৃতার্থ করিলে যে অকল্যাণহেতু আপনি ইদানীং অবসাদ করিতেছেন, তাহা সুদূরীভূত হইত। আর উচিত কালে অন্তরায়

আপন পুত্রগণকে এইরূপ ব্যাপারেতে প্রবৃত্ত করাইলে আপনি অনুক্ষণ অশ্রু পূর্ণনয়না হইতেন না। হে নৃপজায়ে স্বীয় কর্মদোষে আপনারা অবসন্ন হইয়াছেন, ইহাতে দৈব কি-রূপে দোষার্হ হইতে পারেন।

সঞ্জয়। যাহা হউক, গত বিষয়ের অনুশোচ পরিত্যাগ করিয়া আ-পনারা এক্ষণে পরমার্থ চর্চ্চা করুন।

ধৃতরাষ্ট্র। হে সঞ্জয়, শোক সলিলে মগ্ন ও মায়ামুগ্ধ এই সংসারে থাকিয়া পারত্রিক কর্ম্মানুষ্ঠানে কিরূপে নিষ্ঠা হইবেক।

সঞ্জয়। তবে কিয়ৎকাল পরে গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করত যোগ সাধন করুন, এবং মহারাজের অভিমত হইলে আমিও আপনারদের অনুগমন করিব।

ধৃত। সঞ্জয়, তুমি ধন্য, আর উচিত কালে আমারদিগকে এই পরমার্থের পরামর্শদান করাতে আমরা কৃতার্থ হইলাম। সময়ান্তরে ইহার পুনর্ব্বিবেচনা কর্ত্তব্য।

[ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয় ও গান্ধারীর প্রস্থান।

বিদুর [চিন্তাগত।] আমি দেখিতেছি যে কুলক্ষয়হেতু যুধিষ্ঠির নিরন্ত শোকা-কুল, ও তদ্ধেতু ভ্রাতৃগণও অতিশয় ব্যাকুল আছেন, অতএব এই খিদ্যমান সংসারে থাকিয়া চরমের কুশল চর্চ্চা করা অতিশয় কঠিন হইবেক, এইহেতু সঞ্জয়ের পরামর্শ আমি সাময়িক ও প্রশংসার্হ বোধ করিলাম। অতএব কিঞ্চিৎকাল পরে দ্বৈপায়ন বনে গমন করিয়া জীবনের পরিশিষ্টাংশ তাপসগণ সংমিলনে যোগ সাধনে যাপন করা অবশ্য আব-শ্যক। কিন্তু যাবধি যুধিষ্ঠিরের শোকের শান্তি না হয়, তাবধি লোকালয় পরিত্যাজ্য নহে। কেননা বান্ধব বিচ্ছেদজন্য রাজার আরও অবসাদ বৃদ্ধি হইলে যুধিষ্ঠির রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া আমারদের অনুগমন করিলে অকার্য্য হইবে। ফলতঃ ইহাও অসম্ভব নহে। সম্প্রতি দেখিতেছি যে শ্রীকৃষ্ণ ও ব্যাস মহাশয় আসিতেছেন।

[শ্রীকৃষ্ণ ও ব্যাসদেবের প্রবেশ।]

দেব. আপনাদিগের সহিত সংমিলনহেতু অদ্য শুভ দিন। আমি প্রণাম করিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণ। বিদুর. তুমি মহাত্মা, অতএব অচিরে গোলোকে গমন করিয়া স্বর্গের সুখ অনুভব কর।

ব্যাসদেব। বিদুর. সংপ্রতি তোমারদের কুশল কহ?

বিদুর। মুনে. রাজা যুধিষ্ঠিরের বিষাদের অবশেষ নাই. এবং অনশনহেতু দিন২ ম্রিয়মাণ হইতেছেন। সংপ্রতি দেখুন ভ্রাতৃগণ সহ যুধিষ্ঠির আগমন করিতেছেন এবং রাজাও পূর্ব্ববৎ আপনাকে বিবক্তের ন্যায় দর্শাইতেছেন।

[যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডবের প্রবেশ।]

ব্যাস। যুধিষ্ঠির. তুমি কিজন্য এইরূপ চিন্তিত হইতেছ। এই চরাচর মধ্যে তুমি কোন্ সুখে বঞ্চিত তাহা আমাকে কহ। দেখ. সর্ব্বগুণালঙ্কৃত ও দ্বিতীয় বাসবের ন্যায় বিক্রান্ত ভ্রাতৃ চতুষ্টয় তোমার অনুক্ষণ আজ্ঞাকারী হইয়া বাহুবলে বসুমতী বশ করিয়া সবন্ধু তাহা তোমাকে সমর্পণ করিয়াছেন. বিশেষতঃ হস্তিনার উপক্রত সিংহাসন অতঃপর নিষ্কণ্টক করিয়া তোমাকে তাহাতে অভিষিক্ত করিয়া কিঙ্করের ন্যায় সকলে তোমার মহতী ইচ্ছার প্রতিপোষণ করিতেছেন. এবং ভগবান বাসুদেব যাঁহার আজ্ঞায় সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় হইতেছে. তিনিও তোমার আজ্ঞাবহন করিতেছেন। অতএব. হে কৌন্তেয়. তোমা তুল্য সৌভাগ্যবান রাজা "ন ভাবী, ন ভূতঃ"।

যুধি। মুনে. আমরা আপনাকে প্রণতি করিতেছি। আর যে জন্য আমি এইরূপ বিষণ্ণ হইতেছি. তাহা আপনকার অগোচর নহে। রাজ্যলুব্ধ হইয়া আমি পরম গুরু পিতামহ মহাশয়কে সংহার করিলাম, ও বিদ্যাদাতা দ্রোণাচার্য্য আমার দুরাশাহেতু হত হইলেন। আর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ণকে আপন অভীষ্ট সিদ্ধি জন্য নষ্ট করিলাম। ইহাতে যে পাপ ও সন্তাপের সঞ্চার হইয়াছে. তাহার প্রায়শ্চিত্তার্থে এই পাপ তনুর ক্ষয় করিয়া নিষ্কৃতি সাধন করিব।

ব্যাস। হে রাজন্, তুমি সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ ও দিব্যজ্ঞানবিশিষ্ট, অতএব তোমাকর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হওয়া অযুক্ত। বেদবিজ্ঞজনেরা কহিয়াছেন যে জ্ঞান অনন্ত প্রকার, ও জ্ঞানহইতে ধর্ম্মের উৎপাদন ও ধর্ম্মহইতে পাপের ধ্বংসন হয়। এবং সুজ্ঞান সহকারে পরমজ্ঞানিরা শমনের শক্তিহইতে মুক্তিকে পাইতেছেন। অপিচ, হে যুধিষ্ঠির, জ্ঞানের অনন্তলোচন, এবং তৎসহকারে দিব্যজ্ঞানিরা অখিল ব্রহ্মাণ্ড অবলোকন করিতেছেন। জ্ঞাতিবধ জন্য যে মহাপাপ তাহা তোমাতে অর্শে না, যেহেতুক, হে যুধিষ্ঠির, তুমি ধর্ম্মাত্মা। আর প্রজ্বলিত মহাগ্নিতে যেমত তূলারাশি নিমিষে ভস্মীভূত হয়, সেইমত ধার্ম্মিকের পাপপুঞ্জ কৃত মাত্রেই সেই ধর্ম্মস্বরূপ তেজোময় মহাবহ্নিতে দাহ হইয়া ধার্ম্মিকের দেহ পূর্ব্ববৎ নির্ম্মল ও নিষ্পাপী থাকে। দেখ, সেই বিশ্বস্রষ্টা পরমেশ যাঁহার ইঙ্গিতে এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড বারিবিম্বের ন্যায় নিমিষার্দ্ধে লয় হইতে পারে, এবং যাঁহার পুনরিঙ্গিতে সেই বিনষ্ট ব্রহ্মাণ্ড পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ হইতে পারে; এবং যাঁহার আজ্ঞায় চন্দ্র সূর্য্য ও তারাগণের উদয় ও অস্ত ও সুনিয়মে ষড় ঋতুর পরিবর্ত্তন হইতেছে, সেই পুরুষ প্রধান মানবরূপে অনুক্ষণ তোমারদের সঙ্গে থাকিয়া তোমারদিগকে রক্ষা করিতেছেন। হে কৌন্তেয়, তুমি অতি ভাগ্যবান, কেননা যাঁহার নাম স্মরণ করিয়া এই অনিত্য সংসারে পাপিরা নিত্য নিষ্পাপ ও নির্ম্মল হইতেছে, সেই নিত্য পদার্থকে তোমরা অনুক্ষণ চর্ম্ম চক্ষে দৃষ্টি করিতেছ। অতএব যুধিষ্ঠির ঔদাস্য ত্যাগ করিয়া আত্মাকে সতত রক্ষা কর, কেননা আত্মার আঘাতি ব্যক্তিরা উৎকট পাপী, ইহা অতিসত্য। বরং ব্রহ্মহত্যা ও জীব হিংসাদি মহাপাতকহইতে প্রায়শ্চিত্তদ্বারা পরিত্রাণের উপায় নির্ণীত হইয়াছে, কিন্তু আত্মঘাত জনিত অঘের নিষ্কৃতি নাই। যুধিষ্ঠির, তুমি নিষ্পাপী, অতএব নিশ্চিন্ত হইয়া পরমার্থ চিন্তা কর। আর যদি ইহাতেও তোমার ভ্রম দূর না হয়, তবে শরশয্যাশায়ি ভীষ্মের নিকটে গমন করিয়া যোগ সংবাদ শ্রবণ কর যেতদ্দ্বারা

তোমার নিবিড় সংশয়ের ছেদন হইয়া অন্তঃকরণ সুনির্ম্মল হইবে।

যুধিষ্ঠির। মুনে, আমি কৃতার্থ হইলাম। আর মহানুভব ভীষ্ম মহাশয়ের শ্রীমুখাৎ যোগ শাস্ত্র শ্রবণ করিতে আমার অভিরুচি আছে।

ব্যাস। তবে অচিরে ইহার উপায় কর, কেমনা গাঙ্গেয় আর দীর্ঘ কাল ইহলোকে স্থায়ী নহেন। আমি এক্ষণে বিদায় হইলাম।

[ব্যাসদেবের প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। যুধিষ্ঠির, তবে সত্বরে সপরিবারে ভীষ্মের নিকট গমন কর, এবং ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয় ও বিদুর ও গান্ধারীপ্রভৃতি কৌরব ও পাণ্ডব নারীগণে সঙ্গে লহ যে তাঁহারা সকলেই ভীষ্মদেবকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতে পারেন।

যুধি। দেব, ইহাই কর্ত্তব্য।

[সর্ব্বেষাং প্রস্থানং।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

রণভূমি কুরুক্ষেত্রে, ভীষ্ম শিবির মধ্যে পঞ্চ পাণ্ডব ও ভীষ্মদেব ও ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয় ও বিদুর ও গান্ধারী ও কুন্তী ও দ্রৌপদী ও উত্তরাদি নারীগণের প্রবেশ।

যুধিষ্ঠির। হে দেব, [ভীষ্মের প্রতি] চিরদিন পরে আপনাকে দর্শন করিয়া আমরা কৃতার্থ হইলাম। অতএব আমরা আপনাকে অভিবাদন করিতেছি।

ভীষ্ম। যুধিষ্ঠির, তুমি ধন্য, আর এই অচলা শ্রদ্ধাভক্তি যে উত্তমা প্রতিষ্ঠা তাহা তোমাদিগেই অর্হে। কহ, সংপ্রতি তোমার-

দিগকে কি জন্য এইরূপ বিষণ্ণ দেখিতেছি। রে বৎসগণ, তোমারদের কুশল কহ।

যুধি। হে আর্য্য, ধনাভিলাষী ও রাজ্যলুব্ধ হইয়া দুরাচারের ন্যায় আমরা যেং দুষ্কর্ম্ম করিলাম, তাহা স্মরণ্য ও তজ্জন্য আমি অতিশয় খেদাপন্ন হইতেছি। যথা মহা গুরু পিতামহ মহাশয় আপনাকে ও শিক্ষা গুরু দ্বিজাতি দ্রোণাচার্য্যকে ও অতুল সহোদর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ণকে ও মহানুভব মাতুল শল্যকে সংহার করিলাম। এবঞ্চ, গান্ধারীর দুর্য্যোধনাদি শতপুত্র আর দ্রুপদ ও সুশর্ম্মা ও সোমদত্ত ও বাহ্লীক ও বিরাট ও অভিমন্যু ও ঘটোৎকচ এবং পুত্র পৌত্র ও জ্ঞাতি গোত্র ও সৈন্য পঙ্ক্তাৰ্দ্ধ ইহারা সকলেই আমার কারণ সংহত হইল। অতএব হে গুরো, পাপসম্ভব আমি এই অতি বড় দুষ্কৃতিহইতে কিরূপে নিষ্কৃতি পাইব, তাহা না দেখিয়া এই দুশ্চিন্তারূপ অকূল পারাবার তরঙ্গে মগ্ন হইয়াছি। আর ভীমাদিকে রাজ্য ভারার্পণ করিয়া পঞ্চতপা করত যোগ বলে পাপতনুর ক্ষয় করিব এই স্থির করিয়াছি। হে আর্য্য, নিষ্ঠুর পাণ্ডবের কোটিং বাণে বিক্ষত আপনাকে এইরূপ শর শয্যাশায়ি দেখিয়াও যদি আমি সিংহাসনের লালসা করি, তবে আমা তুল্য পামর আর নাই।

[যুধিষ্ঠির অধোবদনে রোদন করেন।

ভীষ্ম। যুধিষ্ঠির, শোক সম্বরণ কর, এক সহস্র গ্রন্থে শান্তিপর্ব্বের কথন. হে রাজন্, যদি শান্ত হইয়া ঐ শান্তি কথা যৎকিঞ্চিৎ শ্রবণ কর, তবে অন্তঃপুরহইতে নিতান্ত নিঃশঙ্ক হইবা, আর অগণ্য জ্ঞাতি বধ জন্য চিত্তের যে মালিন্য হইয়াছে, তাহাও নির্ম্মল হইবে। এই অসার সংসারে শরীর নিতাই অনিত্য, ইহাতে নিরাকার ও নির্ব্বিকার এবং নিত্য নিরঞ্জন যে নারায়ণ তাহাই নিত্য পদার্থ। আর সৃজন ও পালন ও সংহার এই তিন কার্য্যের সেই চেতনরূপি ভগবানই আদি কারণ। কর্ম্মের অনুবন্ধে জীবেরা ইহলোকে বারবার গতায়াত করে,

হে কৌন্তেয়, কেহ কাহারও হর্ত্তা নহে। মিথ্যাবাক্য ও চৌর্য্য বৃত্যাদি অপকর্ম্ম করিয়া যাহারা কলুষপুঞ্জের উপার্জ্জন করে, তাহারা প্রায় দীর্ঘকালই তাহার অশুভ ফলভোগী হইয়া চরমে কোটি২ যম যন্ত্রণায় ব্যথিত হয়। ধনহইতে অহঙ্কার, ও অহঙ্কারাৎ মত্ততা ও তজ্জাৎ পাপের সৃজন হইয়া আত্ম ক্ষতি পরায়ণ পাপাত্মারা মৃত্যুর অনুরূপ ব্যাধিগণকর্ত্তৃক ব্যাপাদিত হইয়া মৃত্যুর ভোক্তা হয়। কিন্তু জন্ম মাত্রই শরীরিরা মৃত্যুর অধীন হয়েন, এবং অমরগণেরাও নশ্বর নহেন। এইহেতু পরিণত জ্ঞানবিশিষ্ট মহাজনেরা মৃত্যুজন্য শোকের প্রায় ছেদনকর্ত্তা হইয়াছেন।

যুধি। হে আর্য্য, মৃত্যু কাহাকে কহি, ও তাহা কিরূপে ত্রিভুবন অধিকার করিল, এবং মৃত্যুর স্রষ্টা কে, এবং যমরাজ কোন্ রাজ্যে অবস্থান করেন, এবং তাঁহার শাসন কিমতে এতদ্রূপ ভয়ানক হইল, অনুকম্পাপূর্ব্বক আমার এই সকল বিষয়ের সংশয় ছেদন করিতে অনুকূল হউন।

ভীষ্ম। যুধিষ্ঠির, তবে মনোযোগ কর, আমি এই অপূর্ব্ব কথা তোমাকে বিস্তারপূর্ব্বক কহিব। সেই বিশ্বস্রষ্টা যৎকালে সৃষ্টির সৃজন করিলেন, তৎকালে মৃত্যু নামে কোন পদার্থ সৃজিত হয় নাই, তাহাতে জীবলোকে সংসার ব্যাপ্ত হইলে ধরা অধীরা হইয়া প্রজাপতির নিকট গিয়া প্রণতিপূর্ব্বক কহিলেন যে হে প্রজাপতে, আমি ইদানীং অতিবড় ভারাক্রান্ত হইয়াছি অতএব রসাতলে গমন করিব। প্রজাপতি মাতাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া কহিলেন যে কাশ্যপি, অচিরে তোমার দুঃখের মোচন হইবেক। তাহাতে মাতা পুনস্তোত্রপূর্ব্বক বিদায় হইলে প্রজাপতি স্বায়ম্ভুব নামে এক পুরুষের সৃজন করিলেন। পরে প্রকৃতি সংযোগে স্বায়ম্ভুবের রুচি নামে পুত্র জন্মিলে রুচিহইতে ক্রমশঃ ভরতাদি সপ্ত পুত্রের জন্ম হইল। তদনন্তর রুচি মহাশয় সপ্ত পুত্রে সপ্তদ্বীপ দান করিলে ভরত প্রণতিপুরঃসর করপুটে কহিলেন যে হে পিতঃ আমাকে জম্বুদ্বীপ দান করিয়া কৃতার্থ কর, আর প্লক্ষদ্বীপ

যাহা অনুকম্পা করিয়া সংপ্রতি আমাকে সমর্পণ করিতেছেন তাহা পুত্রবরে প্রদান করুন। কিন্তু এইরূপে রাজ্য বিভাগ করিতে রুচির অভিরুচি না হইবায় তিনি ভরতকে অকৃতার্থ করিলেন। তাহাতে অপ্রাপ্তাভিলাষ ভরত অতিশয় ক্ষোভ-ক্রোধে রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক গিরিশিখরে গমন করত অনশনে ও মুদিত নয়নে বহুকাল ভগবান চতুরাস্যের আরাধনা করিলে পদ্মাসন প্রসন্ন হইয়া সেই ধ্যানপরায়ণ তেজোময় ভরতের সামীপ্য হইয়া কহিলেন যে হে মহোদয় তোমার তপস্যার প্রয়োজন কহ। তাহাতে ভরত মৌনাবলম্বন করিলে পদ্মযোনি মুহুঃ২ তাপসকে বরদান করিতে উন্মুক হইলেন, কিন্তু ঐ রাজর্ষি স্রষ্টার অভ্যর্থনা করিলেন না, তাহাতে চতুরানন অতিশয় ক্রোধযুক্ত হইয়া গমন করিলেন ও এই কালে তাঁহার নেত্রানলে অতিবড় ভীষণ ও অতিকায় অসুরের উৎপাদন হইল। তাহাতে ধরিত্রী পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিক ভারাক্রান্তা হইয়া পুনর্ব্বার সকাতরে ভগবান বিরিঞ্চির নিকটে গিয়া অবনতিপূর্ব্বক আত্মনিবেদন করিলেন যে হে বিভো, আমি নিশ্চয় রসাতলে গমন করিব, যেহেতুক অসুরের ভূরি ভারে আমি ইদানীং আরও ক্লিষ্ট হইয়াছি, ইহা কহিয়া ধরিত্রী সনীর নেত্রে ধাতার বহুস্তোত্র করিলেন। পরে পদ্মাসন বহু প্রবোধ প্রদানপূর্ব্বক পৃথ্বীকে কহিলেন যে হে বসুন্ধরে, তুমি এক্ষণে স্বস্থানে প্রস্থান কর, আমি অচিরে ইহার উপায় করিব, ইহা শুনিয়া অবনতিপূর্ব্বক অবনি বিদায় হইলে বিধাতা চিন্তিত হইয়া ভূতলে বসিলেন, ও এই কালে স্রষ্টার ললাটে শ্রম বারির সৃজন হইয়া তাহা ভূতলে পড়িল, ও তাহাতে এক অতি বড় বিকট ও অপ্রসন্ন মূর্ত্তির উৎপাদন হইল ও ব্রহ্মা তাহাকে মৃত্যু বলিয়া আখ্যা দিলেন। তদনন্তর এইরূপে ভূমিষ্ঠ হইয়া সক্রোধে কম্পবান মৃত্যু আপন স্রষ্টাকে কহিলেন যে হে পিতঃ আমি অদ্য চরাচরস্থ যাবজ্জীবে ভক্ষণ করিব, অতএব অনুকম্পা করিয়া আমাকে তদর্থে অনুমতি করুন। বিরিঞ্চি ঈষদ্ধাস্যপূর্ব্বক কহিলেন যে এইরূপ করিলে

আমার সৃষ্টি স্বল্পকালেই নষ্ট হইবে। তুমি যেরূপে আধি-পত্য করিবা, আমি এক্ষণেই তাহার নির্ণয় করিব, ইহা কহিয়া বিধাতা ঐ মৃত্যুর অনুরূপ অথচ অতি বড় ভীমরূপ চতুঃষষ্টি ব্যাধি সৃজন করিলেন। অনন্তর, ব্যাধিগণ বিধাতাকে জিজ্ঞাসা করিল যে হে বিভো, আমরা কোন্ কর্ম্ম সাধন করিব। বিধাতা কহিলেন যে তোমরা মৃত্যুর আজ্ঞাধীনে থাকিয়া সম্প্রতি ভূমণ্ডলে গমন করত ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝিয়া জীবগণের দেহে অবস্থান কর। আর এতদর্থে আমি তোমারদিগকে চতুর্দ্দশ ভুবন অর্পণ করিলাম, তোমরা স্বেচ্ছাচারে সর্ব্বত্র অধিকার কর, ইহা কহিয়া সমীপবর্ত্তী মৃত্যুর সহিত চতুঃষষ্টি ব্যাধির মিলন করাইলে তাহারা পরস্পর, ও মৃত্যুর সহিত আলিঙ্গন করিল। অনন্তর বিধাতা ব্যাধিগণকে কহিলেন যে এই মৃত্যু তোমারদিগের অধিপ, ইহা শুনিয়া চতুঃষষ্টি ব্যাধি বিধাতাকে, এবং অধিরাজ মৃত্যুকে ধরাবনত প্রণতিপূর্ব্বক প্রফুল্ল চিত্তে পৃথিবীতে আগমন করিলেন। তদনন্তর মৃত্যু করপুটে ভগবান বিরিঞ্চিকে প্রশ্ন করিলেন যে হে পদ্মাসন আমি সংপ্রতি কোন্ দেশে কোন্ স্থানে অবস্থান করিব, তাহাতে বিধাতা বিধান করিলেন যে দক্ষিণ রাজ্যে চারিদ্বার বিশিষ্ট, অথচ বৈতরণী নামে স্রোতস্বতীকর্তৃক বেষ্টিত প্রেত পুরী নামে মনোহর স্থান তদর্থে সৃজিত হইয়াছে, তুমি ঐ স্থানে গমন করত যমরাজের আজ্ঞাবহ হও। ইহা শুনিয়া মৃত্যু হৃষ্টচিত্তে প্রজাপতিকে প্রণামপূর্ব্বক পুনর্ব্বার পূর্ব্বপক্ষ করিলেন যে হে বিভো ভূমণ্ডলে কিন্তর ব্যাধিগণের অধিকার কি, তাহা আমাকে কহুন, তাহাতে বিরিঞ্চি আজ্ঞা করিলেন যে পশু পক্ষী কীট করী নাগ নরাদি করিয়া যাবজ্জীবেই ব্যাধিগণের অধিকার আছে, এবং কর্ম্মসূত্রে তাহারা ব্যাধি-গণকর্তৃক বাধিত, ও তোমাকর্তৃক ব্যাপাদিত হইয়া প্রেত পুরে আনীত হইবে। ইহা শ্রবণে মৃত্যু পরম কারুণিক পদ্মাসনকে প্রণাম করিয়া পরমানন্দে ব্যাধিগণের অনুগমনে জীব লোকে আগমন করিয়া চতুঃষষ্টি ব্যাধির অধিকার চর্চা

দৃষ্টে পরিতুষ্ট হইয়া ভক্তাবরে প্রেতপুরে গমন করিলেন।

যুধিষ্ঠির। হে আর্য্য, মৃত্যু ও ব্যাধিগণের জন্ম ও চরিত্র কথা শুনিয়া আমরা চরিতার্থ হইলাম। এক্ষণে, প্রেতপুরীর রচনা কিরূপ, তাহা শুনিতে আমারদিগের অতিরুচি আছে।

ভীষ্ম। যুধিষ্ঠির, তবে শুন। যমরাজের পুরী অতি প্রসিদ্ধ ও তাহার পরিমাণ ষোল শত যোজন ও বিচিত্র বর্ণে চিহ্নিত ও দৃঢ় নির্ম্মিত। এই যম রাজ ধর্ম্মাধ্যক্ষ, এতাবতা জীবগণের ধর্ম্মাধর্ম্মের ও পাপপুণ্যের পরিমাণ ও বিচার করিয়া কৃত কর্ম্মের ভোগের নির্দ্ধার করিয়া থাকেন। ও চিত্রগুপ্ত নামে মহাধীসচিব জীবগণের শুভাশুভ কৃত কর্ম্মের লিপি রাখেন। হে কৌরবেন্দ্র, এই ধর্ম্মাংশে তুমি জন্ম গ্রহণ করিয়া ভবলোকে আগমন করিয়াছ। আর আমি পূর্ব্বে তোমারদিগকে কহিয়াছি যে এই প্রেতপুরী চতুর্দ্বারবিশিষ্ট ও বৈতরণী নামে মহা নদীকর্ত্তৃক বেষ্টিতা হইয়াছে। ইহার রচনা অতি মনোহর। রাজা ও রাজর্ষি ও দেবর্ষি ও সন্ন্যাসী ও তপস্বীপ্রভৃতি মহানুভবেরা মর্ত্যলোকে লীলাসম্বরণ করিয়া এই পুরীর উত্তর দ্বারে সুরমানসন্নিবিত সুন্দর স্থানে অবস্থান করত স্বর্গের সুখ অনুভব করেন পশ্চিমদ্বারও এতদ্রূপ মনোহর, ও সম্মুখ সংগ্রামে পতিত ও বিক্রমবিশারদ বীর্য্যবান বীর পুরুষেরা এই দ্বারে অবস্থান করেন, এবঞ্চ দেবগণের দুষ্প্রাপ্য অপূর্ব্ব ভক্ষ্য ভোজ্য এই২ দ্বারে অপ্রমেয় ও প্রাগুক্ত ভাগ্যবানেরা তাহা সম্ভোগ করিয়া থাকেন। প্রেতপুরীর পূর্ব্বদ্বারও অতি মনোহর, হে যুধিষ্ঠির, স্বামিবৎসলা ও সতী পতিব্রতা নারীরা মর্ত্যলোক পরিত্যাগ করিয়া এই দ্বারে অবস্থান করেন। আর এই দ্বারত্রয় পাপাত্মার অদৃষ্টব্য ও অগম্য জানিবা। কেননা পৃথিবীতে যাঁহারা প্রতিষ্ঠিত পুণ্য কর্ম্ম করিয়া মহাত্মাগণের মধ্যে গণ্য হইয়াছেন কেবল তাঁহারদিগের অবস্থানের জন্যই এই দ্বারত্রয় নিয়োজিত হইয়াছে। এক্ষণে, এই প্রেতপুরীর দক্ষিণদ্বারের সংবাদ তোমাকে সংক্ষেপে ক হব যেহেতুক

সেই সংবাদ অতি অপ্রিয়। হে কৌন্তেয়, এই প্রেতপুরীর দক্ষিণ অর্থাৎ চতুর্থদ্বার পাপাত্মার আবাস ও তত্রস্থ যাবদ্বস্তু দৃষ্টে পাপিরা দিনং নিরাশ হইতেছে। প্রথমতঃ বৈতরণী নদী তাহা পুণ্যাত্মার পুণ্যদা ও চিত্তরঞ্জিকা হইলেও জ্বলদগ্নির ন্যায় তাহার বারি পাপির দেহ দাহন করিয়া থাকে। আর প্রতিষ্ঠিত গোদানাদি জন্য মহাত্মারা এই মহানদী অবলীলাক্রমে পার হইয়া নিয়োজিত যথা যোগ্য পবিত্র ভূমে গমন করিতেছেন। আর এই দক্ষিণদ্বারে কুম্ভীপাকাদি করিয়া চতুরশীতি রৌরবস্থান আছে, তাহা অতি ঘোর তিমিরাবৃত ও শৃগাল ও কুক্কুর ও বজ্রকীটাদিতে বেষ্টিত।

এই নিষ্ঠুর মাংসভুক্ জন্তুরা অনুক্ষণ পাপির দেহ মাংস খণ্ড২ করিয়া খাইতেছে, আর কঠিন লৌহাস্ত্রদ্বারা প্রেত কিঙ্করেরা অহরাশের তাড়না করিতেছে ও তজ্জন্য পাপাত্মারা উভরায় অবিরত পরিত্রাহি ডাকিতেছে। হে যুধিষ্ঠির, গোবধ, ও ব্রহ্মবধ, ও স্ত্রী বধ, ও জীবহিংসা, ও মিথ্যা বাক্য, ও চৌর্য্যবৃত্তি, ও স্থাপ্যাপহরণ ও মিত্রদ্রোহিতা ও অগম্যাগমন ইত্যাদিরূপ নানা কলুষের দক্ষিণ দ্বারই নিকেতন জানিবা; আর এই সমস্ত পাপাচার নরাধমেরা এই দ্বারে থাকিয়া আপনারদের কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ যে সমস্ত যন্ত্রণা ভোগ করে তাহা বর্ণনাতিরিক্ত। পূর্ব্বে দেবল নামে ঋষি আমাকে প্রেতপুরীর যে সংবাদ কহিয়াছিলেন, তাহা আমি তোমাকে সংক্ষেপে কহিলাম।

[পদ্য।]

দক্ষিণে দক্ষিণ দ্বার অতি ভয়ঙ্কর।
দেখিয়া পাপির প্রাণ কাঁপে নিরন্তর॥
পুরীষের কুণ্ড তথা দেখে শত শত।
কহিতে কঠিন তথা পাপী আছে কত॥
নিষ্ঠুর প্রহারে কেহ করয়ে ক্রন্দন
পুরীষের কুণ্ডে কেহে করিয়া বন্ধন॥

কোন খানে উষ্ণ জল বর্ষে জলধর ।
তপ্ত তৈল বৃষ্টি কোথা হয় নিরন্তর ॥
কোন খানে শিলাবৃষ্টি শীতে কাঁপে তনু ।
প্রহারে ব্যথিত প্রাণ পাপ অঙ্গ জনু ॥
কোন খানে বজ্র কীট অতি ভয়ঙ্কর ।
খণ্ড খণ্ড করি কাটে পাপ কলেবর ॥
কোন খানে ভূতগণ ভয়ঙ্কর কায় ।
দুর্গতি করয়ে যত লিখনে না যায় ॥
কঠোর কঠিন পাশে করিয়া বন্ধন ।
লোহার মুদগর হাতে যমদূতগণ ॥
প্রহারে পীড়িত পাপী পরিত্রাহি ডাকে ।
তথাপিও যমদূত নাহি ছাড়ে তাকে ॥
পাপির যতেক দুঃখ নাহি হয় স্থির ।
অন্তকপুরীর মধ্যে শুন যুধিষ্ঠির ॥

[গদ্য ।]

যুধিষ্ঠির । প্রভো, প্রেতপুরীর সংবাদ অতি ভয়ঙ্কর জানিলাম, আর ধর্মরাজ বার্তা শ্রবণে আমরা চরিতার্থ হইলাম । কিন্তু জীবেরা একবার এতদ্রূপ অনির্বচনীয় দুর্গতি ভোগ করিয়া জন্মান্তরে তদ্রূপ পাপাচার হইতে কিহেতু বিরত না হয়, এবং জননী জঠরে কি রূপে জন্মিয়া কিমতে-বা দীর্ঘকাল হরণ করে, তাহা আমাকে কহুন্ ।

ভীষ্ম । যুধিষ্ঠির, এই কথা অতি নিগূঢ়, অতএব মনোযোগ কর । মাতৃ উদরে ঋতু সংযোগে ও পুরুষের রস পতনে জীবের জন্ম হইয়া পক্ষাহে বিন্দুবৎ পরিমাণ ও পক্ষান্তে বদরী তুল্য ও তদনন্তর শশিকলার ন্যায় ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া মাসান্তে অঙ্কুর প্রাপ্ত হয় । কিন্তু এইকালে হস্ত পদাদির নির্মাণ না হইবায় কেবল মাংসপিণ্ডবৎ থাকে । তদনন্তর, মাসদ্বয়ে মস্তকের নির্মাণ হইয়া তৃতীয় মাসে হস্ত পদের নির্মাণ হয় । চতুর্থে লোমের সৃজন ও পঞ্চম মাসে অস্থি বৃদ্ধি হইয়া ষষ্ঠ ও সপ্তম মাসে যোগ

তিমিরাবৃত জননীজঠরে জীব ভ্রমণ করিতে থাকে। পরে অষ্টম মাসে দিব্য জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া জন্মজন্মান্তরীয় কৃত পাপ পুঞ্জ স্মরণ করিয়া মনস্তাপে ভগবানের বন্দনা করে যে হে মুকুন্দ, অনুকম্পা করিয়া যদি এইবার আমার পাপপুঞ্জের মোচন কর, তবে ভূমিষ্ঠ হইয়া তোমার সাধনা ভিন্ন কর্ম্মান্তরে প্রবৃত্ত হইব না, ও পাপাচারহইতে একান্তই বিরত হইব। আর হে চেতনরূপি ভগবন্, অচিরে এই ঘোর জঠর যন্ত্রণা-হইতে মুক্ত কর যে এই অনির্ব্বচনীয় কঠোর জনিত কষ্ট-হইতে আর ক্লেশ না পাই ইত্যাকারে পরমেশ্বরের ভাবনা করত কৃত পাপ মোচনের প্রার্থনা করে। আর এইরূপে দশমমাসপর্য্যন্ত জননীউদরে ঐকান্তিক ভগবৎ ভাবনা পরায়ণ হইয়া জন্ম মাত্রেই মায়াকর্ত্তৃক হৃত জ্ঞান হয় ও তস্মাৎ রোদন করিয়া পূর্ব্বকৃত অঙ্গীকার সমস্তই বিস্মৃত হয়। যুগ-ধর্ম্মে আয়ুর হ্রাস বৃদ্ধি, তাহাতে অধর্ম্মের সঞ্চার হইলে আয়ুর হ্রাস হইতে থাকে। আর সেইহেতু, হে যুধিষ্ঠির কেহ বা বাল্যকালে কেহ বা যৌবনে কেহ বা বার্দ্ধক্যে কাল প্রাপ্ত হইতেছে। ফলিতার্থ, যাবজ্জীবই নশ্বর, ও কর্ম্মের ফলাফলই তদর্থে প্রবল জ্ঞান করিবা, এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করিয়া ধর্ম্ম-রাজ জীবলোকের সুখ দুঃখ ভোগের বিধান করিতেছেন। আর মৃত্যু জীবমাত্রেরই অনিবার্য্য, কেননা ভগবান বিরিঞ্চি সমস্ত চরাচরই মৃত্যুর অধীন করিয়াছেন, আমি পূর্ব্বে এই সম্বাদ তোমাকে বিস্তারিতরূপে কহিয়াছি। আর কীট পত-ঙ্গাদি জীবেরাও চৌরাশী লক্ষ মধ্যে জনন ও নিধন হইতেছে, ইহাতেও, হে কৌন্তেয়, কর্ম্ম ফল মানিবা। কেননা কৃত কর্ম্মের ফল ভোগ না করিলে তাহা কোটি কল্পেও ক্ষয়কে পায় না। আর যে সমস্ত জীবেরা কর্ম্মফলে নির্ব্বাণকে না পাইয়াছে, তাহারাই কর্ম্ম ভোগ হেতু ভূয়ঃ এই কর্ম্ম ভূমে গতায়াত করিতেছে।

যুধিষ্ঠির। হে আর্য্য, আমরা চরিতার্থ হইলাম। এক্ষণে দান ধর্ম্মের বিষয়ে আমাদিগের কিঞ্চিৎ শুনিতে অভিলাষ হইতেছে।

ভীষ্ম। যুধিষ্ঠির, তোমার যাহাতে অভিরুচি হয়, আমি তাহাই কহিব, অতএব মনোযোগ কর। ভূমিদান ও বৃত্তিদান দিয়া যে মতিমান বিপ্রকে পরিতুষ্ট করেন তাঁহার পুণ্য ফলের পর্য্যাপ্তি নাই, হে কৌন্তেয় ইহা অতিসত্য। বরঞ্চ বারিধির বিপুল বিস্তীর্ণ বালুকারও সংখ্যা করা যায়, কিন্তু এবম্বিধ পুণ্য ফলের সংখ্যা করা যায় না। ইহার এক অপূর্ব্ব উপাখ্যান কহি, শুন। কুণ্ডীনগরে পূর্ব্বে সুঘোষ নামে এক তাপস বাস করিতেন। তাঁহার অষ্ট ভার্য্যার গর্ব্ভে এক শত কন্যাপুত্র জন্মিয়াছিল। কিন্তু তাহারা অন্নাভাবে অনুদিন অবসন্ন হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া অত্যাশ্যবান জনক অতিশয় বিষণ্ণ হইলেন। আর অতিশয় ব্রহ্মনিষ্ঠ ও বেদপারগ হইয়াও ভুক্তলক্ষ্মী বিধায় সুঘোষ শিষ্ট সমাজে প্রায় সম্মানিত হইতেন না কেননা ব্রহ্মজ্ঞ হইলেও বিপুল ঐশ্বর্য্যশালি নরেরা সর্ব্বত্র সমাদৃত হয়েন, আর সোমবংশে উদ্ভূত হইয়াও নিঃস্ব জনেরা অমাত্যকর্ত্তৃকও পরিত্যক্ত হয়েন ইহা নীতি নিপুণেরা কহিয়াছেন। ফলতঃ শত২ অপকার্য্য করিয়াও সাধ্বী ভার্য্যা ও শিশু-পুত্র, ও বৃদ্ধ পিতা ও মাতার ভরণ পোষণ করিবেক ইহাও নীতি বিশারদেরা কহিয়াছেন। সুঘোষ ইহা মনে করিয়া স্বীয় দীনতা দূর করণ জন্য দিন২ দ্বারে২ যাচ্ঞা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতেও তাদৃক কৃতকার্য্য না হইয়া, সুঘোষ স্বগৃহেও তুচ্ছ সম্মান হইলেন। যেহেতুক নির্ধন পুরুষেরা দারা পুত্র ও পরিবারের নিকটেও সম্মানচ্যুত হয়েন হে যুধিষ্ঠির, ইহা অতিসত্য। তদনন্তর কুণ্ডীন্নগর পরিত্যাগ করিয়া সপরিবার গ্রামান্তরে বাস করিবেন, সুঘোষ মনে২ এইরূপ আলোচনা করিতে লাগিলেন। যেহেতুক যে স্থানে অভ্যাগত মহজেতে সেব্যমান ও সমাদৃত না হয় ও যে স্থানে দরিদ্রতা ভঞ্জনার্থ ভাগ্যবানের উৎসাহ না জন্মে ও যে স্থানে আশ্রয় বিরহে পণ্ডিতেরা দিবা প্রদীপের ন্যায় অপ্রজ্বল ও মুমূর্ষু হয়েন সে স্থান বিজ্ঞেরা অবশ্য পরিত্যাগ করিবেক। সুঘোষ ইহা স্থির করিয়া সপরিবার কৌশল নগরে

গমন করিলেন। তদনন্তর অতিশয় বদান্য ও দ্বিজপরায়ণ কৌশলাধিপ সপরিবার স্বগ্রামে সুঘোষের শুভাগমন সংবাদে আপনাকে কৃতকৃত্য মানিয়া. বৃত্তিহীন উক্ত দীন দ্বিজকে বহুগ্রাম ও বৃত্তিদান করিয়া সুঘোষের সম্মান ও বহু প্রাণির রক্ষার উপলক্ষ হইলেন। আর এইরূপ সুপ্রতিষ্ঠিত কর্ম্মফলে কৌশলাধিপ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া কোটি কল্প সুরলোকে বাস করিলেন। হে যুধিষ্ঠির দরিদ্রকে দান কর. আর যে জন ধনবান তাহাকে ধন দিও না কেননা রোগি ব্যক্তিরই ঔষধ পথ্য অরোগির তাহাতে প্রয়োজন কি। দান ধর্ম্ম সম্বন্ধে তোমাকে আর এক কথা কহিব। নিকৃষ্টের স্বল্প দান ও উৎকৃষ্টের বহুদান তুল্য বোধ হইবে। চতুষ্পাদে পূর্ণ পুণ্য বাচ্য হয়, আর ত্রিপাদ ও দ্বিপাদ ও এক পাদে খণ্ড পুণ্য হইলেও দরিদ্রকর্ত্তৃক তাহা সম্পন্ন হইলে শ্রেষ্ঠতম অর্থাৎ পূর্ণ পুণ্য গণ্য হয়। যেহেতুক সহস্র ধেনু দান করিয়া মহাজনেরা যে ফলভোগী হয়েন, ভিক্ষোপজীবি নিকৃষ্টেরা এক ধেনু মাত্র দান করিয়া তত্তুল্য ফল অনুভব করেন, কিন্তু শ্রদ্ধাতে রহিত হইয়া যে দান করা যায় তৎকরণক পুণ্যের অঙ্গ ভঙ্গ হওয়া হেতুক উভয় ফলার্থিরা বকাণ্ড প্রত্যাশার ন্যায় পণ্ড প্রত্যাশ হয়েন। যেহেতুক ঐকান্তিক শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া তীর্থাদি স্থলে নিষ্কামনায় যে সমস্ত দান হইয়া থাকে, মহাজনেরা তাহাকেই সাত্ত্বিক দান কহেন। ও তাহা অতি নির্ম্মল ও অনন্তফলের উপকর্ত্তা হয়। আর কামনাযুক্ত যে সমস্ত দান অর্থাৎ ফলের স্পৃহাপ্রযুক্ত যে সকল দান হইয়া থাকে তাহা নির্ম্মল দানের মধ্যে গণ্য নহে। আর দয়া ও ধর্ম্মে বিবর্জ্জিত মনুষ্যেরা প্রায় অপকৃষ্ট দাতা হইয়া থাকেন, যেহেতুক প্রতিষ্ঠিত উক্ত উভয় গুণের অধিষ্ঠান ভিন্ন দানের অভিজ্ঞান জন্মে না, এই হেতু, যে লোকেরা দয়া ও ধর্ম্মে বিরত হইয়া ব্যাধেরা পশুর ও দস্যুরা প্রাণিবধের ভাজন হয়েন, এবং দয়া ও ধর্ম্মের উদ্ভব কারণেই বৈদুর্য্যেরা নিঃশেষ হইয়া প্রতিষ্ঠ পুণ্যানুষ্ঠানের পাত্র হইয়াছেন। আমি এতদর্থে

উতঙ্ক নামে মুনির উপাখ্যান কহিব. তুমি মনোযোগ কর। সৌভরি নগরে পূর্ব্বে অকুশল নামে এক ব্যাধ বাস ক'রত সে পরদ্রোহিতা ও পরাহিত ও পরদ্রব্যাপহরণ ও পারদারিকতাপ্রভৃতি পাপপুঞ্জের প্রতিদিন সঞ্চয়কারী ছিল। এক দিবস গ্রীষ্মেক প্রান্তরালে গিয়া বিচিত্র কানন মধ্যে মনোহর জলাশয় ও অপূর্ব্ব দেবালয় দেখিয়া মণিময় অস্তরণে ভূষিত দেবাঙ্গের কিরণে ও সুবর্ণে রচিত জ্যোতির্ম্ময় পাত্র নিকরের প্রজ্বল বরণে লোভাকৃষ্ট হইয়া মনে২ চিন্তা করিল যে অদ্য দিবাবসানে দেবালয় রক্ষক উতঙ্ক ঋষিকে বধ করিয়া দেবদ্রব্য অপহরণ করিব, ইহা আলোচনা করিয়া নিবিড় বন মধ্যে গিয়া নিভৃতে লুক্কায়িত রহিল। পরে দিবাকর অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইলে অকুশল শস্ত্রপাণি হইয়া দেবালয়ে প্রবেশ করত উতঙ্ক ঋষিকে সম্বোধন করিয়া কহিল যে হে মুনে, আমি অকুশল নামে ব্যাধ, তোমাকে অদ্য বধ করিয়া দেবগণে নিঃস্ব করিব। উতঙ্ক সশঙ্ক হইয়া অকুশলকে সানুনয়ে কহিলেন যে হে ধনুর্দ্ধর, আমি কোন্ কর্ম্ম করিয়া এইরূপ বধের ভাগী হইব, বিশেষতঃ আমি ব্রহ্মচর্য্যাচারী অহিংসক তাপস সুতরাং এতদ্রূপে বধার্হ নহি। ব্যাধ কহিল হে মুনে তস্করের ধর্ম্ম কোথা, আর স্বভাবতঃ দুষ্কর্ম্মে রত আমি এক পাপহইতে পাপান্তরে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি। এবং যদি অগ্রে তোমার নিধন সাধন না করিয়া দেবগণের দ্রব্যাপহরণ করি তবে তোমাকর্ত্তৃক বিজ্ঞাত হইয়া রাজপুরুষেরা আমার শাস্তির বিধান করিবেন ও আমার অবিদ্যমানে অর্থকরী চৌর্য্যবৃত্তি এককালে অবসন্ন হইবে। ইহা কহিয়া ঐ নিষ্ঠ তপোধনকে নষ্ট করণাশয়ে অকুশল তীক্ষ্ণ খড়গ উঠাইলে উতঙ্ক পুনর্ব্বার সানুনয়ে কহিলেন যে হে ব্যাধ যদি ইহাই তোমার অভিমত তবে ক্ষণেক অপেক্ষা কর, যদবধি আমার সংক্ষেপ বাণীর পর্য্যাপ্তি না হয়। দুর্বৃত্তি সাধন জন্য তোমার এইরূপ উৎকণ্ঠা দেখিয়া আমি যেরূপ বিষণ্ণ হইতেছি স্বীয় অসু ও বসুর মঙ্গলার্থে বসুমতী মধ্যে আমি কখন এতদ্রূপ

অবসাদগ্রস্ত হই নাই। বরং হন্তার তীক্ষ্ণ খড়্গ যৎকরণক আমার দেহের ও মস্তকের মুহূর্ত্তেকে বিচ্ছেদ হইবেক সম্প্রতি এইমত অনুভূত হইতেছে তজ্জন্যও আমি এতদ্রূপ খেদাপন্ন নহি। রে অকুশল ক্ষণেক কুশলচিন্তা কর। তুমি পূর্ব্বে আমাকে কহিয়াছ, যে তুমি দারাপুত্র পরিবার বিবর্জ্জিত, অতএব যদি পরমেশ্বর তোমাকে এই সমস্ত ঐহিক শৃঙ্খলে বদ্ধ না করিয়াছেন, তবে তুমি কি জন্য নিস্পৃহ না হও। চৌর্য্য আদৌ দুর্বৃত্তি ও রৌরবের সরল সোপান ও তজ্জন্য প্রাণিবধ করিয়া আরো উৎকৃষ্ট মহাপাতকে কি জন্য নিমগ্ন হও। দেখ, পুত্র মিত্র কলত্র ও বন্ধু বান্ধব ও ভৃত্য ও বিত্ত ইহা সকলি অনিত্য। ইহারদের যে পরস্পর সম্বন্ধ তাহা জীবনাবধি মাত্র। আমরা সকলে জীবলোকে একাকী আসিয়াছি, একত্র গমন করিব না, বরং একাকীই গমন করিব। আর জীবন কালে আপন২ কহিয়া যাহারা আত্মীয়তা প্রকাশ করে, ইহারা কেহই আত্মার আত্মীয় নহে, কেননা মরিলে কেহই সমভিব্যাহারী হইবেক না। রে অকুশল ইহা তুমি মনোমধ্যে বিলক্ষণ আলোচনা করিয়া দেখ। আর অনায়াসে অরণ্য মধ্যে প্রাপ্তব্য যে গলিত বৃক্ষ দল, তাহা চয়ন ও ভক্ষণ করিয়াও মহাজনেরা জীবনের প্রতিপোষ্টা হইয়া কষ্টসাধ্যে ব্রহ্মপদ আরাধনা করিয়া অভীষ্ট সিদ্ধি করিতেছেন, তবে এই দগ্ধোদর জন্য পরদ্রব্যাপহরণ ও প্রাণিবধরূপ মহাপাপ করিয়া কল্পকালস্থায়ি মলবাহি দেহেরী ধারণ করা অনুচিত কি না, ইহা বুঝিয়া দেখ। অহিংসা পরম ধর্ম্ম, ইহা বেদ বিজ্ঞজনেরা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যেহেতুক হিংসাহইতে উৎকৃষ্ট পাপান্তর অসম্ভব। আর সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্বব্যাপী ভগবান সর্ব্বত্রই বিদ্যমান আছেন। যদিও তুমি রাজভয়ে ভীত হইয়া নির্জ্জনে এই হিংসারূপ মহাপাপ ও পরদ্রব্যাপহরণ রূপ দুর্বৃত্তি সাধনে উদ্যম করিতেছ, কিন্তু কালরূপি ভগবানের করাল করহইতে কিরূপে কুশল হইবেক, রে অকুশল তাহা ক্ষণমাত্র চিন্তা করিয়া দেখ। হে পরাৎপর

পরমেশ্বর, তুমি ধন্য। আর বিরিঞ্চি বাসবাদি দেবগণেরাও তোমার অনির্ব্বচনীয় ও আশ্চর্য্য মায়া বুঝিতে অক্ষম। বোধ হয় যে এই অসিধারি অকুশলও তোমার প্রেরিত হইবেক। হে ভগবন্, মায়ামুগ্ধ মনুষ্যের কি গতি হইবেক তাহা দৃষ্ট হয় না। যেহেতুক তোমাকে স্মরণ না করিয়া মূঢ় মানবের দিন২ দিনক্ষয় হইতেছে। এবং দুর্ব্বুদ্ধি ও দুরাশা ও দুষ্ক্রিয়া ও দুঃসংসর্গে মনুষ্যেরা আপনাদের পারলৌকিক কার্য্যধ্বংস করিতেছে। আর নিবিড় অজ্ঞান ও অহঙ্কারহেতু কেহবা অনীশ্বর বাদে সর্ব্বব্যাপি তোমার স্থায়িত্বের সংশয় করিয়া আপনারদের চরম নষ্ট করিতেছে। ইত্যাকারে উত্তঙ্ক ভগবানের ভাবনা ও ধ্যান করিয়া ব্যাধকে কহিল যে এক্ষণে তোমার যাহা অভিরুচি হয় তাহাই কর। ফলতঃ ক্ষণিক সৎসঙ্গগুণে ব্যাধের সদ্জ্ঞানের উদ্রেক হইবায় পূর্ব্বকৃত পাপপুঞ্জের কারণ বহু পরিতাপ করিয়া অকুশল স্বীয় অসি সুদূরে পরিত্যাগ করতঃ সজল নেত্রে উত্তঙ্ক ঋষিকে ধরাবনত প্রণতিপূর্ব্বক কহিল যে হে মুনে অনুকম্পা করিয়া আমার অঘের মোচন করুন, কেননা আমি অতিশয় দুরাচার ও অজ্ঞান বশতঃ নানা রূপ কুকর্ম্ম করিয়া পাপ পঙ্কে লীন হইয়াছি। অতএব আপনি পরিত্রাতা না হইলে আমার এই দুষ্কৃতী হইতে কুত্রাপি নিষ্কৃতি নাই, ইত্যাদিরূপ বহুবিধ স্তব করিয়া উত্তঙ্কের ক্ষমা যাচ্ঞা করিল। তদনন্তর ঋষিবর ব্যাধের এতদ্রূপ সদ্জ্ঞানের উদয় দেখিয়া পুলকে পূর্ণিত হইয়া ভগবানের বন্দনা করতঃ ব্যাধকে বহু আশ্বাস করিয়া কহিলেন, যে রে অকুশল আমি দেখিতেছি যে তোমার নির্ম্মল জ্ঞানের উদয় হইয়াছে। আর পরমার্থ চর্চ্চাদ্বারা তোমার সর্ব্ব পাপের আশু বিমোচন হইবেক, ইহা কহিয়া মুনিবর ব্যাধকে ধর্ম্মার্থ তত্ত্বে ও ন্যায়েতে প্রবৃত্ত করাইলেন, ও সংসর্গ গুণে অকুশল ইহা ও পারলৌকিক সুখ অনুভব করিল। হে যুধিষ্ঠির, সংসর্গ গুণে অধম ও উত্তম হইতে পারে, যেমত পুষ্পের সহিত একত্র বাস করিয়া কীটেরাও সুরমাথে আরোহণ করিতেছে।

যুধিষ্ঠির। হে আর্য্য, আমরা চরিতার্থ হইলাম। আর যোগ সংবাদ শ্রবণে বহু মায়া ও মোহের খণ্ডন হইল।

ভীষ্ম। যুধিষ্ঠির, তুমি মহারাজ, অতএব হস্তিনাপুরে গমন করিয়া রাজ্যসুখ ও সম্পদভিভোগ কর। আর অশ্বমেধ নামে মহা যজ্ঞ করিয়া জ্ঞাতি বধজন্য যে মালিন্য আছে তাহা-হইতে মুক্ত হও। অদ্য মাঘী সিতাষ্টমী, অতএব শুভদিন বিধায় আমি দেহ ত্যাগ করিব। আর দেখ সৌভাগ্য বশাৎ সুসময়ে শ্রীকৃষ্ণেরও আগমন হইল।*

[শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।]

হে দেব, [শ্রীকৃষ্ণের প্রতি] অন্তিম সময়ে আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিয়া কৃতকৃত্য হইলাম। অদ্য মাঘী সিতাষ্টমী অতএব দেহ ত্যাগ করিয়া দেবলোকে গমন করিব। এই হেতু যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা ও পাঞ্চালীকে আপনকার শ্রীচরণে সমর্পণ করিলাম। আর জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ যে সমস্ত অপরাধ করিয়াছি তাহার প্রশমন আজ্ঞা হয়।

[পদ্য।]

নমস্তে বিশ্বের সৃষ্টা অংশি অরূপ।
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যার এক লোম কূপ॥
আত্মরূপে চরাচর সর্ব্বজীবে স্থিতি।
দুজ্ঞেয় যাহার তত্ত্ব পাঠধৃত ইতি॥
নমস্তে ভাস্কররূপ আধার কারণ।
অংশি শেষ পরমেশ পতিত তারণ॥

---

* "মহাভারত" দৃষ্টে জানা যায় যে ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠিরে যে কথোপকথন হয় তাহার বহুলাংশই উপাখ্যানঘটিত ও ধর্ম্ম সংযুক্ত। ঐ উপাখ্যান বর্ত্তমান প্রণালীতে সংক্ষেপে লিখিলেও বাহুল্য হয় ও সর্ব্ব সাধারণের মনোরম্য না হইতে পারে এই বিবেচনায় তাহার অনেক পরিত্যাগ করা গেল।

নমঃ কুর্ম্ম কলেবর ধরণীধারণ।
বলির মর্দ্দনহেতু হইলা বামন॥
"হিরণ্যাক্ষ হিরণ্য বধের তুমি মূল।
হরিয়া ইন্দ্রের দর্প রাখিলা গোকুল"॥
নমস্তে শ্রীরামচন্দ্র রাক্ষস দমন।
নমঃ জমদগ্নি সুত ক্ষত্র বিনাশন॥
বেদ উদ্ধারণহেতু অংহি মীনকায়।
নমঃ আদি অবতার সংসার সহায়॥
অংহি ইন্দ্র অংহি চন্দ্র অংহি চরাচর।
"আকাশ পাতাল অংহি দীর্ঘ কলেবর"॥
"নমস্তে ঋষভ যোগ মার্গ বিচারণ"।
নমস্তে মোহিনীরূপ অসুর বারণ॥
নমস্তে দেবকী সুত দেবের পূজন।
যোগির দুর্জ্ঞের অংহি দুর্জ্জন দমন॥
অজ্ঞান তিমিরাবৃত মায়ামুগ্ধ নর।
না জানে মহিমা তব অংহি পরাৎ পর॥

[যোগাসনে ভীষ্ম তনু ত্যাগ করেন।

[গদ্য।]

শ্রীকৃষ্ণ। যুধিষ্ঠির সংপ্রতি অবলোকন কর, কুরু বংশ চূড়ামণি পিতামহ গাঙ্গেয় অতঃপর অন্তর্হিত হইলেন। ও ভীষ্মের সুরলোকে গমনোপলক্ষে ত্রয়স্ত্রিংশৎ কোটি অমর বৃন্দ পুলকে পূর্ণিত হইয়া পুষ্প বৃষ্টি করিতেছেন।

যুধি। হে দেব, পিতামহ ভীষ্মের বিয়োগে আমরা অতঃপর অনাথ হইলাম। হা পিতামহ, আমারদের পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিলা! তোমার বিচ্ছেদে অভাগ্যবান আমরা কিরূপে জীবন ধারণ করিব।

[পঞ্চ পাণ্ডব ও কৌরব ও পাণ্ডববধূগণ বিলাপ করেন।

বাল্যকালে পিতৃহীন হইয়া আমরা তোমার পালনে পিতৃশোক বিস্মৃত হইলাম। হে বীর চূড়ামণি, তোমার বি-

হীনে এক্ষণে পৃথিবী নির্ব্বীর ও পাণ্ডবেরা অতঃপর নিঃসহায় হইল। আর দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনই অস্মদাদির এই বিষাদের বীজ হইল। যেহেতুক অসদ্মন্ত্রণা দোষে ন্যায়ের প্রতিবন্ধকতা করিয়া কুরুবর অস্মদাদিকে ভারত সংগ্রামে প্রবৃত্ত করাইয়া আপনিও কৃতকার্য্য হইল না, অথচ পৃথিবীস্থ রাজগণের ও অমাত্য বৃন্দের অকাল নিধনের উপলক্ষ হইয়া অস্মদাদিকে এই মহা শোক স্বরূপ অর্ণবতরঙ্গে মগ্ন করিল। হে বীরবর, তোমার অপূর্ব্ব দেব দেহ ধূল্যবলুণ্ঠিত দেখিয়া কৌরব ও পাণ্ডববধূরা উত্তরায় রোদন করিতেছেন, এবং জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয় ও বিদুর মহাশয় এবং প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধাদি যদু বালকেরাও সমাহূত অবশিষ্ট রাজনন্দনেরা ক্রন্দন করিতেছেন। আর ভীমার্জ্জুন ও নকুল সহদেব অতিশয় বিলাপ করিতেছেন। হে দেব, কৌরব ও পাণ্ডবের বিধাতা আপনাকে কুরুক্ষেত্রে পরিত্যাগ করিয়া আমরা কিরূপে হস্তিনাপুরে গমন করিব।

শ্রীকৃষ্ণ। যুধিষ্ঠির, সংপ্রতি দেখ, ব্যাসদেব আগমন করিতেছেন। অতএব মুনিবরকে অভ্যর্থনা কর।

যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব। মুনে, আপনকার দর্শনে আমরা কৃতার্থ হইলাম। অতএব অভিবাদন করিতেছি। সংপ্রতি কুরুবংশ চূড়ামণি পিতামহ ভীষ্মের বিয়োগে আমরা শোক সাগরে মগ্ন হইয়াছি। অতএব দেখিলাম যে পাণ্ডবের দুঃখের সমাধি নাই।

ব্যাসদেব। হে রাজন্, বহু যোগ মার্গ ও ইতিহাস ও পুরাণ শ্রবণ করিলা, তত্রাপি তোমা তুল্য জ্ঞানবানের ভ্রম দূর নহিল, ইহাই আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। পুণ্যাত্মা ভীষ্মবীর বসু অবতার, শাপহেতু কুরুকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া শাপান্তে পুনর্ব্বার পূর্ব্ব দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া সুরলোকে গমন করিলেন। অতএব তাঁহার নিমিত্তে তোমরা অকারণ পরিবেদনা করিতেছ। আর দুর্য্যোধনাদি কৌরবেরা কল্যংশে কুরুবংশে জন্মিয়া ভূভারাবতারণ জন্য ভারত সংগ্রামোপলক্ষে স্বরী আনুকূল করিয়া অমর লোকে গমন করিয়াছেন। এবঞ্চ ব্রহ্মার অভি-

লাঘ পূর্ণার্থে ভগবান নারায়ণ বাসুদেবরূপে গোকুলে উদয় হইয়া এতদ্রূপে বসুমতীর ভূরি ভার লাঘব করতঃ বিক্রাংশ বিশিষ্ট ষট্ পঞ্চাশৎ কোটি যদুবংশের ধ্বংস করিয়া অচিরে সুরপুরে গমন করিবেন। এবঞ্চ, হে নরপতে, আপনারাও নররূপি শ্রেষ্ঠ দেবতা, ও অনতিবিলম্বে লৌকিক লীলা সম্বরণ করিয়া সুরলোকে গমন করিবেন। আর এই সমস্ত নিগূঢ় তত্ত্বজ্ঞ হইয়াও যে আপনারা ঐশ্বরিক কার্য্যে ইতরের ন্যায় ঈদৃশ বিলাপপর হইতেছেন, ইহা নিতান্ত অযুক্ত। হে ভূপতে, এই পৃথিবী মধ্যে মৃত্যুর হস্তহইতে কাহারও অব্যাহতি নাই। আর অতিশয় সুকৃতিমানেরাও শমনের শক্তিহইতে মুক্তি লাভ করিতে অক্ষম হইয়াছেন। দেখ, মরুত, মান্ধাতাপ্রভৃতি মহ মহীপালেরাও অসীম সৈন্য সামন্ত সহিতে ক্ষিতি শয়ন করিয়াছেন। আর কত শত রাজা ও রাজ চক্রবর্ত্তিরা ভূমণ্ডলে আসিয়া ভূতলে ভস্মসাৎ হইয়াছেন, তাহা যোগ পরায়ণ যোগিদেরও দুর্জ্জের। হে কৌন্তেয়, যদি এতদর্থে তোমার সংশয় জন্মে, তবে তাহা এইরূপে ভঞ্জন কর। চিন্তানলে অদগ্ধ পৃথিবী কোন্ স্থানে আছে তাহা দৃষ্টি করিয়া সেই অদহন ভূমিতে ভীষ্মদেবের অগ্নি সংস্কার কর। আর অনুসন্ধান করিয়া তাহা নির্ণয় করণার্থ পার্থকে নিয়োগ কর। যেহেতুক, অগ্নি দত্ত রথারোহণ করিয়া ক্ষণ ক্ষণ মধ্যে সপ্তদ্বীপ পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে পার্থেরই মহতী শক্তি আছে।

যুধি। হে মুনে, এই আশ্চর্য্য অনুসন্ধানহেতু আমরা চরিতার্থ হইলাম। পার্থ, তুমি সত্বরে ইহার নির্ণয় কর যে অদহন পৃথিবী কোন্ স্থানে আছে।

অর্জ্জুন। যে আজ্ঞা মহারাজ। আপনকার শ্রীচরণ প্রসাদাৎ সত্বরে ইহার অনুসন্ধান করিয়া প্রত্যাগমন করিব যে পিতামহ মহাশয়ের অগ্নি সংস্কারার্থ অযথাকাল বিলম্ব না হয়।

[অগ্নিদত্ত রথারোহণে অর্জ্জুন প্রস্থান করেন।

শ্রীকৃষ্ণ। যুধিষ্ঠির, ইত্যবসরে ভীষ্মদেবের অগ্নি সংস্কারহেতু যে২ আয়োজন কর্ত্তব্য তাহা করণার্থে ভ্রাতৃগণকে অনুজ্ঞা কর। গাঙ্গেয় মহানুভব আর পিত্রভিলাষ পালনার্থ অদার পরিগ্রহ, ও জিতেন্দ্রিয়। এবং তাঁহার জন্মহেতু কুরুকুল শ্লাঘ্য। আর এবম্প্রকার শৌর্য্যবান্ অথচ ক্ষমাযুক্ত লোক মর্ত্যলোকে দুর্লভ।

[পার্থের পুনঃ প্রবেশ।]

ব্যাসদেব। দেখ, ধনঞ্জয় প্রত্যাগমন করিলেন। কহ, অর্জ্জুন, সংবাদ কহ।

অর্জ্জুন। হে দেব, প্রথমতঃ ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া সপ্ত স্বর্গ ভ্রমণ করত দেখিলাম যে অদহন ভূমি কোন স্থানেই নাই। অনন্তর মর্ত্যলোকে আগমন করিয়া সপ্তদ্বীপা পৃথিবী ভ্রমণ করত পূর্ব্ববৎ পরাঙ্মুখ হইয়া নাগলোকে গমন করত সপ্ত পাতাল পরিভ্রমণ করিয়া দেখিলাম যে তথাতেও অদহন পৃথিবী নাই। অতএব অকৃত কার্য্যহেতু হতাশ হইয়া পুনরাগমন করিয়া এই আজ্ঞা নিবেদন করিলাম। এক্ষণে যেমত আজ্ঞা হয়, পালন করিব।

ব্যাসদেব। হে বীরবর, তুমি মহাসত্ত্ব। আর এই অনির্ব্বচনীয় ক্ষমতা জন্য যে উত্তমা প্রতিষ্ঠা তাহা তোমাতেই আছে। তোমার সম্মান ও কীর্ত্তি চিরজীবিনী হউক। হে যুধিষ্ঠির অতঃপর ভ্রম দূর কর। আর শোক পরিহারপূর্ব্বক যথাবিহিতরূপে গঙ্গাতীরে গাঙ্গেয়ের সংকারাদি করিয়া হস্তিনাপুরে পুনর্গমন করতঃ রাজকার্য্যে নিবিষ্ট হও। ভগবান্ বাসুদেব তোমারদের মঙ্গল করুন।

যুধিষ্ঠির। মুনে, আপনকার শুভানুধ্যায়নে আমরা চরিতার্থ হইলাম।

[ব্যাসদেবের প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। যুধিষ্ঠির, সমাহূত ক্ষত্রিয়গণ সহিত একত্র হইয়া ভীষ্মদেবের পবিত্র দেহের দাহন করিয়া জাহ্নবী জলে স্নান করত দেব দ্বিজে ও দরিদ্রগণে যথাভিলষিত দান করিয়া সত্বরে হস্তিনা-

পুরে গমন কর। আর জ্ঞাতি বধহেতু বর্ত্তমান শোক পরিহার করিয়া পরম সুখে সাম্রাজ্য ও সম্পত্তিভোগ কর। আমি এক্ষণে বিদায় হইলাম।

[শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান।

যুধিষ্ঠির। ভ্রাতৃগণ, সত্বরে পিতামহ ভীষ্মের অগ্নি সংস্কার কর। কথোপকথনে অনেককাল হরণ হইয়াছে।

ভীমার্জ্জুন। যে আজ্ঞা। মহারাজ, এতদর্থে যথোচিত আয়োজন হইয়াছে।

[পাণ্ডবেরা গঙ্গাতীরে ভীষ্মকে দাহ করেন।

সঞ্জয়, বিদুর। যুধিষ্ঠির, এক্ষণে গঙ্গাসলিলে অবগাহন করিয়া পিতামহের তর্পণ করত দীনদরিদ্রে যথাভিলষিত দান কর। অগ্নি কার্য্য সমাধা হইল।

যুধিষ্ঠির সনীর নেত্রে। তবে, এই হউক। হে মাতর্গঙ্গে, আপনার প্রিয়পুত্র ভীষ্মকে ক্রোড়ে কর।

[আমরা অতঃপর হস্তিনাপুরে চলিলাম ইতি।

[সর্ব্বেষাং প্রস্থানং।

তৃতীয় অঙ্ক।

রঙ্গভূমি হস্তিনানগর রাজবাটীতে ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয় ও বিদুর ও গান্ধারীর প্রবেশ।

বিদুর। মহারাজ, অদ্য আপনাকে কি জন্য ঈদৃশ ম্রিয়মাণ দেখিতেছি।

ধৃতরাষ্ট্র। হে ভ্রাতঃ দ্বিতীয় বাসবের ন্যায় ঐশ্বর্য্যবান এক শত পুত্রের বিয়োগে যে পিতা বিষন্ন না হন, সে অতি বিরল। এতদ্রূপ শৌর্য্যবান পুত্রগণের মরণাবধি আমরা অতিশয় দুর্দ্দশাপন্ন

হইয়াছি। আর যদিও পাণ্ডবগণকর্ত্তৃক যত্নেতে সেব্যমান বটি, কিন্তু ভীমের কটু ও কঠোর বাণীতে অনুদিন আমার দেহের দাহন হইতেছে। আর তৎকর্ত্তৃক আমি ইদানীং অবজ্ঞাত হইয়াছি। বৃকোদর কহে যে বারণাবৎ ও অরণ্য ও অজ্ঞাতবাসের কষ্টদাতা আমিই ও আমাকর্ত্তৃক নির্দোষী তাহারা নানারূপে ক্লিষ্ট হইয়াছে। যেহেতুক আমার পৈশুন্যহেতু এই সমস্ত কুব্যাপারের সৃজন হইয়াছে, ইত্যাদি রূপ কটু কহিয়া বহুযত্নে বাহু আস্ফালন করে। হে ভ্রাতঃ ভীমের লৌহ গদাহইতেও তাহার বাক্য কঠিন। বরঞ্চ তাহার গদাও মস্তকে সহ্য হয়, কিন্তু তাহার ভাষা হৃদয়ে সহ্য হয় না। আর ইন্দ্র তুল্য বিভব বিশিষ্ট অথচ পৃথিবীর রাজগণকর্ত্তৃক সেব্যমান একশত পুত্রগণকে সংহার করিয়া পবনাত্মজ কৌন্তেয় আমার চির বৈরী হইয়াছে। আর তৎকর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়া যে জীবন ধারণ সে অপমরণ বিশেষ। হে ভ্রাতঃ এইহেতু আমি দিন২ বিষণ্ণ হইতেছি।

গান্ধারী। মহারাজ, আমার নিবেদন শুন। আমারদিগের দুরদৃষ্টবশাৎ যে দুর্ভাগ্যের সংযোগ হইয়াছে তাহা অতিশয় বিলপনীয় হইলেও তদর্থে অন্যেরা দোষার্হ নহেন। বৃকোদর অদীয় আজন্ম বৈরী যেহেতুক বাল্যকালাবধিই ঐ নিষ্ঠুর বালকের প্রতি আপনি দ্বেষ প্রকাশ করিয়াছেন। এক্ষণে তৎকর্ত্তৃক সুসেবিত ও সমাদৃত হইবার যে প্রতীক্ষা করেন তাহা কিপর্য্যন্ত সঙ্গত তাহা বিবেচনা করুন, বরঞ্চ ইহা আমুলাৎ অলীক বোধ হইতেছে। হে পতে, কর্ম্ম অনুরূপে সকলের শুভাশুভগতি। অতএব পরিতাপ পরিহার করিয়া ভগবচ্চর্চ্চায় লীন হউন যে ভাবি কুশল হইবেক। যাহা হইবার তাহা হইয়াছে।

বিদুর। হে দেবি, আপনি যাহা কহিলেন তাহা অতি সঙ্গত। আর আমি দেখিতেছি যে অস্ত্র মহারাজকে যুধিষ্ঠিরাদি ইষ্টদেবতার ন্যায় সেবা করিতেছেন এবং ভ্রাতৃগণও অনুক্ষণ মহারাজের আজ্ঞাবহ হটেন। আর যদিও মহারাজকর্ত্তৃক

বৃকোদরের প্রজাপ্রতি ব্যভিচার দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাতেই বা আপনকার খেদ কি। কেননা যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুনাদিকর্ত্তৃক আপনি কদাচিৎ অসমাদৃত নহেন। হে নরপতে, ত্রয়স্ত্রিংশত্ কোটি দেবগণের পরিচিত যে অজেয় ধনঞ্জয়, সেও কিঙ্করের ন্যায় তোমার সেবা করিতেছে। মহারাজ ইহা অতি শ্লাঘা। আর ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির রাজ্য ধন জন সকলি আপনকার শ্রীচরণে সমর্পণ করিয়াছেন। এবং ইচ্ছা মাত্রেই মহারাজের তাহা দান ভোগের শক্তি আছে। তবে বৃকোদরকর্ত্তৃক মহারাজ কি রূপে প্রতিপালিত হইলেন তাহা আমার বোধগম্য নহে। আর আপনকার এইরূপ অপ্রসন্নতা বিজ্ঞাত হইলে পাণ্ডব প্রধান অতিবড় বিষণ্ন হইবেন। অতএব হে নরপতে, অকারণ খিদ্যমান হইবেন না।

ধৃত। হে ভ্রাতঃ আমি রাজ রাজেশ্বর হইয়া এবং সাম্রাজ্যাভিভোগ করিয়া এক্ষণে পরভাগোপজীবী হইলাম, বিশেষতঃ যাহারদিগের তীক্ষ্ণ অস্ত্র করণক বাসবের ন্যায় শৌর্য্যবল আমার এক শত পুত্রের সংহার হইল, আমি তাহারদেরই অধীন হইলাম। যদি ইহাই ধৃতরাষ্ট্রের অপমৃত্যু না হয়, তবে সেই সংজ্ঞার অভিজ্ঞান কহ। আর আমি এক্ষণে বুঝিতেছি যে বেদের ন্যায় অতিশয় প্রমাণ যে তোমার বাক্য তাহার অবজ্ঞার ফল এই।

বিদুর। যাহা হইবার তাহা অবশ্য হইবে, একারণ মহারাজ তৎকালে ন্যায়েতে প্রবৃত্ত হন নাই। ফলতঃ মহারাজের অবিবেকতাই এই সমস্ত বিপত্তির বীজ ইহাই মান্য। যাহা হউক, যদি যুধিষ্ঠির, আপনকার শ্রীচরণের রেণু প্রসাদাৎ রাজ্য করেন তবে মহারাজ তাঁহার অধীন নহেন। দেখুন, পিতৃ আজ্ঞা পালনার্থে শ্রীরামচন্দ্র দক্ষিণারণ্যে গমন করিলে ভরত তৎ পাদুকা প্রসাদাৎ রাজ্য করিলেন ফলতঃ রামচন্দ্রই রাজা আর ভরত ঐ রাজসিংহাসনের অবলম্বন মাত্র রহিলেন। হে দেব, যুধিষ্ঠির কেবল উপলক্ষ মাত্র, আপনি পূর্ব্বে যাহা

ছিলেন এক্ষণেও তাহাই আছেন। অতএব অতি বড় বিপন্নের ন্যায় বিষন্ন হইবেন না।

ধৃত। ভ্রাতঃ তোমার অমৃতাভিষিক্ত বাক্যে আমি পরিতৃপ্ত হইলাম। এক্ষণে আমারদিগের যাহা মনোগত ও কর্ত্তব্য তাহা তোমাকে কহিতেছি। দেখ, অস্মদাদির চরম কাল উপস্থিত আর পূর্ব্বাপর এই রাজধর্ম্ম ও নীতি আছে যে বার্দ্ধক্যে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম উপেক্ষা করত আশ্রমিক হইয়া জীবনের পরিশিষ্টাংশ যোগ সাধনে যাপন করিবে। হে ভ্রাতঃ ইহা যোগ শাস্ত্র সম্মত ও বেদ সঙ্গত বটে, কেননা বার্দ্ধক্যে এতদ্রূপ উপায়াবলম্বন না করিলে প্রকারান্তরে কিরূপে সদ্গতির অনুশীলন হইতে পারে। সংসারাশ্রম পারত্রিক কর্ম্মের অনুকূল নহে, ইহা যোগসাধকেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আর যদিও গার্হস্থ্য ধর্ম্ম মতান্তরে শ্রেষ্ঠ বাচ্য, তত্রাপি যোগিরা যোগ সাধন জন্য অরণ্য উপযোগি বোধ করেন। এইহেতু তাপসেরা অরণ্যের আনুকূল্য অন্বেষণ করিয়াছেন। অতএব জাহ্নবীর পশ্চিমভাগে দ্বৈপায়ন নামে যে প্রসিদ্ধ তপোবন আছে, আমি সস্ত্রীক ঐ বনে গমন করতঃ যোগ সাধন করিব। যেহেতুক ব্রহ্মানুষ্ঠান ও ব্রহ্মচর্য্যহেতু বহু তপোধনেরা ঐ তপোবনে কুটীর সংস্থাপন করিয়াছেন। এইহেতু এবং জাহ্নবীর সামীপ্যহেতু, হে ভ্রাতঃ ঐ বন অতি পবিত্র হইয়াছে।

বিদুর। মহারাজ, এই প্রস্তাব অতি শ্রেষ্ঠ ও পুণ্যাত্মক। কিন্তু শ্রেয়াংশিক যাবদীয় কর্ম্মে যেমত বহু বিঘ্ন দৃষ্ট হয়, ইহাও সেইরূপ নির্ব্বিঘ্ন নহে। দ্বৈপায়ন বন অতি নিবিড় ও অনিকটবর্ত্তি, আর হিংসুক পশ্বাদিকর্ত্তৃক নিবাসিত হইয়াছে, বিশেষতঃ উৎকট শোক ও দুঃখহেতু অতিশয় ক্লিষ্ট মহারাজ ঐ ভয়ানক অরণ্য মধ্যে সংপ্রতি কথিত কঠিন কঠোরের যোগ্য নহেন। অপিচ, হে নরপতে, অসীম জ্ঞাতি বধ জন্য যুধিষ্ঠিরের দুঃখ অদ্যাপি তরুণ, তাহাতে মহারাজের ও তোজ দুহিতা পাণ্ডব মাতার বনগমনে রাজা ও ভ্রাতৃগণ অতি বড় বিষন্ন হইবেন,

এবং ঔদাস্যহেতু রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া আপনকার অনুগমন করিবেন, আর যদিও পারলৌকিক কার্য্যহেতু বনাশ্রমই উপযোগী ও অনুকূল বোধ হয়, কিন্তু গার্হস্থ্যাশ্রমে কোন্ পুণ্যানুষ্ঠান না হইতে পারে। গৃহির যে২ ধর্ম্ম যদিও তাহা মহারাজের অগোচরের সম্ভাবনা নহে, তত্রাপি আমি তাহা সংক্ষেপে নিবেদন করিব। ন্যায়ার্জ্জিত ধন, ও তত্ত্বজ্ঞতা ও নিষ্ঠা ও অতিথি সেবা, আর শ্রাদ্ধাপূর্ব্বক শ্রাদ্ধাদি করণ এবং সত্য কথন এই ষট্‌কর্ম্ম গৃহস্থের প্রধান ধর্ম্ম। ইহার অঙ্গ ভঙ্গ করিলে গার্হস্থ্য ধর্ম্মের বিপর্য্যয় হয়। আর উল্লেখিত ষট্‌কর্ম্মের আচরণে প্রত্যেকে যে পুণ্যপুঞ্জের সঞ্চয় হইতে পারে, তাহা মহারাজ বিবেচনা করিয়া দেখুন চিত্ত সংযোগ করিয়া গৃহ মধ্যে যে জন সেই অচিন্ত্য ও অব্যক্তরূপের ঐকান্তিক চিন্তাপর হইতে পারে, গৃহাশ্রমে, হে রাজন্, সেই মহাজনের কোন্ পুণ্যানুষ্ঠান।

ধৃত। বিদুর, তোমাকর্ত্তৃক কথিত এই গার্হস্থ্য ধর্ম্ম সংবাদ অপূর্ব্ব মানিলাম। কিন্তু যদি তপস্যাহেতু তপোবনই শ্রেষ্ঠাশ্রম না হইত, তবে তপোধনেরা তপোবন অবলম্বন করিতেন না। অতএব আমি সস্ত্রীক হইয়া সঞ্জয় সমভিব্যাহারে নিশ্চয়ই দ্বৈপায়ন বনে গমন করিব। আর তদর্থে এইকালই শ্রেষ্ঠ, যেহেতুক ঈশ্বর অনুকম্পা করিয়া সংসারের মহাশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়াছেন, এইহেতু, হে ভ্রাতঃ আমি সঞ্জয়কর্ত্তৃক এই মহাপথে উপদিষ্ট হইয়াছি।

বিদুর। যদি মহারাজ, এইরূপ নিশ্চয়াবধারণ করিলেন, তবে চিরানুচর আমিও আপনাদিগের অনুগমন করিব যেহেতুক চিরকাল সমভিব্যাহারি আমি এক্ষণে মহারাজের শ্রীচরণের ছায়া বিবর্জ্জিত হইব না।

ধৃত। ভ্রাতঃ তুমি মহাসজ্জ, আর তোমার সৎসঙ্গ অতিপবিত্র ও বাঞ্ছনীয়। অতএব সমভিব্যাহারে চল।

বিদুর। যে আজ্ঞা, দেব, আপনকার অনুমতিরূপ এই মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়া আমি কৃতকৃত্য হইলাম।

ধৃত। সঞ্জয়, এক্ষণে কি কর্ত্তব্য, তাহা আমাকে কহ। তুমি আমি ও বিদুর ও গান্ধারী এই চারি জনে আশ্রমে গমন করিব।

সঞ্জয়। মহারাজ, বনে গমন জন্য কোন আয়োজনের প্রয়োজন নাই, কেবল রাজা যুধিষ্ঠিরের সম্মতির আবশ্যক, ও তাহা কিরূপে লাভ হইবেক তাহাই বিবেচনা করুন। রাজা অনুদিন আপনাকে দর্শন করিতে আগমন করেন, এবং অদ্যও তাঁহার আগমনের সম্ভাবনা আছে। সাক্ষাতে বিদুর মহাশয় প্রসক্তি করুন আমার এই যুক্তি, কিন্তু যুধিষ্ঠির এতদর্থে প্রতিবন্ধকতা করিবেন, এইরূপ অনুমিত হইতেছে।

বিদুর। আমি বিধিমতে রাজাকে প্রবোধ দান করিব, কিন্তু ইহাতেও যদি যুধিষ্ঠিরের সম্মতি যদর্থে বহুসংশয়ের উপলব্ধি হইতেছে তাহা অস্মদাদির লাভ না হয়, তবে কি কর্ত্তব্য তাহার উপায় চিন্তা করুন; কেননা যুধিষ্ঠিরের অনভিমতে গৃহ ত্যাগে সর্ব্বপ্রকারে অকুশল অনুভব করিব। সংপ্রতি দেখুন, কুন্তীদেবী আগমন করিতেছেন।

[কুন্তীর প্রবেশ।]

দেবি, আমি প্রণাম করিতেছি, আপনকার কুশল বার্ত্তা কহুন।

কুন্তী। দেবর, গৃহের যে কুশল তাহা তোমার অগোচর কি আছে। পিতামহের বিয়োগে যুধিষ্ঠির অনুক্ষণ খিদ্যমান, কর্ণের নাম আমার কর্ণের শেল ও হৃদয়ের শূল হইয়াছে; পঞ্চপুত্র শোকে পাঞ্চালী অতিশয় ব্যাকুলা ও পতিশোকে উত্তরা নিরত কাতরা। আর যদিও এই সমস্ত দুঃখ লালাটিক বোধ করা যায়, কিন্তু এতদ্রূপ উপদ্রুত গৃহে বাস করিয়া পরমার্থ চর্চ্চা করা অতিবড় দুরূহ। জনশ্রুতি এই যে অন্ধরাজ গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া যোগসাধন জন্য দ্বৈপায়ন বনে গমন করিবেন, অতএব আমিও কুরুবরের অনুগামিনী হইব, এই অভিলাষ, ইহাতে অন্ধরাজের যেমত অভিমত হয়। বাল্যকালাবধি আমি অতিশয় দুঃখিনী আর শোক ও সন্তাপে আয়ুরও অবসান হইল। দেখ, সাংসারিক দুশ্চিন্তায় দিনমান গত, আর নিদ্রাবেশে

নিশা অবসান্না হইতেছে। তবে পরমার্থ চর্চা কখন কিমতে হইবেক। আর যদি এই সাংসারিক বিস্তীর্ণ মায়াজাল ছিন্ন না করিলে পারত্রিক কর্ম্মানুষ্ঠান না হয়, তবে জ্ঞানবিজ্ঞনেরা তাহা অবশ্য ছেদন করিয়া পরমার্থে লীন হইবেক, নতুবা আহার ও নিদ্রাদি ভিন্ন পৃথিবীতে আগমনের প্রয়োজনান্তর দৃষ্ট হয় না। আর পশু পক্ষিরাও আহার নিদ্রায় দিবা-রাত্রি হরণ করিতেছে। তবে, হে বিদুর, মনুষ্য ও পশ্বাদির মধ্যে বিশেষ কি। আর সেই বিশ্বসৃষ্টা পরমেশ প্রণীত যাবজ্জীবহইতে মনুষ্যই শ্রেষ্ঠতম, যদ্ধেতুক মনুষ্য, ঈশ্বরজ্ঞ ও ব্রহ্ম নির্ণায়ক ও তদ্ব্যতীত জীবান্তর ঈশ্বরজ্ঞ নহে। অতএব যদি সেই পরমকারুণিক পরমেশ্বরের অচিন্তায় আয়ুর অব-সান করা যায় তবে এই শ্রেষ্ঠতম জন্মগ্রহণ বিফল হয়। হে নরপতে, [ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি] আপনি সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেত্তা, অত-এব অজ্ঞানের অধীরতা মার্জ্জনা করিবেন।

ধৃত। হে নরেন্দ্র সুতে, তোমার এই সচ্চর্চা অতিশয় পুণ্যদায়িকা, আর তোমার নীতি যোগশাস্ত্র সঙ্গত, অতএব ভগবান্ চন্দ্রচূড় তোমার সাধ্যবিষয় সিদ্ধ করুন। যদি অস্মদাদির তপোবনে গমনে রাজা যুধিষ্ঠিরের অনভিমত না হয়, তবে তোমার পবিত্র সংসর্গহেতু আমরা অতিশয় পুলকিত হইব। এক্ষণে, আপনি অন্তঃপুরে গমন করুন, কেননা আমরা এখানে প্রতিক্ষণ যুধি-ষ্ঠিরের আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছি। নতুবা রাজা অকস্মাৎ এই সংবাদ শ্রবণ করিলে অতিশয় বিষণ্ণ হইবেন।

কুন্তী। মহারাজের কৃত আশ্বাসে আমি কৃতার্থ হইলাম। সংপ্রতি আমি প্রস্থান করিতেছি।

[কুন্তীদেবীর প্রস্থান।

ধৃত। বিদুর দেখ, এই অসাধারণ নারী সাংসারিক বহু দুঃখের সাক্ষিণী হইয়াও স্বীয় সুজ্ঞান বলে তাহা অবহেলে সহ্য করি-য়াছেন আর অনূঢ়া কালে কর্ণ নামে মহাশৌর্য্যবান সুতকে প্রসব করিয়া লৌকিক লজ্জাহেতু তাহা আজীবন সংগোপন

করিয়াছেন। ইহা অত্যাশ্চর্য্য। আর এইহেতু, হে ভ্রাতঃ যুধিষ্টিরকর্ত্তৃক নারীগণ অভিশপ্তা হইয়াছে।

বিদুর। মহারাজ, কুন্তী ও দ্রৌপদী ইঁহারা উভয়ই মহোদয়, কিন্তু শ্রীঅংশে সম্ভূতাহেতু পাঞ্চালীই প্রধানা।

[কশ্চিৎ দূতের প্রবেশ।]

কহ দূত, সংবাদ কি?।

দূত। অন্ধরাজের সন্দর্শনহেতু ভ্রাতৃগণ সহ মহারাজ যুধিষ্টির আগমন করিতেছেন।

[দূতের প্রস্থান।

ধৃত। ভ্রাতঃ দেখ, যুধিষ্টির আগমন করিতেছেন, অতএব আমাদিগের সুবিবেচিত বিষয় সাবধানে প্রস্তাব কর।

বিদুর। হে রাজন, তদর্থে নিশ্চিন্ত হউন, আমি বিবিধ বিধানে রাজাকে বুঝাইব।

[ভ্রাতৃগণ সহ যুধিষ্টিরের প্রবেশ।]

যুধি। মহারাজ, আমরা পঞ্চ পাণ্ডব, আপনাকে অবনতি করিতেছি।

ধৃত। পুত্রগণ, আমি অনুক্ষণ তোমারদের প্রতীক্ষা করিতেছি। তোমারদের কুশল কহ।

যুধি। আপনকার দর্শন রূপ মঙ্গল ব্যতীত পূর্ব্ববৎ সকলি অকুশল আছে।

বিদুর। যুধিষ্টির, তুমি মহাসত্ত্ব, আর তোমার যশোপৌরুষে বসুমতী পূর্ণিতা হইল। এবং তোমার বদান্যতাহেতু দরিদ্রতা সংজ্ঞা মাত্র থাকিল। তোমাতুল্য মহানুভব মহীপতি "নভাবী-মভূতঃ"। এইহেতু হে কৌন্তেয়, তোমাকর্ত্তৃক কুরুকুল পবিত্র হইল। দেখ, বিরিঞ্চি ও বাসবাদি দেবগণের ধ্যানের অগোচর যে অনাদি অনন্তরূপ, তিনি অনুক্ষণ তোমারদের সঙ্গে থাকিয়া তোমারদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। হে পুত্র ইহাহইতে সৌভাগ্যান্তর আর কি আছে। সংপ্রতি, অন্ধ,

মহারাজের যে মানস তাহা তোমাকে জ্ঞাত করিতেছি, তুমি সুপ্রসন্ন হইয়া রাজাকে প্রাপ্তাভিলাষ কর। পূর্ব্বাপর ক্ষত্র-ধর্ম্ম ও রাজনীতি এই আছে যে রাজা হইয়া প্রজার পালন ও দান ধ্যান ও যজ্ঞ ব্রতাদি আচরণ করিয়া বার্দ্ধক্যে তনয়ে রাজ্য ভারার্পণ করত বনবাস করিবেক, এবং পরম পদার্থের তত্ত্বহেতু অনাহারে বা বাতাহারে অথবা সাধ্য হইলে পঞ্চ তপারূপ কঠোর করত সদ্গতির অন্বেষণ করিবেক। হে পুত্র, অস্মদাদির চরমকাল উপস্থিত, অতএব সুপ্রসন্ন হইয়া এই অভ্যুপযুক্ত সময়ে রাজনীতি ও কুল ধর্ম্মানুসারে ব্রহ্মচর্য্যাচরণহেতু তপোবনে গমন করিতে আমারদিগকে অনুমতি দান কর।

যুধি। দেব, আপনকার এই প্রস্তাবের বীজ কি। ফলতঃ আমি ইহাতে অতিশয় খিদ্যমান হইলাম। কেননা যদি আমা-তুল্য পুত্রে মহারাজের বিরাগ জন্মিয়া থাকে তবে আমি এক্ষণে যুযুৎসুকে রাজ্যভারার্পণ করিয়া ভ্রাতৃগণসহ প্রব্রজ্যা-শ্রম অবলম্বন করিব। আর যদি ব্রহ্মচর্য্যাচরণহেতু মহা-রাজের অরণ্যে গমনের অভিপ্রায় হয়, তবে সে মতে আম-রাও অনুগমন করিব। যেহেতুক, জ্যেষ্ঠতাত মহারাজের ও আপনকার পদাশ্রয় ভিন্ন পাণ্ডবের গত্যন্তর কি আছে।

[যুধিষ্ঠির রোদন করেন।

ধৃত। যুধিষ্ঠির, বিলাপ সম্বরণ কর, তুমি কুলতিলক। আর ইষ্ট দেবের ন্যায় তোমাকর্ত্তৃক সুসেবিত হইয়া আমি পরম পরি-তুষ্ট হইয়াছি। যেহেতুক রাজ্যচ্যুত হইয়াও আমরা তো-মার অতিশয় যত্নহেতু পূর্ব্বসুখ ও সম্পদভিভোগ করি-তেছি। এই হেতু, হে পুত্রবর, তুমি কদাপি অপ্রিয় নহ। রাজধর্ম্ম ও নীতি এই যে বার্দ্ধক্যে বনে গমন করত যথা শক্তি যোগ আচরণ করিয়া ইন্দ্রিয় সংযমন, ও সদ্গতির অন্বেষণ করিবেক। আর মহৈশ্বর্য্যবান মহীশ্বরেরাও মহীমধ্যে এই-রূপ আচরণ করিয়াছেন. হে যুধিষ্ঠির, শারীরিক তোমার জ্ঞা-

নের ইহা অগোচর নহে, সেইহেতু আমিও ইহা মনন করিয়াছি। আর পরমার্থ চর্চায় এইরূপে প্রতিরোধ করা পরম পুণ্যাত্মা তোমার কর্ত্তব্য নহে। যেহেতুক ধর্ম্মবলে তুমি সঙ্কট রূপ মহাসাগর পার হইয়া শত্রু নিকরে সংহার করত স্বরাজ্যের সমুদ্ধার করিয়াছ, এইহেতু পৃথিবী মধ্যে সাধু ও সজ্জনেরা তোমার অনুক্ষণ ব্যাখ্যা করিতেছেন। অতএব উদ্বেগ পরিহার করিয়া বাহুবলে অর্জ্জিত বসুমতী সবসু সম্ভোগ কর। আর অস্মদাদির পারত্রিক কুশলহেতু অনুকম্পা করিয়া আমারদিগকে অরণ্যে প্রবেশ করিতে অনুমতি দেও যে তোমার কল্যাণে আমরা ভাবি ভাবুকানুভব করিতে পারি। আর যুযুৎসু নামে যে আমার নন্দন সে উপস্ত্রীয়ার ক্ষেত্রজহেতু হস্তিনার রাজ্যাধিপত্যের যোগ্য নহে। একারণ তোমার অরণ্যে অনুগমন ও তদ্ধেতুক তাহার রাজ্যভার গ্রহণ উভয়ই সুদূর পরাহত। অতএব, হে পুত্র, মায়া পরিত্যাগপূর্ব্বক আমারদিগকে বিদায় দেও।

যুধি। মহারাজ, পুত্রগণের প্রতি এইরূপ নিষ্ঠুর হইয়া কি জন্য নিগ্রহের নিয়োগ করিবেন। গৃহাশ্রমে থাকিয়া হোম যজ্ঞ ব্রত ধর্ম্মাচরণে পুণ্যানুষ্ঠান করুন, আর বহুরত্নেপূরিত রাজকোষ মহারাজের দান ও ভোগের যোগ্য বটে।

বিদুর। যুধিষ্ঠির, তুমি যাহা কহিলা তাহা বাস্তব মানিলাম কিন্তু দেখ, অস্মদাদির চরমকাল উপস্থিত, অতএব আমারদের ভাবিমঙ্গলার্থ অন্ধরাজকে তপোবনে গমন করিতে অনুমতি দান করিয়া আমারদিগকে চরিতার্থ কর, নতুবা পারত্রিক কর্ম্মানুশীলনে বঞ্চিত হইয়া কুরুরাজ অতিশয় ভগ্নোদ্যম হইবেন। আর বৃদ্ধ মহারাজকে এইরূপে অকৃতার্থ করা জ্ঞানবিৎ ও ধর্ম্মাত্মা তোমার কর্ত্তব্য নহে।

যুধি। হে দেব, সংপ্রতি ইহা সুসাধ্য নহে, ভারত সংগ্রামে অতুল কুলক্ষয়হেতু আমরা অনুক্ষণ ব্যাকুল, বিশেষতঃ পিতামহ মহাশয়ের বিয়োগে আমরা নিয়ত বিষণ্ণ আছি, তত্রাপি আপনাদিগকে দর্শন করিয়া সেই মহা দুঃখের ক্রমশঃ উপশম

করিতেছি। মহারাজের মহাপ্রস্থানে গান্ধারী দেবী ও কুন্তী মাতাও আপনারদের অনুগামিনী হইবেন ও হঠাৎ গৃহ শূন্য হইলে খিদ্যমান আমরা কিরূপে গৃহে বাস করিব। বিশেষতঃ বিরাট দুহিতা উত্তরা বালিকা, আর পরীক্ষিত নামে তাহার পুত্র শিশুমাত্র, এবঞ্চ দ্রৌপদী সন্তাপপরা, তত্রাপি যদি মহারাজের তপোবনে গমনের প্রয়োজন বিবেচনা সিদ্ধ হয় তবে আমারদেরও মহারাজের অনুগামি হওনের অবরোধ কি আছে, বিশেষতঃ আপনাদিগের সহিত বনবাসেও যে স্বচ্ছন্দের সম্ভাবনা, তাহা হস্তিনার শূন্য গৃহে অসম্ভব। অতএব যদি মহারাজের বিরাগ না জন্মে, তবে কিয়ৎ কাল পরে আপনারদের মহাপ্রস্থানের প্রস্তাব বিচার্য্য বটে।

বিদুর। যুধিষ্ঠির, যদি তোমার একান্ত এই অভিমত, তবে সংপ্রতি এই হউক। কিন্তু দেখ, চিন্তা ও অনশনহেতু অন্ধরাজ দিন২ ম্রিয়মাণ হইতেছেন।

যুধি। দেব, আমরা সম্প্রতি বিদায় হইতেছি।

[পঞ্চ পাণ্ডবের প্রস্থান।

ধৃত। বিদুর দেখ, আমারদের গৃহ পরিত্যাগে যুধিষ্ঠির নিতান্ত অসম্মত, এইহেতু গৃহ বাস আমারদের নিগূঢ় বন্ধন হইল। হে ভ্রাতঃ, তবে মায়াজালে আচ্ছন্ন এই সংসাররূপ মহা-কারাগারহইতে আমারদের কি মতে মুক্তি হইবে, তাহা আমাকে কহ। বিধির নিগ্রহে আমি জন্মান্ধ, এতাবতা আজন্ম পরবশ হইলাম। এবং বুদ্ধির বিপাকে বংশেরও বিনাশ করিলাম, ইহাও আমারদিগের কর্ম্ম বিপাক ভিন্ন নহে। আর আজন্ম মায়াপাশে বদ্ধ হইয়া অসার সংসারে অতিশয় যত্নপর ও অলীক রাজ্য সুখাসক্ত হইয়া কদাপি পারলৌকিক চিন্তায় ভগবদ্ভাবনা করিলাম না তবে কিমতে দুস্তর ভবার্ণব তরঙ্গহইতে নিস্তার পাইয়া শমনের শঙ্কান্তর হইব, তাহার উপায়মাত্র দেখি না। অতএব, হে দেবি, [গান্ধারী প্রতি] আমারদিগের জন্ম বিফল ও অশেষ পার-ত্রিক ক্লেশের আকর হইল।

গান্ধারী। পতে, আপনি যাহা চিন্তা করিতেছেন, তাহা অলীক নহে, এতদর্থে আমার যে অভিমত তাহা আপনাকে নিবেদন করিতেছি। যুধিষ্ঠির কদাপি আমারদিগকে অনায়াসে পরিত্যাগ করিবেন না, অথচ আমারদিগের চরমকাল উপস্থিতহেতু ব্রহ্মচর্য্যাচরণও অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব যুধিষ্ঠিরের বাধা আমি বৈধ বোধ করিলাম না। আর দেখ, সম্প্রতি ভগবৎ ইচ্ছায় সংসারের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে, তবে এক্ষণে পরের নিমিত্তে কেন পরকাল নষ্ট করিব। হে রাজন্, কুন্তীদেবী আপনাকে যাহা কহিয়াছেন, তাহা অতি সত্য, অর্থাৎ যদি সাংসারিক বিস্তীর্ণ মায়া জাল ছেদন না করিলে নির্বিঘ্নে পারত্রিক কর্ম্মানুষ্ঠান না হয়, তবে জ্ঞানবিজ্ঞানেরা তাহা অবশ্য ছেদন করিয়া পরম পদার্থে লীন হইবেক। অতএব শুভ দিন দেখিয়া বিদুর ও সঞ্জয় সমভিব্যাহারে মহারাজ তপোবনে শুভ যাত্রা করুন, আমি ও কুন্তী আপনাদিগের অনুগামিনী হইব। আর যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতার সহিত রাজপথে মিলন হইবে।

বিদুর। মহারাজ, ইহা ভিন্ন উপায়ান্তর দৃষ্ট হয় না; এক্ষণে এই সৎ পরামর্শ বটে।

ধৃত। তবে এই হউক। সঞ্জয়, এতদর্থে কোন্ দিন উক্ত, তাহা আমাকে কহ।

সঞ্জয়। মহারাজ, সর্ব্ব সিদ্ধিবিধায়িনী ত্রয়োদশী শুভঙ্করী ও তাহা সিদ্ধিবর্দ্ধিনী বটে। অতএব ঐ দিন প্রত্যূষে শুভযাত্রা করুন। দিক্‌পালেরা আপনাকে সর্ব্বদিকে রক্ষা করুন, আর ভগবতী সর্ব্বমঙ্গলা আপনকার পরমার্থের মঙ্গল করুন।

ধৃত। তবে এই স্থির হইল।

সঞ্জয়। মহারাজের মহতী ইচ্ছামতে ইহাই স্থির হইল।

ধৃত। তবে এই হউক।

[ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয় ও বিদুর ও গান্ধারীর প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

রঙ্গভূমি, হস্তিনানগরে, রাজপথে ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয় ও বিদুর ও গান্ধারী ও কুন্তীর প্রবেশ।

ধৃতরাষ্ট্র। বিদুর, অরা কর যে মতে শুভক্ষণ উত্তীর্ণ না হয়। দেখ, আমারদিগের তপোবনে গমন সংবাদে রাজগৃহে ও নগরে অতিশয় রোদন কোলাহল হইতেছে।

বিদুর। মহারাজ, আপনকার সংমিলনহেতু যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পুত্র ও দ্রৌপদী ও উত্তরা ও পরীক্ষিত আগমন করিতেছেন, অতএব ক্ষণেক অপেক্ষা করিয়া মহা প্রস্থান সময়ে বালক ও বালিকাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন। আরও দেখ, দুঃশীলা কন্যা ও কৌরব বধূগণও আসিতেছেন।

[পঞ্চ পাণ্ডব ও দুঃশীলা ও কৌরব বধূগণের প্রবেশ।]

যুধিষ্ঠির। হে মাতঃ [কুন্তীপ্রতি] নিরপরাধি পুত্রগণে কি কারণ পরিবর্জ্জন করিতেছ। তোমার বিচ্ছেদে গৃহ শূন্য হইবেক এবং শূন্য গৃহে আমরা কি সুখে বাস করিব। শিশুকালে পিতৃহীন হইয়া মাতৃসুখে সেই শোক বিস্মৃত হইলাম। অতএব তোমার অপালনে ও অদর্শনে আমরা কিপ্রকারে প্রাণ ধারণ করিব। আর দেখ, দ্রৌপদী ও উত্তরা উভয়ই শোকাতুরা, বিশেষতঃ পরীক্ষিত নামে উত্তরাপুত্র সেও শিশু। হে জননি, ইহারদিগকেই-বা-এক্ষণে কিরূপে পরিত্যাগ করিতে পার। আর বাল্যকালাবধি মাতৃহীন নকুল ও সহদেব আপনকার অরণ্য গমন সংবাদে অতিশয় বিলাপ করিতেছেন। হে মাতঃ পুত্রগণের রক্ষার্থ উচিত বিধান করুন।

কুন্তী। যুধিষ্ঠির, তুমি মহাত্মা। আর তোমার পবিত্র ও পুণ্য নামের স্মরণ প্রতিদিন প্রাণিগণের পরিত্রাতা হউক। আমি বহুক্লেশ ভোগ করত অতঃপর সাংসারিক মায়ারূপ মহাপাশের ছেদন করিয়া ব্রহ্মচর্য্যাচরণে মনন করিয়াছি, দেখ, আমার চরমকাল উপস্থিত। আর জীবমাত্রই মৃত্যুর বশীভূত।

অতএব যখন মৃত্যুর নিশ্চয়তা আছে, এবং বার্দ্ধক্যহেতু তাহা অনুক্ষণ প্রতীক্ষণীয়, তখন অমূল্য পরমায়ুর পরিশিষ্ট পারত্রিক ইষ্টানুষ্ঠানে ক্ষেপণ করা কর্ত্তব্য কি না তাহা বিবেচনা কর। হে পুত্রগণ, লৌকিক মায়া পরিত্যাগ করিয়া অদ্য কিম্বা কল্য মরণশীল বৃদ্ধা মাতার পরমার্থের অনুকূল হও। আর শ্রীঅংশে সম্ভূতা যাজ্ঞসেনী যাঁহার অধিষ্ঠানে গৃহের সমূহ কুশল সম্ভাবনা, তাঁহার যত্নে তোমরা পরম সুখী হইবা। অতএব, রে বৎসগণ, পতনশীল তোমাদিগের অশ্রু সম্বরণ করিয়া আমার পুনরুদিতা মায়ার ছেদনকর্ত্তা হও।

পঞ্চপাণ্ডব। হে মাতঃ তবে আমরা অভিবাদন করি, আর মাতৃহীন বালকের ন্যায় আমরা অদ্যাবধি অরক্ষিত হইলাম।

[পঞ্চ ভ্রাতা রোদন করেন।

কুন্তী। পুত্রগণ, বিলাপ সম্বরণ কর। ভগবান বাসুদেব তোমারদিগকে অনুক্ষণ রক্ষণাবেক্ষণ করুন।

[দ্রৌপদী ও পরীক্ষিত সহ উত্তরার প্রবেশ।]

দ্রৌপদী। ঠাকুরাণি, আমরা অবনতি করিতেছি। অকৃতাপরাধে দাসীগণে কি কারণ পরিহার করিতেছেন। দেখুন, উত্তর কন্যা ও তাহার শিশু পুত্র এই পরীক্ষিত আপনকার বিচ্ছেদহেতু অতিশয় বিলাপ করিতেছে। আমরা ইহারদিগকে কিরূপে সান্ত্বনা করিব। আর বহুকালাবধি বহু ক্লেশ পাইয়া এবং রাজ্যহেতু ভারত সংগ্রামে জ্ঞাতি গোত্র ও বন্ধু বান্ধবদিগকে বধ করিয়া পাণ্ডবেরা ইদানীং আপনাকে দেখিয়া পূর্ব্ব ক্লেশ বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তাহাতেও বিধির নিগ্রহে আপনকার বিচ্ছেদরূপ বঞ্চনা উপস্থিত। রাজসূয় যজ্ঞকালে পাণ্ডবেরা পৃথ্বী মধ্যে একাধিপত্য করিয়া তাহার অব্যবহিত পরেই সদারা সুদূর অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। তদনন্তর সংগ্রামে শত্রুগণে সংহার করত বরাজ্যের সমুদ্ধার করিয়া সম্প্রতি মাতৃবিচ্ছেদে অবসাদিত হইতেছেন। অতএব, ঠাকুরাণি, আমি দেখিলাম যে অতি শীঘ্রই আমারদিগের নির্ব্বাণের

কারণ হইতেছে। হে দেবি, আপনকার বিচ্ছেদে এই রাজ-পুরী অতঃপর দণ্ডারণ্যের ন্যায় শূন্য হইল।

[দ্রৌপদী রোদন করেন।

উত্তরা। ঠাকুরাণি, আমি অভিবাদন করিতেছি। আর স্বয়ং পতি শোকার্ত্তা আমি কিরূপে এই রোরুদ্যমান শিশুকে সান্ত্বনা করিব। কেননা দেখ, পরীক্ষিত অহরহ রোদন করিতেছে, এবং অভাগ্যক্রমে আমারও নেত্রনীরের নিমিষার্দ্ধ বিরাম নাই।

কুন্তী। বিরাটতনয়ে, ধৈর্য্যাবলম্বন কর। এই মহানুভব শিশু তোমার সমস্ত সন্তাপের হরণ করিয়া মহীশ্বররূপে মহী পবিত্রা করিবেক। আর ভূতভাবি বিজ্ঞ মুনিরা কহিয়াছেন যে এই শিশু মহাত্মা ও কুরুবংশ লোচন হইবেক। অতএব, হে বালে, এই অসাধারণ সুতকে সযত্নে পালন কর যে তদ্দ্বারা তোমার বর্ত্তমান শোক ও দুঃখ দূর হইবে, এবং ভবিষ্যতে অসীম সুখ অনুভব করিবা। আর এই অজিতবল্লভা অযোনিজা যাজ্ঞসেনীর যত্নে তোমারদের অসুখমাত্র নহিবে। হে পঞ্চাল সুতে, রোদন সম্বরণ কর। আমি উত্তরা ও তৎপুত্র এই পরীক্ষিতকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম। তোমার পবিত্র নাম সর্ব্ব পাপের সংহর্ত্তা ও প্রতিদিন প্রাণিগণের স্মরণীয় হউক।

দ্রৌপদী। ঠাকুরাণি, আমরা এক্ষণে প্রণাম করিতেছি, আর আপনকার সেবা ধর্ম্মানুষ্ঠানে আমরা বঞ্চিত হইলাম আমারদিগের চিত্তে এই বিষম বিষাদ রহিল।

[দ্রৌপদী ও উত্তরা ও পরীক্ষিতের প্রস্থান।

ধৃতরাষ্ট্র। যুধিষ্ঠির, এক্ষণে সুপ্রসন্ন হইয়া আমারদিগকে অনুমতি দেও যে আমরা এই শুভক্ষণে শুভ যাত্রা করিতে পারি। হে পুত্র, তুমি মহাত্মা, অতএব মোহকর্তৃক তোমার এইরূপে মোহিত হওয়া অকর্ত্তব্য। অতএব বিলাপপর পরিজনে প্রবোধ দান করিয়া পুরীমধ্যে লহ যে তোমার পুণ্যহেতু

আমরা ছিন্ন মায়াকর্ত্তৃক পুনর্ব্বার আক্রান্ত না হইয়া পরম পন্থায় প্রবৃত্ত হইতে পারি।

পঞ্চ পাণ্ডব। হে দেব, পাণ্ডবের অপরাধ প্রশমন করুন, যেহেতুক আমারদের কৃত দুষ্কৃতি বহুধা, নচেৎ অতি অভাজন আমরা আপনকার পরম পদাশ্রয়হইতে কখন বঞ্চিত হইতাম না।

[যুধিষ্ঠির রোদন করেন।

ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী ও বিদুর। যুধিষ্ঠির, ধৈর্য্য হও, আমরা প্রসন্ন হইলাম। তোমরা মহা সত্ত্ব। অতএব কোটিকল্প সুরলোকে বাস করিয়া অক্ষয় সুখ অনুভব কর, আর তোমারদের পবিত্র বংশ অনন্তকাল ধরাধিপত্য করুক।

[পঞ্চ পাণ্ডবের প্রস্থান।

গান্ধারী। হে তনয়ে, [দুঃশীলা প্রতি] বধূগণ সমভিব্যাহারে তুমি গৃহে গমন কর, আমরা শুভ যাত্রা করি। দেখ, দ্রৌপদী ও উত্তরা ধৈর্য্যাবলম্বনে নিকেতনে গমন করিতেছেন।

দুঃশীলা। হে জননি, দ্রৌপদী ভাগ্যবতী ও গৃহে গিয়া নানা সুখ অনুভব করিবেন আর অভাগ্যবতী আমরা গৃহে গিয়া কেবল অরণ্যের ন্যায় শূন্যময় দেখিব। ভারত সংগ্রামে আমি যেরূপে অনাথা হইয়াছি, তাহা মাতার অবিদিত নাই, তত্রাপি পিতা ও মাতার পালনে দুরদৃষ্ট কষ্টে সহ করিয়াছি। এক্ষণে তোমাতে ও পিতাতে বঞ্চিত হইয়া কোথায় ও কিমতে জীবন ধারণ করিব। জননি দেখ, তোমার বিচ্ছেদে ব্যাকুলা বিধুবদনা বধূগণ ধূলায় ধূসর হইতেছে। হে মাতঃ ইহা দেখিয়াও কেন দয়ার্দ্রচিত্ত না হও।

[দুঃশীলা রোদন করেন।

গান্ধারী। তনয়ে, ধৈর্য্য হও, বস্তুতঃ তোমার বারম্বার বিলাপহেতু আমার মহাশোক স্বরূপ নির্ব্বাণ বহ্নির পুনরুদ্দীপন হইয়া আমার মর্ম্মাভ্যন্তরের দাহন করিবেক। যুধিষ্ঠির ধর্ম্মাত্মা ও তাহার পালনে অসুখী হইবা না। তবে দুরদৃষ্টঘটিত দুঃখ অনি-

বার্য্য, নতুবা, হে তনয়ে, রাজদুহিতা ও রাজবনিতা হইয়া অদ্য রাজপথে রোদন করিও না।

ধৃত। হে বালে, তাবদ্দুঃখই লালাটিক, অতএব বিলাপ সম্বরণ করিয়া বধূগণ সংমিলনে গৃহে গমন করত পরমার্থের চর্চ্চা কর যে ভবিষ্যতে এইরূপ মহাদুঃখে অবসন্না না হও। দেখ, এই অসার সংসারে মনুষ্যদিগের যে পরস্পর সম্বন্ধ তাহা উভয় পথিকের মিলনের ন্যায় ক্ষণিক, বরং অলীক জ্ঞান করিবা। আর জ্ঞানালোক-সহকারে যাঁহারা নিবিড় তিমিরের ন্যায় দৃষ্টির অবরোধকারিণী মায়াকে বিচ্ছিন্না করিয়া পরমপদ দর্শন করিতে সমর্থ হয়েন, তাঁহারাই ধন্য।

দুঃশীলা ও বধূগণ। ঠাকুরাণি, তবে আমরা আপনাকে প্রণাম করি, অনুকম্পা করিয়া এই বরদাত্রী হউন যে সেই পরমকারুণিক পরমেশ্বর আমারদের পরমার্থের মঙ্গল করেন। আমরা রাজেশ্বরী হইয়া অতঃপর পরভাগ্যোপজীবিনী হইলাম। ঐহিকের এই সুখ হইল। হে মাতঃ আমরা বিদায় হইতেছি।

[সাশ্রুমুখী দুঃশীলা ও কৌরব বধূগণের প্রস্থান।

বিদুর। মহারাজ, আপনকার অরণ্যে প্রস্থানহেতু নগরস্থ আবাল বৃদ্ধ বনিতারা উচ্চরায় রোদন করিতেছেন, এবং বহুদ্বিজগণও বেদোক্ত আশীর্ব্বাদ করত রাজপথে দণ্ডায়মান আছেন।

[দ্বিজগণের প্রবেশ।]

ধৃত। ভ্রাতঃ অন্ধ নহিলে এই সমস্ত দেখিয়া আমি নিতান্ত মায়ামুগ্ধ হইতাম। এক্ষণে যুধিষ্ঠির প্রেরিত রজত কাঞ্চনাদি দীন দরিদ্র ও দ্বিজগণে দান কর।

বিদুর। যে আজ্ঞা মহারাজ।

[বিদুর দীন দরিদ্র ও দ্বিজগণে দান করেন।]

দ্বিজগণ। ভগবতী সর্ব্বমঙ্গলা মহারাজের পথে মঙ্গল করুন।

[প্রস্থানং।

ধৃতরাষ্ট্র। শুভমস্তু তবে আইস, সকলে শুভগমন করি।

[ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয় ও বিদুর ও কুন্তী ও গান্ধারীর প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

রঙ্গভূমি, দ্বৈপায়ন বনে ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয় ও বিদুর ও কুন্তী ও গান্ধারীর প্রবেশ।

ধৃতরাষ্ট্র। হে সঞ্জয়, কুরুক্ষেত্র নামে সেই ধর্ম্মক্ষেত্র যথায় কৌরব ও পাণ্ডবেরা অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী চতুরঙ্গিণী সেনা সংগ্রহ করিয়া মহতী ভারতসংগ্রাম সম্পন্ন করিলেন, সেই পুণ্যভূমি কোন্ ভাগে তাহা আমাকে কহ, এবং ইহা কোন্ তপোবন ও কি কারণ প্রসিদ্ধ হইল।

সঞ্জয়। নরপতে, প্রাগুক্ত পুণ্যভূমি যথায় একাদশ অক্ষৌহিণী সহিতে কৌরব ও সপ্ত অক্ষৌহিণী সহিতে পাণ্ডব সেনাপতিরা সংগ্রামশায়ী হইলেন, তাহা বহুঅভ্যন্তরে রহিল, আর জাহ্নবীর পশ্চিমকূলে অবস্থিত দ্বৈপায়ন নামে এই বন বহু মুনিগণের আশ্রমহেতু অতিশয় প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

[পদ্য।]

অতি মনোহর বন শুন নৃপবর।
জাহ্নবীর তীরে হেতু আরো পুণ্যতর॥
যোগেশ বিরাম স্থান যোগির আশ্রম।
দেবের বাঞ্ছিত বারি বায়ু মনোরম॥
নানা পুষ্প সুবাসে বাসিত তপোবন।
ফল ভরে নত শির যত তরুগণ॥
বহুতর তরুলতা শোভিছে কাননে।
অশোক কিংশুক বক পলাশ কাঞ্চনে॥
পিয়াল তমাল তাল শাল আমলকী।
দেবদারু দাড়িম্ব কদম্ব হরীতকী॥

সুচারু কদলী দল শোভিছে সুন্দর।
অমর বাঞ্ছিত ফল শুন কুরুবর॥
পুষ্পের আরাম যত সংখ্যা নাহি তার।
বিরাম করয়ে পুষ্পধন্বা অনিবার॥
সারি২ শেফালিকা বিচ্ছেদ বকুলে।
তার গন্ধে মকরন্দে ধায় অলিকুলে॥
মল্লিকা মালতী লতী সেঁবতীর শোভা।
মাধবী মীলনে রাজা অতি মনোলোভা॥
করবী চম্পক পদ্ম স্থলজ জলজ।
নানা রঙ্গ রঙ্গণাদি অরুণ অগজ॥
মলয়া অনিল সদা বৈসে উপবন।
ফুল্ল ফুল বাসে ভারাক্রান্ত অনুক্ষণ॥
কালাকাল নাহি সদা বৈসে ঋতুবর।
দক্ষিণ মরুত সঙ্গে শুন মহীশ্বর॥
কমনীয় স্বরে গান করয়ে কোকিল।
বসন্ত বিচ্ছেদ জ্ঞান নাহি এক তিল॥
তড়াগ দীর্ঘিকা কত কে করে গণন।
নির্ম্মল শীতল জল স্বচ্ছ সদাক্ষণ॥
মুনির আশ্রম রাজী বিরাজে রাজন্।
সংযোগে আছয়ে যোগী করি যোগাসন॥
পঞ্চতপা করে কেহ পবন অশনে।
জটা বল্কধারী সবে বর্জ্জিত বসনে॥
সুসঙ্গ সঙ্গতি রাজা আশ্রম উত্তম।
তাপস তপস্যাহেতু বন অনুপম॥
হেথায় কুটীর ত্রয় করিয়া নির্ম্মাণ।
যোগাসনে বৈস সবে শুন মতিমান॥

(গদ্য।)

বিদুর। দেব, আপনকার সংমিলনহেতু সংপ্রতি এই তপোবনবাসি

ন

কতিপয় তপোধন আগমন করিতেছেন। অতএব মুনিগণে অভ্যর্থনা করুন।

[মুনিগণের প্রবেশ।]

ধৃতরাষ্ট্র। আগচ্ছ। হে মুনে, আমরা ধরাবনত প্রণাম করিতেছি। আপনাদের কুশল?

মুনিগণ। মহারাজের শুভাগমনে আমরা চরিতার্থ হইয়াছি, আর সেইহেতু এই অরণ্যবাসি ঋষিদিগের সম্যগিষ্ট। হে নরপতে, অতিশয় কঠোরাত্মক আশ্রমাবলম্বন করণ জন্য যে উত্তমা প্রতিষ্ঠা তাহা আপনাদিগেই অর্হে। যেহেতুক মহৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া যে মহীপতিরা তপোবন অবলম্বন করেন তাঁহারা মহানুভাব ও শ্লাঘ্য।

ধৃত। মুনে, সঞ্জয় ও বিদুরকর্তৃক আমরা এইরূপ ন্যায়েতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

মুনিগণ। মহারাজ, সঞ্জয় ও বিদুর মহাসত্ত্ব, যেহেতুক সন্তাপিত ও মায়া মুগ্ধ সংসারহইতে মহারাজকে স্বল্পকালেই ন্যায়েতে প্রবৃত্ত করিয়াছেন।

ধৃত। মুনে, আপনাদিগের সংমিলনে আমরা কৃতার্থ হইলাম, অতএব পুনর্ব্বার আপনাদিগকে প্রণাম করিতেছি।

মুনিগণ। ভগবান চন্দ্রচূড় মহারাজের মঙ্গল করুন।

[মুনিগণ প্রস্থান করেন।

বিদুর। দেব, আমি জাহ্নবী তীরে যোগাসন করিব, অতএব অনুকম্পা করিয়া তদর্থে অনুমতি প্রসাদ করুন। আর সেই মহাসনহইতে বিরাম না হয়, এজন্য অদ্যাবধি অশন বর্জ্জন করিলাম। আপনি নিদিধ্যাসনে প্রবৃত্ত হউন।

ধৃত। হে ভ্রাতঃ তোমার পরম পবিত্র সংসর্গহেতু আমরা অরণ্যেও সুখানুভব করিতেছি। আর যদি ইহাই শ্রেষ্ঠ কল্প হয়, তবে এইমত আচরণ কর। কিন্তু আমরা তোমার পুনরাগমনের অনুক্ষণ প্রতীক্ষা করিব। ভগবান বাসুদেব তোমার মনস্কামনা সিদ্ধি করুন।

বিদুর। দেবি, [কুন্তী ও গান্ধারী প্রতি] আমি সম্প্রতি বিদায় হইতেছি।

কুন্তী ও গান্ধারী। হে মহাত্মন্, তোমার তপস্যা পূর্ণা হউক। আর তোমার পুনর্মিলনরূপ মহাসুখহইতে আমরা পরাঙ্মুখ না হই। আইস, ভগবতী গঙ্গাদেবী তোমার মঙ্গল করুন।

[বিদুরের প্রস্থান।

সঞ্জয়। একণে আপনারা কুটীরে প্রবেশ করিয়া যোগাসন করত হৃদয়ে পরস্পর চিন্তা করুন।

ধৃত। এই হউক।

[সর্ব্বেষাং প্রস্থানং।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

রঙ্গভূমি হস্তিনানগর রাজবাটীতে যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ।

যুধিষ্ঠির [চিন্তাগত] বহুকাল নহিল, মাতা ও জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র, ও গান্ধারী দেবী ও পিতৃব্য বিদুর মহাশয় গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে গমন করিয়াছেন। আর সেইহেতু আমারদিগের গৃহও এক্ষণে দণ্ডারণ্যের ন্যায় শূন্যময় হইয়াছে। আর যদিও, নির্ম্মল জ্ঞানিগণেরা "কা কস্য পরিবেদনা" ইত্যুক্তি দ্বারা এই সমস্ত সাংসারিক সম্বন্ধকে অলীক বোধ করেন, কিন্তু মায়া এইরূপ প্রবলা যে তৎকর্ত্তৃক মোহিত সাংসারিকেরা তাহা বিস্মৃত হইয়া কুতুহলে ঐহিক শৃঙ্খলে বদ্ধ হইতেছেন। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই অনুজ ধনঞ্জয়। যেহেতুক বিবিধ পণ্ডাপণ্ডিত পাণ্ডবার্জ্জুনও মাতৃ বিচ্ছেদে ব্যাকুল হইয়াছেন এবং ব্যাসদেবও শ্রীকৃষ্ণদেবের বাচনিক বহু যোগসংবাদ শুনিয়াও আমার কিজন্য চিত্তের স্থিরতা হইতেছে না। কেন-না ইদানীং বহুধা দুশ্চিন্তায় আমার কালহরণ হইতেছে, এবং দিবা ও তমস্বিনীর ন্যায় তিমিরাবৃত বোধ হইতেছে।

ইহা মায়াকর্ত্তৃক আক্রম জ্ঞানের অবরোধ ভিন্ন নহে। তথাপি যদি হিতাহিত বিজ্ঞ অস্মদাদির এইরূপ চিত্তের স্থৈর্য্য না হয়, আর লৌকিক সম্বন্ধ বিচ্ছেদ যাহা পারলৌকিক পক্ষে যোগপরায়ণেরা উপহাস্য বোধ করেন, তাহাতে ধৈর্য্য না হই, তবে এইরূপ মহাবিচ্ছেদহেতু স্বভাবতঃ স্বল্পজ্ঞান কৌরব ও পাণ্ডব বধূরা বিলাপ করিবেন তাহাতে বিচিত্র কি আছে। সহদেব ও নকুল মাতৃবিচ্ছেদে ব্যাকুল, আর ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীদেবীর মহা প্রস্থানহেতু অন্ধরাজ দুহিতাও অতিশয় ব্যাকুলা হইয়াছেন। আর দ্রৌপদী ও উত্তরা এইহেতু খিদ্যমানা এবং ভীমার্জ্জুনও আপনাদিগকে অতিশয় অবসন্নের ন্যায় দর্শাইতেছেন। আত্মজ্ঞান ভিন্ন প্রবোধ জন্মে না। অতএব এই শোকাকুল সংসারকে আমি কিরূপে শান্ত করিব।* হে ভগবন্, না জানি আমারদিগের চরমে কি হইবে। অতিশয় আয়াসে সম্পাদ্য যে অশ্বমেধ যজ্ঞ তাহা সম্পন্ন করিয়াও আমারদিগের শোকের সমাধি হইল না। অতএব এই শোক ও দুঃখের অবধি নাই, ইহাই অনুমিত হইতেছে। ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয় ও বিদুর ইঁহারাই মহাত্মা, কেননা মহৈশ্বর্য্য ভোগে প্রাসাদে অবস্থান করিয়াও আমরা এইরূপ অসুখী হইতেছি, আর অরণ্য মধ্যে কুটীরে অবস্থিত ঐ মহাত্মারা পরমার্থানুশীলনে পরম সুখী হইতেছেন। অতএব যোগ ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ, কেননা তাহা সাংসারিক চিন্তালেশ বিবর্জ্জিত, অথচ পরমার্থ তত্ত্বের কল্যাণ প্রদ। হে তত্ত্বাম্বেষি মহাত্মারা তোমরা পরমার্থকে পাও, আর অস্মদাদ্যেরা ঐশ্বর্য্যকে পাউক।

[ভীমার্জ্জুন ও নকুল, সহদেব, ও দুঃশীলা সহ কৌরব
ও পাণ্ডব বধূগণের প্রবেশ।]

অর্জ্জুন, সম্প্রতি রাজকন্যা ও বধূগণের আগমনের প্রয়োজন কহ।

অর্জ্জুন। দেব, একে২ সকলেই আত্ম নিবেদন করিবেন। কিন্তু অকালে এতদ্রূপে আগমন করিয়া আমরা মহারাজের বিশ্রামের

ব্যাঘাত করিলাম। জ্যেষ্ঠতাত কন্যা ও কৌরব বধূরা মহারাজের দর্শনহেতু অতিশয় ব্যগ্রা এবং পাঞ্চালী ও সুভদ্রা ও উত্তরা আমার অনুগমন করিলেন।

যুধি। হে বালে, তোমারদিগের আগমনের প্রয়োজন কহ।

দুঃশীলা। দেব, আমারদিগের অশ্রুপূর্ণ নয়নই আমারদিগের আগমনের প্রয়োজন কহিবেক। ফলতঃ আমরা মাতৃবিচ্ছেদে অতিশয় ব্যাকুলা এবং তদ্ধেতু বধূরা অতিশয় কাতরা। মহারাজ, যাহার গৃহে মাতা নাই তাহার গৃহ ও অরণ্য দুই তুল্য, ইহা বাস্তব কি না তাহা সম্প্রতি অনুধাবন করুন। আর এই রূপ মাতৃহীন গৃহকেও যদি গৃহ কহা যায়, তবে অরণ্যও কেন গৃহ না হয়। দেখুন সহদেব ও নকুল এইহেতু অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছেন। আমরা নারী, কিরূপে ইহা অনায়াসে সম্বরণ করিব।

যুধিষ্ঠির। ইহা অপ্রকৃত নহে, অনন্তর তোমারদের অভিলাষ কহ।

দুঃশীলা। দেব, আমরা বারেক দ্বৈপায়ন বনে গিয়া মাতা ও পিতা ও পিতৃব্যের শ্রীচরণ দর্শন করিব, এই অভিলাষ। আর মহারাজের মহতী ইচ্ছা হইলে আমরা প্রাপ্তাভিলাষ হইতে পারি।

দ্রৌপদী। হে প্রভো, সুভদ্রা ও বিরাট পুত্রীও ঠাকুরাণীর বিচ্ছেদে অতিবড় বিষণ্ণা, ইহা আপনকার অগোচর নহে।

অর্জ্জুন। যদি মহারাজের অভিমত হয়, তবে সকলের সন্তোষার্থ ইহা অকর্ত্তব্য নহে। বিশেষতঃ নকুল ও সহদেব দিন২ ম্রিয়মাণ হইতেছেন।

যুধিষ্ঠির। ভ্রাতঃ যে কার্য্যে বহুজনের প্রীতি জন্মে তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব সকলে চল, আমরা দ্বৈপায়ন বনে গিয়া মাতা ও জ্যেষ্ঠতাতপ্রভৃতির সহিত সংমিলন করি। পার্থ, সজ্জার আয়োজন কর, আর তোমার অনুগামিনী কৌরব ও পাণ্ডব বনিতাগণে প্রস্তুত হইতে কহ।

অর্জ্জুন। যে আজ্ঞা।

[অর্জ্জুনের প্রস্থান।

কৌরব ও পাণ্ডব বনিতাগণ। হে দেব, এই অনির্ব্বচনীয়া অনুকম্পাহেতু, আমরা কৃতার্থ হইলাম। অতএব আপনাকে ধরাবনত প্রণাম করিতেছি। মহারাজের এই উত্তমা খ্যাতি চিরজীবিনী হউক।

[দুঃশীলা সহ কৌরব ও পাণ্ডব বধূগণের প্রস্থান।

ভীম। সংপ্রতি অর্জ্জুনের পৌত্র পরীক্ষিত আসিতেছেন। মহারাজ, এই শিশু মহানুভব।

যুধি। বৃকোদর, ইহা অতি সত্য। এই শিশু এই সাম্রাজ্যের ভাবি সম্রাট। আর মুনিগণ কহিয়াছেন যে এই শিশু মহাত্মা ও পাণ্ডুবংশ চূড়ামণি হইবেক।

[পরীক্ষিতের প্রবেশ।]

কহ, পরীক্ষিত সংবাদ কি। তুমি অন্তঃপুরে মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া কিহেতু এখানে আইলা। দেখ, আমরা মাতার বিচ্ছেদে সকলে বিষণ্ণ।

[যুধিষ্ঠির পরীক্ষিতকে ক্রোড়ে করেন।

পরীক্ষিত। সেই মাতার নিমিত্ত আমিও বিষণ্ণ আছি। এইহেতু আপনার সহিত বনে গমন করিব।

যুধি। বনে হিংস্রক পশ্বাদি আছে, তুমি কিরূপে যাইবে।

পরী। আমি রথারোহণে গমন করিব। আর রাজার সহিত গমনে হিংসার অধিকার কি আছে। এবং আপনি অরণ্যে বাস করিলেও তাহা হস্তিনানগর হইবেক।

সহদেব। মহারাজ, এই শিশু অতিশয় প্রত্যুৎপন্ন মতি, ও পরম পণ্ডিত হইবেক।

নকুল। ভগবান্ বাসুদেব এই অনন্য বংশধরের কুশল করুন।

[অর্জ্জুনের পুনঃ প্রবেশ।]

অর্জ্জুন। মহারাজ, শুভ যাত্রা করুন; কৌরব ও পাণ্ডব বধূরা আপনার শুভগমনের প্রতীক্ষা করিতেছেন। আর বহুতর নৃপনারীও তাঁহারদের অনুগামিনী হইতেছেন।

[পদ্য।]

দ্রৌপদী উত্তরা ভদ্রা পাণ্ডুনারীগণ।
অপ্রমেয় কুরুবধূ কে করে গণন॥
ভারত সংগ্রামে হত যত নরপতি।
সসজ্জ হইল সব ভূপতির সতী॥
অখণ্ড মণ্ডল বিধু জিনিয়া বদন।
বিবিধ বাহনে চলে রাজার সদন॥
গজবাজি রাজী রাজা শোভে নানা সাজে।
পঞ্চম মোহন স্বরে নানা বাদ্য বাজে॥
বান্ধব বিয়োগহেতু শোকাকুল মনে।
চলিল অনেক রাজা রাজ দরশনে॥
পূর্ব্বে যেন কুরুক্ষেত্রে হইল সমর।
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী প্রায় একত্তর॥
মহা শব্দে স্তব্ধ লোক কম্পিতা ধরণী।
পতাকা উড়িছে শূন্যে বিবিধ বরণী॥
নারী সৈন্য দল রাজা চলে হর্ষ মনে।
তুরঙ্গ মাতঙ্গ ত্যজি মাতঙ্গ গমনে॥

[সর্ব্বেষাং প্রস্থানং।

সপ্তম অঙ্ক।

রঙ্গভূমি দ্বৈপায়ন বনে পঞ্চ পাণ্ডব ও কৌরব ও পাণ্ডব
বধূপ্রভৃতি নারীগণের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। মহারাজ, জাহ্নবী তীরে দ্বৈপায়ন নামে এই বন অতি পবিত্র, ও বহু তপোধনের আশ্রমহেতু এই তপোবনের অতিশয় প্রসিদ্ধি আছে। অন্ধ মহারাজ ও কুন্তী মাতাপ্রভৃতিরা এই বনে আশ্রম করিয়াছেন। সংপ্রতি দেখুন, অন্ধরাজ আপ-

মন করিতেছেন, এবং গান্ধারী ও জননী কুন্তী রাজার পশ্চাতে আসিতেছেন।

[ধৃতরাষ্ট্রের প্রবেশ।]

যুধিষ্ঠির। হে দেব, আমরা পঞ্চ পাণ্ডব আপনাকে অভিবাদন করিতেছি। অদ্য আমাদিগের শুভদিন, যে চিরদিন পরে মহারাজের সহিত সংমিলন হইল।

ধৃতরাষ্ট্র সহর্ষে। } পুত্রগণ তোমারদিগের মিলনহেতু আমি অতিশয় পুলকিত হইলাম। সম্প্রতি তোমারদিগের ও পুরজনের কুশল কহ।

যুধি। দেব, কুশল আর কি নিবেদন করিব। আপনারদিগের বিচ্ছেদে পরিবার শোক পারাবারে মগ্ন। এই হেতু কৌরব ও পাণ্ডববধূরা মহারাজের দর্শনাভিলাষে এই তপোবনে আগমন করিয়াছেন। এবঞ্চ, ভারত সংগ্রামে সংহত বহু রাজগণের বনিতারাও আপনারদের মিলনহেতু এখানে আসিয়াছেন।

ধৃত। আমারদিগের অতিশয় সৌভাগ্যহেতু অরণ্যমধ্যে এতদ্রূপ সংমিলন হইল। যুধিষ্ঠির, তোমার কীর্ত্তি ধন্য। নচেৎ এই নিবিড় বনমধ্যে অন্তরঙ্গগণের সহিত সংমিলনের সম্ভাবনা কি ছিল।

[গান্ধারী ও কুন্তী দেবীর প্রবেশ।]

পঞ্চপাণ্ডব। জননি, আমরা প্রণাম করিতেছি। বহুকাল পরে আপনারদিগের শ্রীচরণ দর্শন করিয়া আমরা চরিতার্থ হইলাম। আর আপনারদের গৃহত্যাগহেতু পুরজন প্রায় স্পন্দন রহিত ও অনুক্ষণ শোক সলিলে মগ্ন। এই হেতু হস্তিনার নারীগণ আমারদিগের অনুগমনে এই কাম্যক কাননে আসিয়াছেন।

কুন্তী ও গান্ধারী। } রে বৎসগণ, অনপেক্ষিতরূপে এই মিলনহেতু আমরা পরম পরিতুষ্ট হইলাম। শ্রীপতি তোমারদিগের শ্রীবৃদ্ধি করুন, আর পৃথিবীমধ্যে তোমরা সুররাজের আধিপত্য সম্ভোগ কর।

দুঃশীলা-প্রভৃতি নারীগণ। } হে মাতঃ আমরা আপনারদিগকে প্রণাম করিতেছি। কৃপা দৃষ্টি করুন।

গান্ধারী। তনয়ে, তোমারদিগের কুশল কহ।

দুঃশীলা। হে মাতঃ সুরমানসলম্বিত সেই অপূর্ব্ব গৃহ অতঃপর দক্ষিণারণ্যের ন্যায় শূন্য হইয়াছে। যেহেতুক যে গৃহে মাতা নাই তাহা সুসজ্জ অট্টালিকা হইলেও অরণ্যের ন্যায় গণ্য। হে জননি, আপনাদিগের বিচ্ছেদে সেই পুরী অতিশয় ক্লেশকরী হইয়াছে। আর এই অরণ্যমধ্যে আপনারদিগকে দর্শন করিয়াও আমরা হস্তিনার পূর্ব্ব সুখ অনুভব করিতেছি।

[দুঃশীলা বিলাপ করেন।

গান্ধারী। তনয়ে, ধৈর্য্যাবলম্বন কর। চির দিন কাহারও মাতা ও পিতা বর্ত্তমান থাকে না। অতিশয় মাতৃ স্নেহহেতু তোমার উত্তমা বুদ্ধির বৈক্লব্য হইয়াছে। এক্ষণে কুটীরে গিয়া শ্রান্তি দূর কর। তোমারদিগের অকস্মাৎ মিলনে আমরা অতিশয় পুলকিত হইয়াছি।

[সঞ্জয়ের প্রবেশ।]

সঞ্জয়। মহারাজ, অনশন ব্রতাচারি বিদুর মহাশয় সম্প্রতি জাহ্নবী তীরে ম্রিয়মাণ হইতেছেন। অতএব সত্বরে সেই মহাত্মার সহিত মিলন করুন।

[যুধিষ্ঠিরাদি গঙ্গাতীরে বিদুরকে দর্শন ও সম্বোধন করেন।]

যুধিষ্ঠির। হে কুরুবংশ চূড়ামণি, আমরা আপনাকে প্রণাম করিতেছি, দৃষ্টি প্রসাদ করুন। পূর্ব্বে পাণ্ডবকে দেখিয়া বহুদূরহইতে সম্বোধন করিতেন, এক্ষণে কিজন্যে সেই স্নেহের বিপর্য্যয় হইল।

[যোগাসনে বিদুরের তনুত্যাগ।

আমি বুঝিতেছি যে আপনকার এই সমাধির আর ভঙ্গ

নাই। ভ্রাতৃগণ দেখ, বুঝি বিদুর মহাশয় যোগাসনে তনু-ত্যাগ করিলেন।

অর্জ্জুন। মহারাজ, এই বটে, পিতৃব্য মহাশয় অতঃপর অন্তর্হিত হইলেন।

যুধিষ্ঠির। হে কুরুবংশ লোচন, নীলোৎপলের ন্যায় তোমার যুগল নীল নয়ন নিমীলন দেখিয়া আমরা অতিশয় ব্যাকুল হইতেছি অতএব অনুকূল হইয়া পাণ্ডবকে বারেক প্রবোধ দান কর। যেহেতুক তোমার বিচ্ছেদে বিষণ্ণ আমরা হস্তিনা পরিত্যাগ করিয়া তপোবনে আসিয়াছি। আর বহু সঙ্কটে তুমি বার-ম্বার পাণ্ডবের প্রাণ দান করিয়াছ; কেননা তোমার সদুপ-দেশ ভিন্ন কে সেই বারণাবতের অমাঙ্গলিক জতু গৃহহইতে নিস্তার পাইত। আর সেই ভীষণ রচনার নৈষ্ঠুর্য্য মনে করিয়া কৌরব সভ্যেরা পাণ্ডবের অগ্রেই নিধন সিদ্ধান্ত করি-য়াছিলেন। হে মুক্তিদ, তোমার কীর্ত্তির কীর্ত্তন করিয়া কে সমাধা করিবেক।

[পাণ্ডবেরা বিলাপ করেন।

ধৃতরাষ্ট্র। ভ্রাতঃ অভাগ্যবান আমরা অতঃপর তোমাকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলাম। এক্ষণে তত্ত্বকথা কহিয়া আমাকে কে প্রবোধ দান করিবেক। আর তোমাকর্ত্তৃক আমরা ঐহিকে বহু উপকৃত হইলাম এবং পরমার্থ বর্ত্মে তুমি আমারদের অনুগমন করি-য়া সন্তাপিত অন্ধ ভ্রাতার পারলৌকিক শুভানুধ্যান করিলা। হে ভ্রাতঃ, তুমি পরমেশ্বরপরিচিত, ও মহাত্মা। আমি বিগত পুত্রগণেও কদাপি বিস্মৃত হইব, কিন্তু ঐহিক ও পারত্রিকের অনুসঙ্গী ও সদ্বুদ্ধিদাতা তোমাকে কখন বিস্মৃত হইব না।

[কৌরব ও পাণ্ডব বধূগণ বিলাপ করেন।

[ব্যাসদেবের প্রবেশ।]

যুধি। মুনে, আমরা প্রণাম করি। সংপ্রতি, বিদুর মহাশয়ের বিয়োগে আমরা বিষণ্ণচিত্ত আছি, এবং কৌরব ও পাণ্ডব বধূরা সেইহেতু অতিশয় বিলাপ করিতেছেন।

ব্যাস। যুধিষ্ঠির, ধৈর্য্য হও। বিদুর ও আপনি উভয়ই ধর্ম্মাত্মা। মাণ্ডব্যমুনিকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া ধর্ম্ম বিদুররূপে ক্ষিতিতে আগমন করেন আর ভূভারাবতারণ জন্য সেই ধর্ম্মাংশে আপনার জন্ম হইয়া মর্ত্যলোকে আগমন হয়। এই সমস্ত তত্ত্ব কথা আমি তোমারদিগকে পূর্ব্বে বিস্তারপূর্ব্বক কহিয়াছি অতএব বিলাপ সম্বরণপূর্ব্বক বিদুরের বিধিমতে অগ্নি সংস্কার কর।

পঞ্চপাণ্ডব। যে আজ্ঞা।

[পাণ্ডবেরা বিদুরের সৎকার্য্য করেন।

ব্যাসদেব। নরপতে, আমি সম্প্রতি দ্বারকাভবনে গমন করিব। অতএব তোমারদিগের অভিলষিত যাজ্ঞা কর। আর এই দ্বৈপায়ন বনে সমাহূত কৌরব ও পাণ্ডব বধূগণে আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, যে যাহার যে মনোবাঞ্ছা তাহা আমাকে কহ।

[পদ্য।]

গান্ধারী। [শোকার্ত্তা কৌরব মাতা এই কথা শুনি।
করযোড়ে প্রণমিয়া কহে মহামুনি॥]
ত্রিলোকে নাহিক কর্ম্ম অসাধ্য তোমার।
দেবের আরাধ্য অংশিদেব অবতার॥
পুত্র শোক সম দুনে নাহি মর্ত্যপুরে।
ভুবন পূজিত পুত্র পড়িল সমরে॥
শতেক পুত্রের শোকে বিকল শরীর।
তিলেক বিরাম নহে নয়নের নীর॥
বারেক দেখিব চক্ষে বিগত তনয়।
এই বরদাতা হও মুনি মহাশয়॥
প্রসবিয়া পুত্র মুখ না হেরি নয়নে।
এই দুঃখ মুনিবর স্বপনে শয়নে॥
সন্তাপ সলিলে মগ্ন অন্ধ নৃপবর।
বিলাপ করয়ে নিত্য ব্যাকুল অন্তর॥

ধৃত। মম মনোনীত মুনে মৃতের মিলন।
সমরে যতেক পুত্র হইল নিধন॥

কুন্তী। আমার মানস মুনে নহে অগোচর।
কর্ণ শোকে আমার বিদীর্ণ কলেবর॥
তপনতনয় পুত্র দেব দুর্নিবার।
প্রসবিয়া ক্রোড়ে না করিনু একবার॥
হেরিব নয়নে মুনে ইচ্ছা হয় মনে।
এই বরদাতা হও দ্বৈপায়ন বনে॥

দ্রৌপদী। [অনন্তর পঙ্কজাক্ষি পাণ্ডব ঘরণী।
করপুটে কহে দেবী বিদ্যুৎবরণী॥]
হতভাগ্য মম সম নাহি তিন লোকে।
জীর্ণজরা হৈল তনু নানামত শোকে॥
দৈবের বিপাকে হত পঞ্চ পুত্রবর।
সবংশে মরিল পিতা পঞ্চাল ঈশ্বর॥
শোক পারাবার পার নাহি দেখি আমি।
কিবা অগোচর তব মুনি অন্তর্যামী॥
সংহত অমাত্য সুতে করাহ মিলন।
এই মনোভীষ্ট সিদ্ধি কর তপোধন॥

সুভদ্রা। নিবেদনে অবধান কর মুনিবর।
[সজল লোচনে ভদ্রা যুড়ি দুই কর॥]
অভাগিনী মম তুল্য না দেখি সংসারে।
ক্লেশের না হয় শেষ ভব কারাগারে॥
সংগ্রামে পড়িল পুত্র অভিমন্যু নাম।
শরত চন্দ্রিমারূপ বিচিত্র ধী ধাম॥
বিক্রমে বাসব তুল্য ধরায় অতুল।
মাতুলের তুল্য দিতে নাহি কোন কুল॥
বিপুল জনক পার্থ শ্রেষ্ঠ পাণ্ডুকুল।
তথাচ সংগ্রামে নহে পুত্রের প্রতুল॥
বিরাট ভবনে আসি বিবাহ করিল।
পুনঃ পুত্র সহদেব মিলন নহিল॥

দেখিব পুত্রের মুখ এই মম মন।
কৃপা করি এই বর দেহ তপোধন ॥

দুঃশীলা। [প্রফুল্ল কমল মুখী কহে ধীরে২।
চিকণ হেমাঙ্গ অঙ্গ ভাসে নেত্রনীরে ॥]
ভারত সংগ্রামে হৈল স্বামির বিনাশ।
দেখিব তাঁহারে মুনে এই অভিলাষ ॥
পতিহীনা নারীর জীবন অকারণ।
বিধির নিগ্রহে নহে দুঃখ নিবারণ ॥
সতীর সান্ত্বনা নহে পতির বিয়োগে।
জীবনে মরণ তাঁর দৈবের নিয়োগে ॥

যুধিষ্ঠির। [অনন্তর যুধিষ্ঠির করি যোড় কর।
বিনয়ে কহেন ব্যাসদেবের গোচর ॥]
কৌরব পাণ্ডব যত পড়িল সমরে।
সেনা সেনাপতি নারায়ণী সহচরে ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ শল্য সাল্ব দুর্য্যোধন।
বিরাট দ্রুপদ আদি হিড়ম্বা নন্দন ॥
সবন্ধু বান্ধব অক্ষৌহিণী অষ্টাদশ।
মিলন করিয়া মুনে রাখ এই যশ ॥
অদ্ভুত তোমার কীর্ত্তি কীর্ত্তন না হয়।
অংহি নারায়ণ মুনে বেদ শাস্ত্রে কয় ॥

ব্যাসদেব। [তথাস্তু বলিয়া আশ্বাসিল সবে ব্যাস।
অদ্য নিশি সকলের পূর্ণ হবে আশ ॥]

কৌরব ও পাণ্ডব বধূগণ। [সহর্ষ হইল সবে মুনির বচনে।
ন ভাবি ন ভূত কর্ম্ম ভাবে মনে মনে ॥
কতক্ষণে অস্ত দিবা আসন্না যামিনী।
নিমিষ রহিতা আঁখি কৌরব কামিনী ॥
কুতূহলে কম্পিতা কহিছে কুলনারী।]
বিচ্ছেদ বিষাদ আর সহিতে না পারি ॥
পলক প্রমাণ নিশি প্রলয় সমান।
কহ মুনে কখন হইবে পরিত্রাণ ॥

ব্যাসদেব। [অনন্তর স্মরণ করিতে মুনিবর।
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী মিলিল সত্বর॥
অদ্ভুত মুনির কর্ম্মে চমৎকৃত সবে।
ডাকিয়া সকলে কন দ্বৈপায়ন তবে॥]
সম্মুখে দেখহ সবে ভীষ্ম মহাবীর।
দেবদত্ত রথারূঢ় সুমেরু শরীর॥
অভেদ্য ধনুক করে শরপূর্ণ তূণ।
"মালতীর মালাগলে শোভে চতুর্গুণ"॥
তদন্তর দেখ সবে দ্রোণ ধনুর্দ্ধর।
লোহিত বর্ণাশ্ব যুক্ত রথ মনোহর॥
মস্তকে উষ্ণীষ শোভে অঙ্গে মলয়জ।
জিনিয়া অরুণ বর্ণ লোহিত কবজ।
দ্রোণের পশ্চাতে দেখ কর্ণ মহাবল।
জিনিয়া মরীচি মালা শ্রবণে কুণ্ডল॥
বিজয় ধনুক করে সুর্য্যের নন্দন।
পৌর্ণমাসী শশি জিনি সুন্দর বদন॥
পঙ্কজ কুসুম মালা শোভে শুভ্র কায়।
আজানু লম্বিত ভুজ শোভিতেছে তায়॥
অনন্তর দেখ দুর্য্যোধন মহারাজ।
বাসবের প্রায় সঙ্গে রাজার সমাজ॥
ধবল মাতঙ্গে ঘটোৎকচ মহাবীর।
ইন্দ্রজিত প্রায় বীর নির্ভয় শরীর॥
তার পর অভিমন্যু দেখহ রাজন্।
সুরেশ সদৃশ শূর সুভদ্রা নন্দন॥
হীরক কুণ্ডল কর্ণে করে ঝলমল।
কৌস্তুভ কিরীটি যার ভাস্কর উজ্জ্বল॥
সমুত বিরাট সহ দুই সহোদর।
পাঞ্চালীর পঞ্চপুত্র দেখ একত্তর॥
তদন্তর দেখ মনোহর রথধ্বজ।
দুঃশাসন বিকর্ণাদি কৌরব অনুজ॥

শকুনি মাতুল সহ সহোদরগণ।
তার পর দেখ রাজা তনয় লক্ষ্মণ ॥
পশ্চাতে সুশর্ম্মা সহ নারায়ণী সেনা।
না হয় নিঃশেষ যেন সমুদ্রের ফেণা ॥
সোমদত্ত ভূরিশ্রবা শল্য নরপতি।
" কলিঙ্গ ঈশ্বর শত অনুজ সংহতি " ॥
যেইরূপে যেই বীর সংগ্রাম করিল।
সেই ধনু সেই রথে হেথায় মিলিল ॥
অতঃপর মিলন করহ যুধিষ্ঠির।
বান্ধব বিচ্ছেদে ছিলা অন্তর অস্থির ॥
এমন সুখের নিশা আর না হইবে।
মৃত সহ কেবা কোথা মিলন করিবে ॥

যুধি। অদ্ভুত তোমার কীর্ত্তি বিশ্বের বিস্ময়।
স্বপনের ন্যায় এই সব বোধ হয় ॥
অন্ধরাজে দিব্য চক্ষু দেহ মহাশয়।
কৃতার্থ হউন রাজা হেরিয়া তনয় ॥

ব্যাস। মম বরে দিব্যচক্ষু লভ কুরুবর।
শত পুত্রে দেখ রাজা সানন্দ অন্তর ॥
[পাইয়া অপূর্ব্ব দৃষ্টি অন্ধ নরপতি।
আনন্দ অশ্রুতে আর্দ্র কৈল বসুমতী ॥]

[ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও দুর্য্যোধনাদি সহিত অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনার প্রবেশ।]

দুর্য্যোধন সহোদর সহিত। [জিনিয়া শতেক চন্দ্র শত সহোদর।
প্রণমিয়া দাঁড়াইল পিতার গোচর ॥]
কহ পিতঃ কিবাহেতু অরণ্যে প্রবেশ।
জটা বল্কধারী কেন তপস্বির বেশ ॥
সন্ন্যাসী হইলা কেন অবনি ঈশ্বর।
হস্তিনার ভূপ কেন অরণ্য ভিতর ॥

ধৃতরাষ্ট্র। [কোলে করি কুরুরাজ শতেক কুমার।
অনিমেষ নয়নে নেহালে অনিবার ॥]

হস্তিনা ত্যজিনু পুত্র তোমার কারণ।
ব্রহ্মচর্য্যহেতু সবে প্রবেশি কানন ॥
[কথোপকথন করে হরষিত মনে।
ঘন২ চুম্ব দেয় পুত্র বরাননে ॥]
আস্তে ব্যস্তে আসি রাণী পুত্র কোলে নিল।
শত সহোদর মায়ে প্রণাম করিল ॥
সানন্দ অন্তরে কহে ধন্য ধন্য বিধি।
দরিদ্র পাইল যেন মহারত্ন নিধি ॥

গান্ধারী। অরণ্য হইল গৃহ তোমার বিচ্ছেদে।
কাননে করিনু বাস সেই সব খেদে ॥
হেরিয়া তোমার মুখ দুঃখ হৈল দূর।
অক্ষির পুতলী পুত্র প্রাণের ঠাকুর ॥
[নানা মতে বাৎসল্য করয়ে নৃপজায়া।
মোহিতা হইল মহী দেখী মাতৃমায়া ॥]
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ শল্য শাল্ব আদি বীর।
কুরুরাজ বেড়িয়া বসিল যত ধীর ॥
মহারথ জয়দ্রথ শ্যালক শকুনি।
জ্ঞাতি গোত্র পাত্র মিত্র বহু জ্ঞানি গুণী ॥
পূর্ব্বমত সভা করি বৈসে নৃপবর।
দ্বৈপায়ন বন হইল হস্তিনানগর ॥
বিপুল পুলকে পূর্ণ পঞ্চ সহোদর।
ভীষ্ম দ্রোণে প্রণমিল ভক্তি পুরঃসর ॥
মদ্রুরাজ মাতুলের সম্ভাষ করিয়া।
পঞ্চ ভাই কর্ণেরে প্রণাম করে গিয়া ॥
সহোদর সহ কর্ণ করে আলিঙ্গন।
আনন্দ অশ্রুতে আর্দ্র ভাই ছয় জন ॥
কুন্তীর চরণে কর্ণ প্রণাম করিতে।
পুত্র কোলে নিল কুন্তী হরষিত চিতে ॥

কুন্তী। কহ বৎস, এত দিন বঞ্চিলা কেমনে।
জননী বলিয়া বুঝি নাহি ছিল মনে ॥

তোমার কারণে মনোদুঃখ অনিবার।
প্রসবিয়া কোলে না করিনু একবার ॥
নির্নিমেষ নেত্রে কুন্তী নেহালে নন্দন।
আনন্দে নয়ন বারি বহে অনুক্ষণ ॥
পূর্ব্ব শোক পাসরিল পাণ্ডব জননী।
কথোপকথনে বঞ্চে সুখের রজনী ॥
অনন্তর পাঞ্চালীর পুত্র পঞ্চ জন।
অভিমন্যু ঘটোৎকচ ভীমের নন্দন।
দ্রৌপদী কুন্তীর পদে প্রণাম করিল।
স্নেহ ভাবে পুত্রগণে দোঁহে কোলে নিল ॥
পুলকে পূর্ণিতা কুন্তী করিল কল্যাণ।
বিগলিত নেত্র নীরে ভাসিল বয়ান ॥
তবে পিতৃ পদে নতি কৈল ঘটোৎকচ।
সম্মোহন রূপ চক্ষু কমল বিকচ ॥
হাসিয়া মারুতি তবে পুত্র কোলে নিল।
দুই হেম গিরি যেন একত্র মিলিল ॥
অভিমন্যু ক্রোড়ে করে বীর ধনঞ্জয়।
দেখিয়া সুভদ্রা শীঘ্র পুত্র কোলে লয় ॥
মাতা পিতা সম্ভাষিয়া অভিমন্যু বীর।
পরীক্ষিত পুত্র কোলে লইলেক ধীর ॥
মিলিল উত্তরা দেবী অভিমন্যু পাশে।
নানা আলাপন করে হাস্য পরিহাসে ॥
তবে দুর্য্যোধন আদি শত সহোদরে।
পাণ্ডবে প্রণাম করে অতি সমাদরে ॥
প্রেমানন্দে আলিঙ্গন করে দুর্য্যোধন।
পূর্ব্বের শাত্রব ভাব নাহিক এখন ॥
লক্ষ্মণ গান্ধারী পদে করিল প্রণতি।
কুতূহলে পুত্র কোলে নিল ভানুমতী ॥
পঞ্চাল ঈশ্বর সহ যুগল কুমার।
দেখিয়া দ্রৌপদী দেবী করে নমস্কার ॥

পিতৃ ভ্রাতৃ মিলনে বিলাপ পরিহরি।
হইল সহর্ষচিত্তা হস্তিনা ঈশ্বরী॥
চিত্রের পুত্তলী পুত্র সঙ্গে পঞ্চ জন।
নয়নের তারা প্রায় সবে হারাধন॥
কুশল আলাপ করে কুতূহল মন।
মনে২ ভাবে সুখ না হবে এমন॥
দ্রুপদ বিরাট ভূপ সম্ভাষে পাণ্ডব।
হৃষ্টচিত্ত পঞ্চ ভাই তোষয়ে বান্ধব॥
আকাশে থাকিয়া দেখে অমর মণ্ডল।
হস্তিনা অধিক শোভা হৈল বনস্থল॥
হারাপতি হেরি কুরু বনিতা সকলে।
মৃদুহাসে পতি পাশে বৈসে কুতূহলে॥
বিচ্ছেদ বিষাদ যত বিস্মৃত হইয়া।
যামিনী যাপন করে পতিরে লইয়া॥
পুলক পয়োধি নীরে মগ্না যত নারী।
সুতনু ব্যাপিয়া কারু বহে নেত্রবারি॥
মিষ্ট আলাপন করে অভীষ্ট প্রস্তাবে।
বিচ্ছেদ অনিষ্ট মাত্র মনে মনে ভাবে॥
মনোগত ভাব ভাগ্যে সৌভাগ্য উদয়।
"এমত রজনী যেন প্রভাত না হয়"॥
বিরহ বিষের জ্বালা আর না সহিবে।
বিচ্ছেদ দহনে দেহ সতত দহিবে॥
ধরিয়া পতির কর কহে বিনাইয়া।
ক্ষম অপরাধ পতে প্রসন্ন হইয়া॥]

ব্যাসদেব। [সতীর করুণা বাক্যে ব্যথিত অন্তর।
ডাকিয়া কহেন সবে তবে মুনিবর॥]
পতিসহ বাস ইচ্ছা যেই সাধ্বী সতী।
মম বরে স্বর্গে যাও পতির সংহতি॥
সন্তাপ হইবে দূর ব্যাধি সহবাসে।
পবিত্র পতির সঙ্গ সর্ব্বপাপ নাশে॥

উত্তরা রহিবে মাত্র পরীক্ষিতহেতু।
যত্নে পালনীয় সেই শিশু পুণ্য সেতু॥

কৌরব বধূগণ। [কৃতার্থা কৌরব নারী কর যোড়ে কয়।]
ত্রিলোকে নাহিক তব তুল্য মহাশয়॥
অমৃত করিলা বৃষ্টি তৃষিতের আগে।
সতীর করিলা গতি নিজ পুণ্যভাগে॥
[অন্তরাত্ম রাণী পদে প্রণাম করিয়া।
বিনয়ে বিদায় হয় চরণ ধরিয়া॥
সানন্দে কৌরব নারী বাহিনী মিলিল।
স্বর্গবাসিগণ তবে অদৃশ্য হইল॥
এই রূপে অবসন্না হইল রজনী।
চরাচর প্রসন্ন প্রকাশে দিনমণি॥]

[কৌরব নারীগণ সহিতে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীর প্রস্থান।

[গদ্য।]

ধৃতরাষ্ট্র। হে মুনে, আপনকার এই অনির্ব্বচনীয়া উত্তমা কীর্ত্তিহেতু আমরা কৃতার্থ হইলাম। আর যদিও পুত্রগণের পুনর্ব্বিচ্ছেদে আমরা অতিশয় খেদাপন্ন বটি, কিন্তু জন্মাবধি আমা-কর্ত্তৃক অদর্শিত পুত্রগণে এক্ষণে দিব্য নয়নে দৃষ্টি করিয়া আমরা অত্যুল্লাসিত হইয়াছি। হে দেব, আপনকার কীর্ত্তি ধর্ম্ম্যা; ও তাহা তিন লোকে প্রসিদ্ধ হইবেক। কিন্তু বন্ধু ও বান্ধবগণের বিচ্ছেদে আমরা অতঃপর অতিবড় উৎকণ্ঠিত, অতএব কিরূপে মর্ত্ত্যলোকে মনস্থির হইয়া ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে নিষ্ঠা হইবেক তাহা সম্প্রতি বোধ হয় না।

ব্যাসদেব। নরপতে, এই মর্ত্যলোকে আপনারা আর অতি স্বল্পকাল মাত্র স্থায়ী অতএব কথঞ্চিদ্রূপে মনস্থির করিয়া ঐকান্তিক-চিত্তে সদ্গতির অনুশীলন কর। আর, যুধিষ্ঠির, তুমি ভ্রাতৃগণ সহ সত্বরে হস্তিনাপুরে গমন করত হৃষ্টচিত্তে এই মহা সাম্রাজ্যের শাসন ও প্রজাগণের পালন করহ। আমি অনতি-বিলম্বে তোমারদিগের সহিত তথায় পুনর্ব্বার সংমিলন করিব। এইক্ষণে দ্বারকা ভবনে চলিলাম।

পঞ্চ পাণ্ডব। মুনে, তবে আমরা আপনাকে প্রণাম করি।

ব্যাস। যুধিষ্ঠির, তোমরা মহাসত্ত্ব, অতএব তোমাদিগের পবিত্র নামে প্রাণিগণের পবিত্রতা হউক।

[ব্যাসদেবের প্রস্থান।

যুধিষ্ঠির। মহারাজ, আমরা এক্ষণে সপরিবার বিদায় হইতে বাসনা করি। অতএব সুপ্রসন্ন হইয়া অনুমতি প্রসাদ করুন। আমরা আপনাদিগকে অভিবাদন করিতেছি।

[ধরাবনত প্রণাম করেন।

ধৃতরাষ্ট্র। যুধিষ্ঠির, তুমি কুরু বংশ চূড়ামণি, আর তোমাদিগের তুল্য অতিবড় মহাত্মা "ন ভাবী ন ভূতঃ"। তোমাদিগের সন্নাম চিরজীবি হউক। আর চন্দ্র সূর্য্য ও নক্ষত্রগণ যাবৎ গগণমণ্ডলে উদয় হইতে থাকেন তাবৎ তোমরা জয়যুক্ত হও।

পাণ্ডববধূগণ। ঠাকুরাণি, আমরা প্রণাম করিতেছি, দাসীগণের অপরাধ প্রশমন করুন।

কুন্তী। পতিব্রতে, [দ্রৌপদী প্রতি] তোমার জগৎ পূজিতা খ্যাতি ও পুণ্য নাম তিন লোকের কল্যাণার্থ হউক। হে পঙ্কজ নেত্রে, শ্রীঅংশে সম্ভূতা তোমার বিদ্যমানে যুধিষ্ঠিরের রাজলক্ষ্মী চিরস্থায়িনী হউন। সুভদ্রা ও উত্তরা ও পরীক্ষিতকে আমি পুনর্ব্বার তোমাকে সমর্পণ করিলাম। তোমার পালনে এই মহানুভব শিশু শশিকলার ন্যায় দিন২ উন্নতিকে পাউক।

[পঞ্চপাণ্ডব ও পরীক্ষিত ও দ্রৌপদী ও সুভদ্রা ও উত্তরা ও সৈন্যগণের প্রস্থান।

সঞ্জয়। দেব, ব্যাসমুনির বাক্যাভাসে আমার বোধ হইতেছে যে আমরা আর স্বল্পকালমাত্র এই অবনীমণ্ডলে স্থায়ী।

ধৃতরাষ্ট্র। তবে এইক্ষণে আমার এই পরামর্শ যে অনুষ্ঠানে আর মুহূর্ত্তেক কালও হরণ না করিয়া সকলে যোগাসনে প্রবৃত্ত হও।

সঞ্জয়। হে ভূপতে ইহাই ভদ্র।

[ধৃতরাষ্ট্র ও কুন্তী ও গান্ধারী যোগাসনে বৈসেন।

সঞ্জয় আত্মকথন। আমি বুঝিতেছি যে সেই ভূত ভাবি বিজ্ঞ ও সর্ব্বজ্ঞ ব্যাস মুনির বাক্য কদাচ ব্যর্থ নহে, এই হেতু বনবাসী আমরা প্রতিক্ষণ মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে পারি। আর যদ্যপিও যোগাশ্রমিরা মৃত্যুকে বিশেষ দুর্য্যোগের মধ্যে গণ্য করেন না, কিন্তু যদ্দ্বারা এই পঞ্চ ভূত বিনির্ম্মিত কলেবর পঞ্চত্বে পরস্পর বিচ্ছেদ হইয়া আপন২ কারণে লীন হয়, তাহা কি জন্য ভয়ানক নহে তাহা ঐ যোগিরাই বিজ্ঞ, ফলতঃ মৃত্যু জন্য যে আশঙ্কা তাহা মৃত্যুহইতেও ভয়ঙ্কর। কেননা ক্ষণ মাত্রেই মৃত্যুর মিলন হইয়া প্রাণিরা সুখ দুঃখ ও হর্ষ বিষাদ সমস্তই বিস্মৃত হয়, কিন্তু তচ্ছঙ্কাকর্তৃক আকৃষ্ট শরীরিরা দীর্ঘ কাল ক্লিষ্ট হয়েন। আর মৃত্যুকে অতিক্রমণকারি অমৃতপায়িরা "অমর" এই ত্র্যক্ষর যুক্ত মাঙ্গলিক নাম ধারণ করিয়া নরহইতে শ্রেষ্ঠতর হইয়াছেন। যদ্ধেতুক অমৃতহেতু একেরা অমর, আর মৃত্যুহেতু অপরেরা নর এতাবতা নশ্বর হইয়াছেন। অপিচ, যদি মর্ত্যপুরে ইহাই শ্রেষ্ঠতম সুখ না হইত, তবে রাক্ষস ও দানবেরা পরার্দ্ধৎ যুগ যোগাসন করিয়া চরমে কেবল অমর হইবার বরার্থী হইতেন না। এবং দৃষ্ট হইতেছে যে বিরিঞ্চ্যাদি বরদাতা দেবতারা তাহার অদাতা হইয়া দানব ও রাক্ষসগণকে অকৃতার্থ করিয়াছেন। যাহা হউক, এই মৃত্যু যদ্দ্বারা চরাচর সশঙ্ক, আমি যোগাসনে জাগরূক থাকিয়া তাহার অধিকার চর্চ্চা দেখিব।

[কুটীর মধ্যে গমন করত যজ্ঞানলে কুটীর দাহ হওয়া দৃষ্ট করেন।

আঃ, কুটীরে অগ্নিক্ষেত্র কিরূপে হইল! মুনে, তুমি ধন্য, যেহেতুক তোমার বাক্য অমোঘ। দেখিতেছি যে জাজ্বল্যমান এই মহাগ্নিহইতে অস্মদাদির আর অব্যাহতি নাই। অন্ধরাজ সত্বরে সাবধান হউন [যোগাসনে বাহ্যজ্ঞান রহিতা নতুবা এই মহানল আমাদিগকে গ্রাস করিল। হা, হতভাগ্য আমরা নষ্ট হইলাম।

[ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী ও কুন্তী ও সঞ্জয় যজ্ঞানলে দগ্ধ হয়েন।

অষ্টম অঙ্ক।

রঙ্গভূমি হস্তিনানগর রাজবাটীতে দ্রৌপদী ও সুভদ্রার প্রবেশ।

দ্রৌপদী। সুভদ্রে, সংপ্রতি দেখ, দ্বৈপায়ন বনহইতে আগমনাবধি রাজা আপনাকে অতিশয় বিষণ্ণের ন্যায় দর্শাইতেছেন, এবং তদ্ধেতুক ভ্রাতৃগণও অনুক্ষণ অপ্রসন্ন বদন। ইহাতে আমার বোধ হয় যে রাজা অনতিবিলম্বে গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া মহা প্রস্থান করিবেন, এবং তোমার পৌত্র পরীক্ষিত রাজ্যাধিপ হইবেন।

সুভদ্রা। আমিও বুঝিতেছি যে ইহার অধিক কাল বিলম্ব নাই; কিন্তু যদবধি যদুশ্রেষ্ঠ মর্ত্যলোকহইতে লীলা সম্বরণ না করেন, তদবধি রাজা আশ্রমান্তরের চিন্তা করিবেন না। বিশেষতঃ পরীক্ষিতও শিশু, এইহেতু অদ্যাপি আসমুদ্র বিস্তীর্ণ সম্রাজ্য শাসনের যোগ্য নহে। ফলতঃ দেখ, এই সন্তাপ সলিলে মগ্ন গৃহে সুখমাত্র নাই। কৌরব বধূরা ধন্যা, যেহেতুক অতঃপর স্বর্গ ও স্বামিকে পাইয়া তাঁহারা সুখী হইলেন।

দ্রৌপদী। ভদ্রে, আমরা চিরদিন অসুখী, আর পিতৃ গৃহে সুখেতে অবস্থিত তুমি আমাদিগের দুরবস্থা জ্ঞাতা নহ। দ্বাদশ বৎসর অরণ্যের ক্লেশ ও বৎসরেক অজ্ঞাতের দীন বেশ মনে করিয়া দিন২ রোদন করিয়াছি।

সুভদ্রা। পাঞ্চালি, দেখ, পতিসহ অরণ্যেবাসেও যে স্বচ্ছন্দ আছে তাহা পতিবিরহে উত্তম গৃহে থাকিয়াও দুষ্প্রাপ্য। অতএব তোমার বন কষ্টহইতেও আমার গৃহ কষ্ট গরিষ্ঠ বোধ করিলাম। কেননা পতি বিদ্যমানে কাননও নির্জ্জন নহে, আর পতিবিরহে প্রাসাদও কানন হইতে পারে। হে দেবি, চিরকাল স্বামিসহ সুখেতে অবস্থিত আপনি এতদ্রূপ গৃহ কষ্টের অভিজ্ঞাতা নহেন, এইহেতু ভাগ্যবতী আপনি আমার ভাক্ত সুখের প্রতি লক্ষ করিয়া আপনাকে অকারণ অসুখী জ্ঞান করিতেছেন।

দ্রৌপদী। ভদ্রে, আমার বোধ হয় যে ইহা সপত্নীর শ্লেষমাত্র। নচেৎ দেখ, সৈরিন্ধ্রী বেশ ধারণ করিয়া কোন্ পৃথ্বীশ্বরী পরের পরিচর্য্যায় সুখানুভব করে।

সুভদ্রা। তত্রাপি, হে দেবি, আপনি ইন্দ্রতুল্য পঞ্চ পতিকে অনুক্ষণ নয়নে নিরীক্ষণ করিয়াছেন। ইহাতে কোন্ দুঃখের বিমোচন না হইতে পারে।

দ্রৌপদী। কিন্তু, হে সুভদ্রে, দুঃশাসন ও কীচকের দুশ্চরিত্রহেতু আমি যে দুঃখ পাইয়াছি তাহা কোন কুলনারী না পাউক। যাহা হউক আমি দেখিতেছি যে অরণ্যহইতেও এক্ষণে গৃহমধ্যে আমাদিগের দুশ্চিন্তা বহুধা, কেননা, ভদ্রে, ইদানীং আমি অনেক অমঙ্গল দেখিতেছি। আর এই সকল অশুভ দর্শন বহু অকুশলের লক্ষণ ভিন্ন নহে। সম্প্রতি দেখ, ভ্রাতৃগণ সহ রাজা আগমন করিতেছেন।

[পঞ্চপাণ্ডবের প্রবেশ।]

যুধি। প্রিয়ে, আমরা অন্ধরাজ ও জননীদ্বয়কে অনাথের ন্যায় অরণ্যে পরিত্যাগ করিয়া আইলাম। না জানি, ইহাতে কি অমঙ্গল হইবে। বিশেষতঃ বিদুরের অবিদ্যমানে অন্ধরাজ এক্ষণে সহায়হীন হইয়াছেন।

দ্রৌপদী। পতে, আমি এতদর্থে অনেক অমঙ্গল দেখিতেছি। বোধ হয় যে এই সন্তাপিত গৃহে আমাদিগের আর সন্তোষ নাই সংপ্রতি দেখুন, ব্যাস মহাশয় আগমন করিতেছেন।

[ব্যাসদেবের প্রবেশ।]

যুধি। মুনে, আমরা প্রণাম করি। আপনকার কুশল?

ব্যাস। যুধিষ্ঠির, সপরিবার তোমাদিগকে কি জন্য এইরূপ ম্রিয়মাণ দেখিতেছি।

যুধি। দেব, অনাথের ন্যায় আমরা জ্যেষ্ঠ তাত ও জননীদ্বয় ও সঞ্জয়কে অরণ্যে পরিত্যাগ করত গৃহে আসিয়া অতিশয় অসুখী হইয়াছি।

ব্যাস। যুধিষ্ঠির, তদর্থে নিশ্চিন্ত হও। রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয় ও

কুন্তী ও গান্ধারী দেবী যজ্ঞানলে দগ্ধ হইয়া তনুত্যাগ করিয়াছেন। যেহেতুক যোগাসনে সংযুক্ত ঐ মহাত্মারা চৈতন্য রহিত হইয়া প্রজ্বলমান মহাবহ্নিকর্ত্তৃক ব্যাপাদিত হইয়াছেন।

যুধি। হে মুনে, হতভাগ্য আমরা অতঃপর নিতান্তই হতাশ হইলাম।

[যুধিষ্ঠিরাদি বিলাপ করেন।

ব্যাস। যুধিষ্ঠির, বিলাপ সম্বরণ কর। মর্ত্যলোকে আগমন করিয়া তোমরা আদ্যোপান্ত বহু বিলাপ করিয়াছ। ইহা জ্ঞানবিজ্ঞিতেন্দ্রিয়দিগের অননুমত। যেহেতুক, হে কৌন্তেয় অতিশয় বিলাপপর লোকেরা মুক্তশ্রী হয়েন। অতএব শোক সম্বরণ করিয়া মৃত জননাদির উদ্দেশে দানাদি কর যে তোমাদিগেরও পরলোক গত সেই মহাত্মাদিগের পারত্রিক কল্যাণ হইবেক।

যুধি। মুনে, আমরা কৃতার্থ হইলাম। অতএব আজ্ঞা মত আচরণ করিব।

ব্যাস। যুধিষ্ঠির, তোমরা মহাসত্ত্ব, অতএব বিদ্যাধরীগণকর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া স্বর্গের সুখ অনুভব কর। আর কৌরব বিয়োগ উপলক্ষে নররূপি দেবাত্মা তোমরা বহু বিষাদ করিয়াছ, অতএব কৌরব বিয়োগ সংবাদ লোকদিগের ধর্ম্মার্থে আর তোমারদিগের পুণ্য নাম প্রাণিগণের প্রতিদিন স্মরণীয় হউক। আর সত্যবান রাজারা তোমার ন্যায় ধর্ম্মকে আশ্রয় করুন। এবং সজ্জনদের সর্ব্বদা ইষ্ট সিদ্ধি হউক।

[সর্ব্বেষাং প্রস্থানং।

গ্রন্থ সমাপ্ত।

শ্রীরামপুরের "তমোহর" যন্ত্রালয়ে
শ্রীযুত জে এচ্ পিটর্স সাহেবকর্ত্তৃক মুদ্রিত হইল।

অশুদ্ধশোধন।

পত্র।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
১০	২৯	সার্দ্ধাস।	সাধ্বস।
১৩	১	অপুষ্পের।	খপুষ্পের।
১৪	১৯	মহারাজা।	মহারাজ।
১৫	১৪	মাংসাসী।	মাংসাশী।
,,	২১	সুপ্তীচ্ছায়া।	সুপ্তীচ্ছায়।
১৯	২৫	নিষ্কণ্ঠক।	নিষ্কণ্টক।
২৩	১৬	শোকার্থ।	শোকার্ত্ত।
৩৫	৩	নালসা।	লালসা।
৩৬	১৪	স্থিরস্থায়িনী।	চিরস্থায়িনী।
৩৭	১৭	করিায়।	করিয়া।
৬৪	২৫	যদিয়।	মদীয়।
৭৫	২২	বৃদ্ধি।	বুদ্ধি।
৭৬	১০	সারথ্যে।	সারথ্যে।
৮৬	৪	হতাগ্নি।	হতোগ্নি।
,,	২৫	সম্পৃসট।	সমস্পৃট।
৮৮	৭	অভিষিক্তি।	অভিষিক্ত।
৮৯	৩০	পুঞ্জ।	পক্ষ।
৯২	১১	শক্র।	শক্র।
৯৩	১	বিদুর।	বিদায়।
৯৮	২৮	অব।	আর।
১০৭	১৭	মহীপতির।	মহীপতিরা।
১০৯	১২	গণে।	গান।
১১৭	২৩	অন্তঃপুর।	অন্তকপুর।
১২৮	৫	দারাপুত্র।	দারাপুত্র।
১২৯	২	তেমার।	তোমার।
,,	২৭	ইহা।	ইহ।
১৩২	২৯	আনুকুল।	আনুকুল্য।
১৩৭	১৪	শৌর্য্যবলে।	শৌর্য্যবান।

অশুদ্ধশোধন।

পত্র।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
১৩৮	৬	রাজর্ম্ম।	রাজধর্ম্ম।
১৩৯	৭	শ্রাদ্ধা।	শ্রদ্ধা।
,,	১৪	পুণ্যানুষ্ঠান।	পুণ্যানুষ্ঠান না হয়।
১৪৩	২৭	অণেষণ।	অন্বেষণ।
১৪৮	১৭	উত্তর।	উত্তরা।
১৫৪	১১	মহানুভাব।	মহানুভব।
১৭২	৪	দুর্য্যোগের।	দুর্যোগের।